শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

...শত বর্ষ পূর্ত্তিজন্মোৎসব উপলক্ষে :—
নূতনভাবে লীলাকথা-জীবনী ও শিক্ষামৃত

MATH • ...hura (U.P.)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

—ঃ পাঁচশত বর্ষ পূর্ত্তিজন্মোৎসবপলক্ষে ঃ—

মহাপ্রভুর সুমধুর লীলা কথা, জীবনী, শিক্ষামৃত
নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা, ধাম মাহাত্ম্য হরিসংকীর্ত্তন
প্রভুর অন্তর্দ্ধান লীলা রহস্য ও শিক্ষাষ্টক বর্ণন।

এশিয়া ইউরোপ ও বিশ্বব্যাপী গৌরবাণী প্রচারক বর
জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের
একান্ত অনুগৃহীত ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা—
উপদেশ পণ্ডিত—শ্রীঅনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী
সম্প্রদায় বৈভবাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও
শ্রীমান্ নন্দগোপাল চক্রবর্ত্তী
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

(ষষ্ঠ সংস্করণ)

শ্রীগৌড়ীয় সারস্বত লাইব্রেরী
শ্রীধাম নবদ্বীপ।

সম্পাদক কর্ত্তৃক
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

গ্রন্থানুকূল্য—
সাড়ে তিন টাকা মাত্র।

Shri Kash...

সহৃদয় পাঠকগণের প্রতি নিবেদন

শ্রীচৈতন্যদেবের বাণী আজ বঙ্গদেশে, ভারতে তথা সমগ্র বিশ্বেই অন্বয় বেতিরেক ভাবে প্রচারিত হইয়াছে, চিত্র গৃহগুলিতেও শ্রীগৌরাঙ্গের বিভিন্ন লীলা প্রদর্শিত হইতেছে। তাঁহার সম্বন্ধে বাজারে বহু পুস্তক, পত্রিকা, প্রবন্ধ নিবন্ধাদিও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার ফলে শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে মানবসমাজে বহুপ্রকার বিকৃত ধারণা ও অপ সিদ্ধান্ত সকলও প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেব একজন সমাজ সংস্কারক, অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনকারী হরিজন আন্দোলনকারী বা তথাকথিত ধর্ম্ম-প্রচারক মাত্র। তিনি একজন তথাকথিত মহাত্মা, মহামানব, অতিমানব, শহীদ, স্বামিজী, সন্ন্যাসী, পরমহংস, পরমপুরুষ বা মহাপুরুষ মাত্র অথবা তিনি কলির অসংখ্য কাল্পনিক অবতারগণের মতই আর একজন পরম-পুরুষ বা অবতার বিশেষ, ইত্যাদি বহুপ্রকার মিথ্যা ধারণা অনেকেই পোষণ করেন, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। ভারতের বা বাংলার স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণের মধ্যেও অনেকে শ্রীচৈতন্যদেবের কোনও খবরই রাখেন না। অথচ তিনি এই বঙ্গভূমিতেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং সমগ্র বিশ্বে এমন অপূর্ব্ব বস্তু বিতরণ করিয়াছিলেন, যাহা কোনও যুগে কোনও কালে বা কোনও অবতারেও বিশ্বে প্রদত্ত হয় নাই। যাহা প্রাপ্ত হইলে জীবের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের চিরতরে অবসান হয় এবং জীবমাত্রেরই শাশ্বত শান্তি, বাস্তব স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বরাজ ও নিত্য পরমানন্দ লাভ করিয়া চিরতরেই অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। কোন কালে বা কোনও যুগে আর কোনপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। সেই পঞ্চম পুরুষার্থ শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রদানকারী অনর্পিত চর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর এই গ্রন্থখানি পুনঃ পুনঃ আস্বাদনের নিমিত্ত সজ্জনগণকে আকাঙ্ক্ষা অনুরোধ করিতেছি। ইতি—

শ্রীগৌরাবির্ভাব বাসর
শ্রীধাম নবদ্বীপ।
৪৮৯ গৌরাব্দ

বিনীত নিবেদক—
দীন গ্রন্থকার।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠ ও তৎ শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের সভাপতি ও আচার্য্য কর্ত্তৃক লিখিত ৩য় সংস্করণের

"সুখবন্ধ"

জড় বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও জগৎ অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হইয়া অশান্তির ক্রমবর্ধমান লেলিহান জিহ্বায় ভস্মসাৎ হইবার উপক্রম। এই ভীষণ দুরবস্থা হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিবার জন্য মনীষিগণ চেষ্টার ত্রুটী করিতেছেন না। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাঁহাদের চিন্তাস্রোতে কোনও বাস্তব শান্তির স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করে নাই। অশান্তির মূল রজঃ ও তমোগুণদ্বয় সমূলে উৎপাটিত করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বের ভূমিকায় স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শুধু অশান্তির বিনাশ নহে, প্রেমাত্মিক চিদ্‌বিলাস বৈচিত্রে যে নব নবায়মান নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দের সন্ধান দিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। বস্তুতঃ মহাপ্রভুর পাদপদ্মাশ্রয় ব্যতীত জগতের বাস্তব কল্যাণ সম্ভব নহে, যাঁহারা ধীরচিত্তে তাঁহার শিক্ষা অনুসরণ করিতেছেন তাঁহারা সকলেই একবাক্যে তাহা স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতামৃত ও শিক্ষামৃত জগতে প্রভূত বিস্তৃত হইলেই জগদ্বাসীগণ পরস্পরকে শত্রু ও অবিশ্বাসী জ্ঞান করিবার পরিবর্ত্তে ভগবৎ সম্পর্কে পরস্পরের পরমমিত্র জ্ঞানে ধন্যাতিধন্য হইয়া নিত্যানন্দের অধিকারী হইতে পারিবেন।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয়, অনেকেই স্ব স্ব কল্পনার তুলিতে সেই চরিত্র অঙ্কন করিতে যাইয়া তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ মাধুর্য্য নষ্ট করিয়াছেন। দীক্ষাগুরু ও সন্ন্যাসগুরুর পার্থক্য জানেন না, এইরূপ একজন কয়েকটি

তীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পণ্ডিত ও মহাপ্রভুর চরিত্র বালকগণের জন্য লিখিতে যাইয়া অভিজ্ঞ সমাজে হাস্যাস্পদ হইয়াছেন।" যাঁহারা শ্রীচৈতন্য-দেবের পার্ষদগণের আনুগত্য করেন নাই, তাঁহাদের লেখায় সিদ্ধান্ত বিরোধ ও রসাভাস থাকিবেই। সুতরাং সেইসকল লেখা যতই সরল সহজ ও জনসাধারণের রুচিকর হউক, তাহা অপ্রাকৃত প্রেমতত্ত্বের আস্বাদকের নিকটে তীব্র হলাহলই বিবেচিত হইবে তদ্দ্বারা কোন ও নিত্য কল্যাণ হইবে না। বর্তমান সময়ে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শিক্ষায় শিক্ষিত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণই মাত্র মহাপ্রভুর প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, এই কথা বলিলে কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত হইবে না। আমাদের সতীর্থ শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণ ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর যে জীবনী ও শিক্ষা লিখিয়াছেন তাহা আকারে বৃহৎ না হইলেও সংসিদ্ধান্তসম্মত, সুতরাং এই গ্রন্থটি পাঠ করিলে পাঠকের প্রভূত কল্যাণ হইবে, সন্দেহ নাই। তিনি 'শান্তির সন্ধান,' শ্রীহরিনাম-মহিমামৃত, 'শ্রীনবদ্বীপধাম মহিমামৃত,' 'মানবজীবনের গুহ্যরহস্য' প্রমুখ অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া সুধী সমাজের প্রীতি উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত এই 'শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু' গ্রন্থখানিও সুধী-ভক্তসমাজে সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীধাম মায়াপুর
শ্রীনৃসিংহাবির্ভাব বাসর
৪৮৭ শ্রীগৌরাব্দ

বৈষ্ণবদাসানুদাস—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবিলাসতীর্থ
প্রেসিডেন্ট, আচার্য্য
শ্রীচৈতন্যমঠ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

মঙ্গলাচরণ

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবম্
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

নমঃ ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতিনামিনে ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
নমোঃ মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম পদায়তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনায়ে গৌরত্বিষে নমঃ ॥
জয়তাং সুরতৌ পঙ্গোর্ম মন্দমতের্গতী।
মৎসর্ব্বস্বপদাম্ভোজৌ রাধামদনমোহনৌ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাঁহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দ লীলা শ্রবণের

অপূর্ব্ব মহিমা

পাইয়া মানুষ জন্ম যে না শুনে গৌরগুণ
হেন জন্ম তার ব্যর্থ হৈল।
পাইয়া অমৃত ধুনী, পিয়ে বিষ গর্ত্তপানি
জন্মিয়া সে কেন নাহি মৈল॥
কৃষ্ণ লীলামৃত সার তার শত শত ধার
দশদিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥
যেবা নাহি জানে কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি
শুনিলেই বড় হয় হিত॥ (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)
কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রসিক ভকত মাঝ
মিঁহো কৈল চৈতন্যচরিত।
গৌর গোবিন্দ লীলা, শুনিতে গলয়ে শিলা
তাহাতে না হৈল মোর চিত॥ (শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর)

ভবসিন্ধু তরিবারে যার আছে চিত্ত।
শ্রদ্ধাকরি শুন তবে চৈতন্যচরিত।
শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ।
কৃষ্ণে মহাপ্রেম হবে পাইবে সন্তোষ॥ (চরিতামৃত)

মধুর গৌরাঙ্গলীলা স্ফুরে যাঁর মনে।
মনে দণ্ডবৎ তাই তাঁহার চরণে॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু

প্রথম পরিচ্ছেদ

(সংক্ষিপ্ত পরিচয়)

বঙ্গদেশের নদীয়া জেলার অন্তর্গত শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে বৈদিক ব্রাহ্মণকুলে সুরধনী তীরে শ্রীশচী জগন্নাথ মিশ্র ভবনে ১৪০৭ শকাব্দার ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দ ও ৮৯২ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার দোলপূর্ণিমা দিবস সন্ধ্যার সময়ে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে সমগ্র দেশে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন প্রকট করিয়া শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-মিলিত-তনু শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। ইনি নিমাই, বিশ্বম্ভর শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীনিমাই পণ্ডিত, শ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীগৌরসুন্দর, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রভৃতি বিভিন্ন নামে জগতে পরিচিত হন। ইনি আটচল্লিশ বৎসরকাল জগতে প্রকট ছিলেন। তন্মধ্যে চব্বিশ বৎসর নবদ্বীপে অবস্থান করেন ও চব্বিশ বৎসরকাল সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক সমগ্র ভারতে বিশ্বপ্রেমের বাণী বা সার্ব্বজনীন সনাতনধর্ম প্রচার করেন। জাতিবর্ণাদি-নির্ব্বিশেষে সর্বজীবেই ভগবৎপ্রেম ও হরিনাম প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ইনি 'প্রেমের ঠাকুর'

নামেও অভিহিত হন। বেদে ইঁহাকে মহাপ্রভু বলিয়াছেন, এই শ্রীমন্মহাপ্রভু শৈশবে শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে অধ্যয়ন করেন এবং পরে নবদ্বীপবাসী বল্লভাচার্য্যের কন্যা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। ইহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইলে একদিন এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়া ইঁহার সহিত বিচার আরম্ভ করেন এবং বিচারে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া তাঁহার শরণাগত হন। তখন শ্রীনিমাই পণ্ডিত 'বাদি সিংহ' নামে খ্যাতিলাভ করেন।

কিছুকাল পরে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধান হইলে ইনি শ্রীসনাতন মিশ্রের কন্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। পরে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবার ছলে গয়াধামে গমন করিয়া ভগবৎ প্রেমাবিষ্ট সিদ্ধমহাত্মা শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী পাদের শিষ্য শ্রীঈশ্বর-পুরী পাদের নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ পূর্বক অদ্ভুত কৃষ্ণ-প্রেমাবিষ্ট হওয়ার লীলা প্রকাশ করেন। তখন আহারে—বিহারে—শয়নে—স্বপনে অহর্নিশ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট শ্রীনিমাই পণ্ডিত তদীয় ছাত্রগণকে শ্রীকৃষ্ণনাম ব্যতীত অন্য কিছুই পড়াইতে না পারিয়া অধ্যাপন-লীলা সমাপ্ত করেন এবং সকলকেই সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবার উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীমুকুন্দমুরারি, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রমুখ ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ও শ্রীহরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণের

দ্বারা নবদ্বীপের ঘরে ঘরে শ্রীকৃষ্ণনাম প্রচার দ্বারা জগাই-মাধাই প্রভৃতি মহাপাতকীগণের উদ্ধার করেন। শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে নাট্যাভিনয়। শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে প্রতি রাত্রে মহাসঙ্কীর্ত্তন অনুষ্ঠান দ্বারা মহাপ্রভু সর্বক্ষণই শ্রীহরি ভজনের আদর্শ শিক্ষা প্রদান করেন। নবদ্বীপের তদানীন্তন মুসলমান শাসনকর্ত্তা কাজীসাহেব। অপর পাষণ্ডী হিন্দুগণের পরামর্শে উত্তেজিত হইয়া হরিকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ ভাঙ্গিয়া বাধা প্রদান করিলেও হিন্দুয়ানী হরিকীর্ত্তন নিষিদ্ধ করিয়া আইনজারী করিলে শ্রীমহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া একটি বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা করিয়া কাজীর গৃহে উপস্থিত হইয়া কাজীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বিপন্ন সনাতন হিন্দুধর্ম সংরক্ষণ করেন। ঐ সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু অবতীর্ণ না হইলে হিন্দুর সনাতন বৈদিক ধর্মের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ঐশ্বরিক শক্তি প্রভাবে উক্ত কাজী স্ববংশে তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন ও ভবিষ্যতে আর ধর্ম বিদ্বেষ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। শ্রীচৈতন্যদেবই বাংলার আইন অমান্যকারী প্রথম শহীদই উক্ত কাজী মহাপ্রভুর মুখোচ্চারিত শ্রীহরি-কীর্ত্তন করিয়া তদীয় কৃপায় অভিষিক্ত হন।

নবদ্বীপের তৎকালীন বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তিও নাস্তিকতা ও বিমুখতা দোষে শ্রীচৈতন্যদেবের করুণা বুঝিতে না পারিয়া নানাপ্রকার বিদ্বেষ ও নিন্দাবাদ আরম্ভ করায় তাহাদেরও উদ্ধারের নিমিত্ত শ্রীমহাপ্রভু ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে ১৪৩১ শকে ৯১৬

বঙ্গাব্দে ২৯শে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে কাটোয়া নগরে শ্রীকেশব ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে খ্যাত হন ও পুরীধামে গমন করিয়া তথায় শ্রীসার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত মিলিত হন। এই সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য তৎকালীন ভারতের অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন ও সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী শিষ্যের নিকট বেদান্তের অধ্যাপনা করিতেন। এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকট শাস্ত্রযুক্তি বিচার দ্বারা আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যের নিরর্থকতা ও মায়াবাদ খণ্ডন করিয়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতকে মায়াবাদরূপ অসচ্ছাস্ত্র বা কুতর্ক হইতে উদ্ধার করেন ও সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া সশিষ্য চিরতরে শ্রীচৈতন্যদেবের দাসত্ব বরণ করেন। অতঃপর শ্রীমহাপ্রভু পুরী হইতে আলালনাথের পথে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ছলে হরিনাম প্রচার করিয়া অসংখ্য জীবের উদ্ধারসাধন করেন ও গোদাবরী তটে উড়িষ্যার গভর্ণর রায় রামানন্দের নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ব বিষয়ে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও নিজ স্বরূপ প্রকট করেন ও দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধ, জৈন, মায়াবাদী, রামানন্দী তত্ত্ববাদী, শ্রীবৈষ্ণবাদী সমস্ত সম্প্রদায়েরই দোষযুক্ত মতবাদ সকল খণ্ডন করিয়া শ্রীভাগবত সিদ্ধান্ত বা শুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন ও সকলেই নিজ নিজ মত পরিত্যাগপূর্বক শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তিকেই আশ্রয় করেন। শ্রীমন্মাপ্রভু শুদ্ধ হরিভক্তি বিষয়ক

শ্রীব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত নামক দুইখানি পুথি আবিষ্কার পূর্ব্বক উহা লইয়া পুরীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পুরীতে ভক্তবৃন্দের সহিত শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীহরিসঙ্কীর্ত্তনাদি প্রকট করিয়া কিছুদিন পরে গৌড়দেশে গমন পূর্ব্বক গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রিদ্বয় শ্রীরূপ সনাতনকে রামকেলি হইতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আসেন এবং সপ্তগ্রামের রাজকুমার শ্রীরঘুনাথকেও কৃপা করেন। এই গোস্বামীবৃন্দের প্রতি বৃক্ষতলে এক এক রাত্রি অবস্থানরূপ অলৌকিক বৈরাগ্য ও আদর্শ ভজন নিষ্ঠার কথা ও শুদ্ধভক্তি গ্রন্থ প্রচারাদির বিবরণ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌড়দেশ হইতে পুরীতে ফিরিয়া শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্যকে সঙ্গে লইয়া ঝাড়িখণ্ডের বনপথে ব্যাঘ্র সিংহাদি বহু হিংস্র জন্তুগণকে কৃষ্ণনামে প্রেমোন্মত্ত করিয়া উদ্ধার করেন ও কাশী, প্রয়াগ হইয়া শ্রীব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ এবং পুনরায় শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে প্রয়াগে আসার পথে কয়েকজন পাঠানকে বৈষ্ণবধর্ম্মে আকৃষ্ট করিয়া মহাভাগবত করিয়াছিলেন। প্রয়াগে আগমন পূর্ব্বক তথায় শ্রীরূপ শিক্ষা ও কাশীতে শ্রীসনাতনশিক্ষা প্রকট করেন ও কাশী প্রসিদ্ধ মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী ও তাহার সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী শিষ্যকে মায়াবাদ হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক শ্রীভক্তিধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত সিদ্ধান্ত বিস্তার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সমগ্র বারাণসী পুরীর লোক দ্বিতীয়

নবদ্বীপ পুরীর ন্যায় শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনে প্রেমোন্মত্ত হইয়া উঠেন। পুনরায় পুরীতে ফিরিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু রথাগ্রে নৃত্য-কীর্ত্তনাদি মহোৎসব প্রকট করেন ও ছোট হরিদাসের প্রতি দণ্ড ও শিক্ষাদান, শ্রীবল্লভাচার্য্যের ও শ্রীরামচন্দ্র পুরীর সহিত যথা-যোগ্য ব্যবহারের দ্বারা জগজ্জীবকে বিবিধ মঙ্গলময় শিক্ষা প্রদান করেন। শ্রীপুরীধামে শ্রীহরিদাস ঠাকুর (বড় হরিদাস বা ব্রহ্মহরিদাস) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখেই ভীষ্মদেবের ন্যায় স্বেচ্ছায় নিত্যধামে বিজয় করেন। শ্রীচৈতন্যদেব ৪৮ বৎসরকাল জগতে প্রকট থাকিয়া সকল জীবকেই তথা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত পুরুষকেও শ্রীকৃষ্ণনাম প্রেমরসে অবগাহন করাইয়া মহাবদান্যতার পরা-কাষ্ঠা প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যদেব "শিক্ষাষ্টক" নামক স্বরচিত আটটি শ্লোকে সমগ্র বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, স্মৃতি, পঞ্চরাত্র প্রভৃতি সর্ব্বশাস্ত্রের সার এবং জীবমাত্রেই চরম প্রয়োজনের কথা প্রচার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাঁচশতবর্ষ পূর্ত্তি আবির্ভাব মহামহোৎসবোপলক্ষে বহু নূতন তথ্য সম্বলিত হইয়া গৌর-ভক্তগণের হৃদয়ে অপূর্ব পরমানন্দামৃত ধারা প্রবাহিত করিয়া এই সুখময় গ্রন্থরত্ন প্রকাশিত হইল।

কৃষ্ণলীলামৃতসার তার শত শত ধার
দশ দিকে বহে যাহা হৈতে।
সে চৈতন্যলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়,
মনোহংস চরাহ তাহাতে॥
যেবা নাহি জানে কেহ শুনিতে শুনিতে
সেহ কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজীবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই বড় হয় হিত॥
শুনিলে খণ্ডিবে চিত্তের অজ্ঞানাদি দোষ
কৃষ্ণে মহাপ্রেম হবে পাইবে সন্তোষ॥
পূর্ব্বে ব্রজবিলাসে যেই তিন অভিলাষে
সেই যত্নে আস্বাদন নহিল।
শ্রীরাধার ভাব সার, আপনে করি অঙ্গীকার
সেই তিন বস্তু আস্বাদিল॥
আপনে করি আস্বাদনে, শিখাইল ভক্তগণে
প্রেমচিন্তামনির প্রভু ধনী।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক 'শুদ্ধভক্তি' তত্ত্ব প্রচার। সমগ্র ভগবতের সার কথা ও সারশিক্ষা

নাহি জানে স্থানাস্থান যারে তারে কৈলাদান
মহাপ্রভু দাতা-শিরোমণি ॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

অনর্পিতচরীং চিরাৎ শ্লোকে বলিতেছেন——

সুবর্ণকান্তি সমূহদ্বারা দীপ্যমান শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি তোমাদের হৃদয়মন্দিরে সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তিলাভ করুন। সেই গৌরহরি যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বল রস ব্রজপ্রেম) জগৎকে কখনও দান করেন নাই সেই নিগূঢ় স্বভক্তি সম্পত্তি সকলকে বিতরণ করিবার জন্য কলিকালে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই গৌরহরিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন——

হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা ॥
চৈঃ চরিতামৃত ॥

'শুদ্ধভক্তি' হৈতে হয় প্রেমা উৎপন্ন।
অতএব শুদ্ধভক্তির কহিয়ে লক্ষণ ॥
অন্য বাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম।
আনুকূল্যের সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই 'শুদ্ধভক্তি' ইহা হৈতে 'প্রেমা' হয়।
পঞ্চরাত্রে ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কর্ত্তৃক শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্ব প্রচার।

সমগ্র ভাগবতের সারকথা ও সারশিক্ষা।

ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥
সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির উদয়।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম কয়॥
প্রেম বৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহমান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥

চৈঃ চঃ মধ্য ১৯।১৬৮-১৭৮॥

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেমনাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত প্রবল॥
লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম কর্ম্ম।
লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ মর্ম্ম॥
দুস্ত্যজ্য আর্য্যপথ নিজ পরিজন।
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎসন্॥
সর্বত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥

বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ বলরামই গৌর-নিতাইরূপে অবতীর্ণ।

ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণে দৃঢ় অনুরাগ।
স্বচ্ছ ধৌতবস্ত্রে যৈছে নাহি কোন দাগ॥
অতএব কাম প্রেমে বহুত অন্তর।
কাম অন্ধতম প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর॥
অতএব গোপীগণের নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণসুখ লাগিমাত্র কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥

কৃষ্ণলাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ॥

চৈঃচঃ আদি ৪।১৬৪-১৭৫

কৃষ্ণভক্তি জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।
কৃষ্ণপ্রেম জন্মে তিঁহ মুখ্য অঙ্গ॥
অসৎ সঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রী সঙ্গী এক অসাধু কৃষ্ণাভক্ত আর॥
এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈক শরণ॥
ভকত বৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থবদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥

চৈঃচঃ মধ্য ২২।৮০-৯২

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের কারণ

ব্রজে যে বিহরে পূর্ব্বে কৃষ্ণবলরাম। কোটি সূর্য্য চন্দ্র যিনি দোঁহার নিজধাম। সেই দুই জগতেরে হইয়া সদয়। গৌড়দেশে পূর্ব্ব শৈলে করিলা উদয়॥ নন্দেরনন্দন যেই শচী সুত হৈল সেই বলরাম হইল নিতাই। দীনহীন যতছিল হরিনামে উদ্ধারিল তার সাক্ষী জগাই মাধাই। প্রত্যক্ষে দেখব নানা প্রকট প্রভাব। অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভব॥ দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥

মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ। ইথি লাগি কৃপাদ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার। তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার॥ মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়। কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়॥ হেন কৃপাময় শ্রীচৈতন্য না ভজে যেই জন। সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥ পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ আদি রাজগণ। বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥ কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি জানি। চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে মানি॥ অতএব পুনঃ কহো উর্দ্ধবাহু হৈয়া। চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥ কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া। কভু ভক্তি নাহি দেন রাখেন লুকাইয়া॥ হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথা তথা। জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রেম নিগূঢ় ভাণ্ডার।

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মূল কারণ বা মুখ্য কারণ

বিলাইল যারে তারে না কৈল বিচার ॥ অদ্যাপিও দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়। কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়॥ নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়। আউলায় সকল অঙ্গ অশ্রুগঙ্গা বয়॥ কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার। কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার ॥

চৈতন্য নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার। নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার ॥ স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার। তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার ॥ চৈতন্য অবতারে বহে প্রেমামৃত বন্যা। সব জীব প্রেমে ভাসে পৃথিবী হৈল ধন্য ॥ এ বন্যায় যে না ভাসে সেই জীব ছার। কোটী কল্পে তবে তার নাহিক নিস্তার ॥ চৈঃচঃ ৩।৩।২৫৩

গৌর কৃষ্ণাবতারের কারণ—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানাম ধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্,
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ গীতা

আনুষঙ্গ কার্য্য এই অসুর মারণ। যে লাগি অবতার কহি সে মূল কারণ ॥ যুগধর্ম প্রবর্ত্তন হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ প্রেম দিতে ॥ প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন। রাগ মার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ ॥ রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুণ। এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্‌গম ॥

শ্রীগৌরাঙ্গাবতারের মূল কারণ বা মুখ্য কারণ

ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥ আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন। তার প্রেমে বশ আমি না হই অধীন। আমাকেও যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তারে সে সেভাবে ভজি এ মোর স্বভাবে॥ মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণ-পতি। এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি॥ আপনারে বড় মানে আমারে সমহীন। সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন॥ মাতা মোরে পুত্র ভাবে করেন বন্ধন। অতিহীন জ্ঞানে করেন লালন পালন॥ সখা শুদ্ধ সখে করে স্কন্ধে আরোহণ। তুমি কোন বড় লোক তুমি আমি সম॥ প্রিয় যদি মান করি করয়ে ভৎর্সন। বেদস্তুতি হৈতে হরে সেই মোর মন॥ এই শুদ্ধা ভক্তি লইয়া করিমু অবতার। করিব বিবিধ বিধ অদ্ভুত বিহার॥ ব্রজের নির্ম্মল রাগ শুনি ভক্তগণ। রাগ মার্গে ভজে যেন ছাড়ি ধর্ম্ম-কর্ম্ম॥ প্রেম ভক্তি শিখাইতে আপনে অবতার। রাধা ভাবকান্তি দুই করি অঙ্গীকার॥ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য রূপে কৈল অবতার। এইত পঞ্চম শ্লোকের অর্থ পরচার॥ অবতরি প্রভু প্রচারিল সংকীর্ত্তন। ইহ বাহ্য হেতু পূর্ব্বে করিয়াছি সূচন॥ অবতারের আর এক আছে মুখ্য বীজ। রসিকশেখর কৃষ্ণের সেই কার্য্য নিজ॥ শ্রীরাধায়াঃ প্রণয় মহিমা কীদৃশো বা ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন— শ্রীরাধার প্রণয় মহিমা কিরূপ? আমার অদ্ভুত মাধুরিমা যাহা

রাধা আস্বাদন করেন তাহাই বা কিরূপ ? আমার মাধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি প্রকার সুখ হয় ? এই তিনটি বিষয়ে লোভ জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণরূপ চন্দ্র শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শচীগর্ভ সমুদ্রে উদয় হইলেন। আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ। তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ। রাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার বিনে। সেই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥ রাধাভাব অঙ্গীকরি ধরি তার বর্ণ। তিন সুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥ সর্ব্বভাবে করিল কৃষ্ণ এইত নিশ্চয়। হেনকালে আইল যুগাবতার সময়॥ পিতা মাতা গুরুগণে আগে অবতরি। রাধিকার ভাব বর্ণ অঙ্গীকার করি॥ নবদ্বীপে শচীগর্ভ শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু। তাহাতে প্রকট হৈলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু॥ চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ

রাধা পূর্ণশক্তি কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান। দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্র পবমান॥ রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ। লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ॥ রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥ সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোস্বামি। ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাঁই॥ চৈঃচঃ আ ৪।৫৬

সেইত গোবিন্দ সাক্ষাচৈতন্য গোস্বামী। জীব নিস্তারিতে ঐছে দয়ালু আর নাই॥ (চৈঃ চঃ আঃ ২।২২)

যথেষ্ট বিহরি কৃষ্ণ করে অন্তর্দ্ধান। অন্তর্দ্ধান করি মনে করে অনুমান॥ চিরকাল প্রেমভক্তি দান। ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান॥ সকল জগতে মোরে করে বিধি ভক্তি।

বিধি ভক্তে ব্রজ ভাব পাইতে নাহি শক্তি ॥ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে সব জগত মিশ্রিত। ঐশ্বর্য্য শিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে বিধি ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠ কে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাইয়া ॥ যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নাম সংকীর্ত্তন। চারি ভাব ভক্তি দিয়া নাচামু ভুবন ॥ আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখামু সবারে ॥ আপনি না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। এইত সিদ্ধান্ত গীতা ভাগবতে গায় ॥ তাহাতে আপন ভক্তগণ করি সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতরি করিমু নানা রঙ্গে ॥ এত ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ায় ॥ চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপে অবতার। সিংহগ্রীব সিংহবীর্য্য সিংহের হুঙ্কার ॥ সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে। কল্মষ দ্বিরদনাশে যাহার হুঙ্কারে ॥ (চৈঃ চঃ আঃ ৩/১৩-৩১)

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পূর্ণব্রহ্ম ভগবান এবং পরাৎপরতত্ত্ব পরমেশ্বর অধোক্ষ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এবিষয়ে আমি গীতা ভাগবত বেদ পুরাণাদি বহু শাস্ত্র হইতে অসংখ্য প্রমান এই গ্রন্থে উদ্ধার করিয়াছি। শাস্ত্র তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত মণ্ডলী ইহা অবশ্যই দর্শন করিবেন। তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু কলির কাল্পনিক অবতারগণের মত বা অসংখ্য মানব কল্পিত অবতারগণের মত শাস্ত্র বহির্ভূত কোন কাল্পনিক অবতার নহেন ইনি সমস্ত বিষ্ণু অবতার গণেরও অংশী ও অবতারী। শ্রীগৌরাঙ্গাবতার সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বলিয়াছেন --

প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট। অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভব॥ দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ। উলুকে না দেখে যেন সূর্য্যের কিরণ॥ গৌরাবতারের অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা ও অমানুষিক কর্ম্ম সম্বন্ধে মাত্র কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি যথা—

(১) ভারতের অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী বৈদান্তিক পণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে শ্রীমহাপ্রভু যে ষড়ভুজ ঈশ্বর মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। সেই মূর্ত্তি অদ্যাপিও পুরী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। ইহা প্রত্যক্ষ ঘটনা (২) শিশুকালে পিতামাতাকে নিজ শ্রীচরণ তলে ধ্বজ পতাকা বজ্রাদি শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্ম চিহ্ন দেখাইয়াছিলেন। (৩) শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে বিষ্ণু খট্টায় বসিয়া শ্রীবিষ্ণু অবতারের বিভিন্ন মূর্ত্তি সকল প্রকট করিয়াছিলেন। (৪) শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যকে ও শচীমাতাকে বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। (৫) শ্রীবাস পণ্ডিতের মৃতপুত্রের মুখে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করাইয়াছিলেন। (৬) তৈর্থিক বিপ্রকে নিজ শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিলেন। (৭) শ্রীজগন্নাথ রথযাত্রা কালে রথ অচল হইলে বলশালী হস্তীগণও রথ টানিতে পারে নাই। কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু মাথা দিয়া ঠেলিতেই রথ দৌড়িয়া গন্তব্য স্থানে পৌছিল। (৮) শ্রীমহাপ্রভুকে নিন্দা বিদ্বেষাদি অপরাধ ফলে শ্রীঅমোঘ ভট্টাচার্য্য কলেরা রোগে মৃত প্রায় হইলে শ্রীমহাপ্রভু তাহাকে স্পর্শমাত্রেই রোগ মুক্ত হইয়া হরিকীর্ত্তন রত শুদ্ধ বৈষ্ণব হইয়াছিল। (৯) গলিত কুষ্ঠ রোগী বাসুদেব বিপ্রকে

শ্রীমহাপ্রভু আলিঙ্গন করামাত্রই তিনি স্বর্ণকান্তিতুল্য সুন্দর শরীর লাভ করিয়া হরিকীর্ত্তনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। (১০) কুষ্ঠরসা রোগাক্রান্ত শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাকে সুন্দর স্বাস্থ্যবান করিয়াছিলেন। (১১) মহাপাপী ও মহাদস্যু জগাই মাধাইয়ের নিদারুণ প্রহার সহ্য করিয়া নিতাই গৌর উক্ত জগাই মাধাইকে হরিনাম প্রেম দিয়া পতিতপাবন করিয়াছিলেন। (১২) দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ-কালে সর্ব্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত বৌদ্ধ্যাচার্য্য-গণ-শাস্ত্র বিচারে পরাস্ত হইয়া মহাপ্রভুকে অমেধ্য মিশ্রিত অপবিত্র অন্ন থালি ভরিয়া মহাপ্রসাদ বলিয়া ভোজন করিতে দিয়াছিল। তৎক্ষণাৎ এক বিরাটকায় পক্ষী আসিয়া উক্ত থালি মুখে করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়া বৌদ্ধ্যাচার্য্যে মস্তকে নিক্ষেপ করিলে তাহার মাথা কাটিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলে বৌদ্ধগণ শ্রীমহাপ্রভুকে ঈশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিয়া শরণাগত হইলে শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন তোমাদের গুরু কর্ণে হরিনাম শ্রবণ করাইলেই সুস্থ হইবেন।

এইরূপ কৌতুক করি শ্রীশচীনন্দন।
অন্তর্দ্ধান কৈলা কেহ না পায় দর্শন॥ চৈঃ চঃ

(১৩) এইরূপ ভ্রমণকালে প্রভু অনেকস্থলে অন্তর্দ্ধান লীলাও করিয়াছেন। (১৪) শ্রীবৃন্দাবন গমনকালে ঝারিখণ্ডের মহাঅরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র, হস্তী ভল্লুক, গণ্ডার শূকরগণকে হরিনাম প্রেমদানে উন্মত্ত করাইয়াছিলেন। সিংহ ব্যাঘ্র

মৃগাদি একত্রে কৃষ্ণ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভুর সহিত নৃত্য করিয়াছিল। (১৫) প্রভু নবদ্বীপে নগর ভ্রমণকালে একটি আম্র বীজ রোপন করিলে তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হইয়া তাহাতে অসংখ্য অসংখ্য আম্রফল পাকিয়া উঠিলে তৎক্ষণাৎ প্রভু উহা ভক্তগণকে ভোজন করাইয়াছিলেন। এই প্রকার আরও বহু অলৌকিক পরমৈশ্বর্য্য লীলা শ্রীগৌরহরি এজগতে প্রকট করিয়াছিলেন। তাহা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতাদি লীলাগ্রন্থে লিখিত আছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাবের পূর্ব্বে সমাজের দুরবস্থা

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ অরাজকতার রঙ্গ-ভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। সমাজের মধ্যে তখন কলির "ভবিষ্য আচার" প্রবেশ করিয়াছিল। সমাজ নায়কগণ তখন কি প্রকার নাস্তিক, ধর্ম্ম বিরোধী ও শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণব বিদ্বেষী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা হরিনদী গ্রামের 'দুর্জ্জন ব্রাহ্মণ' গোপাল চক্রবর্ত্তী, ব্রহ্মবন্ধু রামচন্দ্র খান প্রভৃতি অনেক ব্যক্তির চরিত্র অঙ্কন করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন দাস ও কবিরাজ গোস্বামী প্রভু তদানীন্তন বহির্ম্মুখ সমাজের অবস্থা দেখাইয়াছেন। এক-দিকে হিন্দুগণ যেমন ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল পাপাচরণের দ্বারা উদরভরণে ব্যপ্ত ছিল —অপর দিকে মুঘল রাজগণের অত্যাচারে তখন স্ত্রীর সতীত্ব আভিজাত্য ও সম্মান লইয়া নিরাপদে বাস করাও কঠিন হইয়াছিল। তখন হুসেন শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া উড়িষ্যার দেব-মন্দিরগুলি ধ্বংস করিতেছিল। অহিন্দু রাজার অত্যাচারে ঐ সকল ধন, রত্ন, স্ত্রীর সম্মান যে কোন মুহূর্ত্তে হারাইবার জন্য সকলকে সর্ব্বদা ভীত ও প্রস্তুত থাকিতে হইত। বঙ্গদেশে তখন কপটতা ষড়যন্ত্র, ব্যভিচার, নরহত্যা, ধর্ম্মবিদ্বেষ ও অরাজকতা যে ভীষণ রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু তখন বর্ত্তমানকালের প্রতিমণ ধান্য দুই আনায়, ঘৃত প্রতি মণ এক টাকা সাত আনায়, চিনি মণ এক টাকা সাত আনায় প্রতি মণ তিল তৈল সাড়ে এগার আনায়, পনেরো গজ উত্তম কাপড় দুই টাকায় ও একটি দুগ্ধবতী গাভী তিন টাকায় পাওয়া যাইত। দ্রব্যমূল্য এত সুলভ সুবিধা ও সস্তা থাকা সত্ত্বেও লোকের মনে শান্তির লেশমাত্র ছিল না। মূর্খলোকেরা মনে করে, অর্থ থাকিলেই সব হয়। সুখ, শান্তি, ধর্ম্ম সকলের মূলই অর্থ। কিন্তু ধর্ম্মবিদ্বেষী ব্যক্তির ও ধর্ম্মহীন সমাজের

অর্থ ও দ্রব্যাদির যতই সচ্ছলতা থাকুক না কেন তাহাতে তাহাদের কিছুতেই শান্তিলাভ হইতে পারে না। তদানীন্তন হিন্দুসমাজ প্রবল ধর্ম-বিদ্বেষী ও হরিকীর্ত্তনের বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। হরিভক্ত বৈষ্ণব-গণকে তখন সর্ব্বদাই পাষণ্ড, নাস্তিক, শাক্ত স্মার্ত্ত সমাজের উপহাস ও নির্য্যাতনের পাত্র হইয়া থাকিতে হইত। শ্রীবাসাদি ভক্তগণ গৃহে থাকিয়া হরিকীর্ত্তন করিলেও উহাদের গাত্রদাহ হইত। যথা—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

কিছু নাহি জানে লোক ধন পুত্র আশে।
সকল পাষণ্ড মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥
চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ ঘরে।
নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে॥
শুনিয়া পাষণ্ডী বলে হইল প্রমাদ।
এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ॥
মহাতীব্র নরপতি যবন ইহার।
এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার॥
কেহ বলে এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে।
ঘর ভাঙ্গি ঘুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে॥
এ ব্রাহ্মণে ঘুচাইলে গ্রামের মঙ্গল।
অন্যথা যবনে গ্রাম করিবে কবল॥

(চৈঃ ভাঃ ১।২।১০৯—১১৫)

সর্ব্বদিকে বিষ্ণুভক্তি শূন্য সর্ব্বজন।
উদ্দেশ্যো না জানে কেহ কেমন কীর্ত্তন॥
কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ।
বৈষ্ণবেরে সবাই করয়ে উপহাস॥

আপনা আপনি সব সাধুগণ মেলি।
গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়ে করতালি॥
তাহাতেও দুষ্টগণ মহাক্রোধ করে।
পাষণ্ডী পাষণ্ডী মিলি বলগিয়াই মরে॥
এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ॥
কেহ বলে যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলরে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥
(ঐ ১।২।৫৬)

শুনিলেই কীর্ত্তন করয়ে পরিহাস।
কেহ বলে সব পেট পুষিবার আশ॥
কেহ বলে জ্ঞানযোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য কোন্ ব্যবহার॥
কেহ বলে, কত বা পড়িলু ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব হেন না দেখিলু পথ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই ভোজন করিয়া॥
ধীরে ধীরে কৃষ্ণ বলিলে কি পুণ্য নহে।
নাচিলে গাহিলে ডাক ছাড়িলে কি হয়ে॥
এগুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া।
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥ (ঐ ১১।৫৩)
জগৎ প্রমত্ত ধন পুত্র বিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণবমাত্র সবে উপহাসে॥
পাষণ্ডী পাষণ্ডী যদি দুই দেখা হয়।
গলাগলি করি তবে হাসিয়া পড়য়॥

আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সবে বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতি, সতী, তপস্বীও যাইবে মরিয়া॥
তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশজন যার আগে রড়ে॥ ইত্যাদি।
(ঐ ১।৭।১৭)

শ্রীগৌরাবির্ভাবের পূর্ব্বে ধর্ম্ম জগতের অবস্থা

ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
যেবা ভট্টাচার্য্য চক্রবর্ত্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানে সব গ্রন্থ অনুভব॥
শাস্ত্র পড়াইয়া যবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রোতার সহিত যম পাশে ডুবি মরে॥
না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন॥
যেসব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥
গীতা ভাগবত যে যে জনেতে পড়ায়।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়।
বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যাকুল করেন ব্যাখ্যান॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহার রসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥

বাশুলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যজ্ঞ পূজা করে॥
নিরবধি নৃত্যগীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

(চৈঃ ভাঃ ১।২ অঃ)

সেইসময়ে যে অল্প সংখ্যক সাধু ভক্তগণ ছিলেন ; তাহারা বিদ্বেষী পাষণ্ডীগণের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া সর্ব্বক্ষণ দুঃখ ও ক্রন্দন করিতেন, লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বনে চলিয়া যাওয়ার সঙ্কল্প করিতেন। যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

অন্ন ভাল মতে কারো না রুচয়ে মুখে।
জগতের ব্যবহার দেখি পান দুঃখে॥
সকল সংসার দেখে দগ্ধ অনুক্ষণ।
আলাপের স্থান নাহি করেন ক্রন্দন॥

তদানীন্তন শান্তিপুরের জমিদার এবং মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর সভায় গিয়া বৈষ্ণবগণ নিজেদের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিতে লাগিলেন, যে বহির্ম্মুখগণের উৎপীড়নে আর মানব সমাজে বাস করিবার উপায় নাই। সমাজের ধনকুবের ব্যক্তিরা ব্যবহার রসেই প্রমত্ত। তাহারা ধনের দ্বারা ধনাদিপতি বলে লক্ষ্মীপতি নারায়ণের সেবা না করিয়া বিড়াল কুকুরের বিবাহে বা কন্যা পুত্রের বিবাহেই বহু ধনাদি ব্যয় করিয়া আনন্দ উৎসবাদি করিতেছে। কৃতবিদ্য পণ্ডিতেরা শুষ্ক তর্কযুক্তি লইয়াই দিন কাটাইতেছে। মদ্য মাংস দিয়া চণ্ডীপূজা, বাশুলীপূজা ও পঞ্চ ম'কারের উপাসনা করিতেছে। সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবগণের প্রতি তাহারা সর্ব্বদাই অবমাননা উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিতেছে। নিরীহ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ও ভক্তগণের নিকট এই সকল দুঃখের

কাহিনী শ্রবণ করিয়া ও বহির্মুখ মানবসমাজের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা দেখিয়া শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণকে অবতীর্ণ করাইবেন ও দেশে হরিসংকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত করিবেন। যথা—

লোক গতি দেখি আচার্য্য করুণ হৃদয়।
বিচার করেন লোকের কৈছে হিত হয়॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করে অবতার।
আপনি আচরি ভক্তি করেন প্রচার॥
নাম বিনা কলিকালে ধর্ম্ম নাহি আর।
কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ অবতার॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।
নিরন্ত রস দৈন্যে করিব নিবেদন॥
আনিয়া কৃষ্ণেরে কবো কীর্ত্তন সঞ্চার।
তবে সে অদ্বৈত নাম সফল আমার॥

(চৈঃ চরিতামৃত ১/৪)

শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে বসিয়া উপবাস ব্রত ধারণপূর্ব্বক গঙ্গাজল তুলসীদলে নিরন্তর কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণারাধনা ও হুঙ্কার গর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের আহ্বান করিতে থাকিলে, ভগবান অবতীর্ণ হইলেন,—

শুতিয়া আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ সাগরে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর নাঢ়ার হুঙ্কারে॥ (চৈঃ চঃ)

অদ্বৈত আচার্য্য ঈশ্বরের অংশবর্য্য।
তার তত্ত্ব নাম গুণ সকলই আশ্চর্য্য॥
যাহার তুলসী দলে যাহার হুঙ্কারে।
সগণ সহিতে চৈতন্যের অবতারে॥ (চৈঃ চঃ ১/৬)

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (৪।৭ শ্লোকে) বলিয়াছেন, জগতে যখন ধর্ম্মের পরাভব ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখন তখনই আমি জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। তাই শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর আরাধনায় আকৃষ্ট হইয়া গোলকবিহারী শ্রীহরি নদীয়াবিহারী গৌরহরিরূপে শ্রীধাম নবদ্বীপ মায়াপুরে অবতীর্ণ হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীগৌরজন্মস্থলী

শ্রীনবদ্বীপ ও মায়াপুরের কথা

শ্রীধাম নবদ্বীপের তথ্য সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ মনে করেন যে—বর্ত্তমানে যেখানে শহর বসিয়াছে, ঐ শহরটুকুই মাত্র "নবদ্বীপ ধাম" কিন্তু তাহা নহে। নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের অন্তর্ভুক্ত ষোলক্রোশব্যাপী স্থানকেই নবদ্বীপধাম বলিয়া প্রাচীন শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে। বৃন্দাবনধাম বলিলে যেমন ৮৪ ক্রোশব্যাপী স্থান অর্থাৎ সমগ্র ব্রজমণ্ডলকেই বুঝাইয়া থাকে। সেইরূপ নবদ্বীপধাম বলিতে ষোলক্রোশ পরিমিত স্থান অর্থাৎ সমগ্র নবদ্বীপ মণ্ডলকেই বুঝাইয়া থাকে। এই নবদ্বীপধামে গঙ্গার পূর্ব্বে পশ্চিমে নয়টি দ্বীপ বর্ত্তমান আছে। যথা (১) অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর, (২) সীমন্তদ্বীপ, (৩) গোদ্রুমদ্বীপ, (৪) মধ্যদ্বীপ, (৫) কোলদ্বীপ, (৬) ঋতুদ্বীপ, (৭) জহ্নুদ্বীপ, (৮) মোদদ্রুমদ্বীপ ও (৯) রুদ্রদ্বীপ। শ্রীনবদ্বীপ ধামের ঠিক মধ্যবর্ত্তী স্থলেই অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মভিটা বা যোগপীঠ শ্রীমন্দির। যথা শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥

যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে "যোগপীঠ" মায়াপুর॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১২ তরঙ্গ)

অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুরকে কেন্দ্র করিয়া আর আটটি দ্বীপ শ্রীমায়াপুরকে বেষ্টিত করিয়া ঠিক পদ্মফুলের কর্ণিকার ন্যায় শোভা পাইতেছে। শ্রীনবদ্বীপের অন্তর্গত কোলদ্বীপেই বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ অবস্থিত।

পরলোকগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামলাল গোস্বামী মহাশয় ১৩১৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাহার 'গৌরসুন্দর' নামক গ্রন্থের ৫ম ও ১১শ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"অধুনা যে স্থান 'নবদ্বীপ নগর' বলিয়া প্রসিদ্ধ, প্রাচীন নবদ্বীপ নগর তাহার প্রায় একক্রোশ উত্তর পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত ছিল। বহুদিন হইল প্রাচীন নবদ্বীপ নগর ভাগীরথীর গর্ভগত হইলেও তাহার কিয়দংশ অত্যুচ্চ ভূমিরূপে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। সেনবংশীয় প্রসিদ্ধ বল্লাল সেনের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও তদীয় বল্লালদিঘী নাম্নী দিঘীকার চিহ্ন এখনও দেদীপ্যমান রহিয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেস্থানে জন্মগ্রহণ করেন এবং যেস্থানে কাজীর দর্পচুর্ণ করেন সেই সকল স্থান এখনও পূর্ব্বাবস্তাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

নবদ্বীপ শহর নিবাসী কান্তিচন্দ্র রাঢ়ীর ১২৯১ বঙ্গাব্দে লিখিত 'নবদ্বীপ মহিমা' নামক একটি পুস্তকে বর্ণিত আছে,—"আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইল, বল্লালদিঘীর নিম্ন দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল (নবদ্বীপ মহিমা ১১ পৃঃ) গঙ্গার পূর্ব্বাপারে অন্তর্দ্বীপ মায়াপুর বা মেয়াপুর। তারুই ডাঙ্গা ইহার অন্তর্বর্ত্তী। এইখানে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম হয়।" (নবদ্বীপ মহিমা ৬ পৃঃ) রাজা লক্ষ্মণ সেনের সময় ১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'নবদ্বীপ' বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল এ বিষয়ে বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। কায়স্থ কৌস্তভ গ্রন্থে লিখিত আছে "লক্ষ্মণ সেন নবদ্বীপের রাজা হইলেন" নবদ্বীপ গঙ্গা

বেষ্টিত স্থানে রাজধানী ও এক নগর নির্ম্মাণ করিলেন। ইহার এক নাম 'মায়াপুর' (কায়স্থ কৌস্তুভ ১২৩—২৪ পৃঃ) নবদ্বীপের মধ্যে এত গ্রাম ছিল যে, শ্রীমায়াপুরে যাইতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীমায়াপুরে পৌছিতে হইয়াছিল। যথা—

নবদ্বীপ মধ্যে গ্রাম নাম বহু হয়।
লোকে জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয় ॥
(ভক্তিরত্নাকর ৮ম তরঙ্গ)

শ্রীচৈতন্য ভাগবতের কীর্ত্তনের পথের বিবরণ এবং মধ্যাহ্ন ভ্রমণের বিবরণ মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া পাঠ করিলে, বল্লালদিঘীর নিকটস্থ শ্রীমায়াপুরই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান তৎসম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিবে না। সন্দেহের কোন কারণও ছিল না কিন্তু বর্ত্তমান নবদ্বীপ শহরের অনেক ঠাকুর বাড়ীতে অর্থ ভেট ব্যতীত যাত্রিগণকে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে দেওয়া হয় না। মায়াপুরের বৈষ্ণবগণ ইহার প্রতিবাদ করেন। এই জন্যই তাঁহারা শ্রীমায়াপুরের সম্বন্ধে নানারূপ বিরুদ্ধ কথা বলিয়া বিদেশী যাত্রীগণের মনে নানাপ্রকার সন্দেহের সৃষ্টি করেন ও শ্রীমায়াপুর যাইতে বাধা দেন। কিন্তু ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় ও মর্ম্মান্তিক দুঃখের কথা যে, যে গৌর নিত্যানন্দ মার খাইয়া দ্বারে দ্বারে গিয়া হরিনাম প্রেম বিতরণ করিলেন, তাঁহাদের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে গেলে তাঁহাদের কাঙ্গাল ভক্তগণ অর্থ ব্যতীত তথায় প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু শ্রীমায়াপুরে বা মায়াপুরের কোনও শাখামঠেও কোনপ্রকার ভেট প্রথা নাই বা প্রসাদ প্রাইবার বিনিময়ে কোনও অর্থাদি দিতে হয় না।

শাস্ত্র পুরাণাদিতে বহুস্থলেই উল্লেখ আছে যে শ্রীগৌরহরি মায়াপুরেই অবতীর্ণ হইবেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীমায়াপুরেই জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে বা রামচন্দ্রপুর, কাঁকড়ার মাঠ প্রভৃতি অন্য কোথাও তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই এবিষয়ে সহস্র সহস্র শাস্ত্রীয়

প্রমাণ আছে, তাহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু কতকগুলি লোক অসদুদ্দেশ্য মূলে ও অপস্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া রামচন্দ্রপুরের চড়ায় ক্যাঁকড়ার মাঠে ও নবদ্বীপেই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া অনভিজ্ঞ বিদেশী যাত্রীগণকে বিভ্রান্ত করিয়া তাহাদের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিবার যত্ন করেন। বর্ত্তমান পুহর নবদ্বীপ মাত্র দুইশত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত। রামচন্দ্রপুরের চড়াকে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্ব হইতেই প্রাচীন মায়াপুর নাম প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রাচীন নবদ্বীপ বা প্রকৃত শ্রীগৌর জন্মস্থলী মায়াপুরে যে বাংলার শেষ হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের রাজভবনের ভগ্নস্তূপ, বল্লালদিঘী বা বল্লালসাগর অদ্যাপিও বর্ত্তমান ও তথায় পরবর্ত্তী মুসলমান নবাব হোসেন সাহের অধীনস্থ নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা মৌলানা সিরাজুদ্দীন চাঁদ কাজীর ভগ্ন গৃহ ও তাহার সমাধি অদ্যাপি বর্ত্তমান, যে সমাধির উপরে ৪৭৫ বৎসর পূর্ব্বের রোপিত গোলোকে চাঁপা ফুলের গাছ অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছে তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না, ঐ চাঁদ কাজীই মহাপ্রভুর কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়াছিল সেই খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা অদ্যাপিও মায়াপুরে প্রসিদ্ধ আছে। যে নিম্ববৃক্ষমূলে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার 'নিমাই' নাম হইয়াছিল, সেই নিম্ববৃক্ষ অদ্যাপিও শ্রীগৌর জন্মভিটায় বর্ত্তমান আছে। এই মায়াপুর অভিন্ন মথুরাপুরী এবং বৈকুণ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমায়াপুরে নগর সঙ্কীর্ত্তনকালে ও কাজী উদ্ধার সময়ে যে সকল পল্লী ও রাস্তা ধরিয়া গিয়াছিলেন ও যে সকল গঙ্গাঘাটে নৃত্য কীর্ত্তনাদি করিয়াছিলেন, সেইসকল পল্লী ও রাস্তাঘাটের নাম এখনও শ্রীমায়াপুরেই বর্ত্তমান এবং শ্রীমায়াপুরের সন্নিকটে যে সকল গ্রাম ও পল্লীর শ্রীচৈতন্য ভাগবতাদি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে সেইসকল গ্রামাদিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২০শে মাঘ স্যর পি, সি, রায় শ্রীধাম মায়াপুর প্রদর্শনী উন্মোচনকালে বলিয়াছেন,—"মায়াপুরের প্রত্যেক রেণু পরমাণুর

সহিত মহাপ্রভুর স্মৃতি বিজরিত। এখানকার প্রত্যেক রেণু পরমাণুর একটা মহান ঐতিহ্য আছে।" স্থানীয় বাসিন্দাদিগের প্রাচীনকালের দলিলপত্র সেটেলমেণ্ট রেকর্ড, সরকারী ম্যাপ প্রভৃতিতেও শ্রীমায়াপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম পল্লীসমূহের অবিকল বর্ণন আছে। গভর্ণমেণ্টের স্থাপিত পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস 'শ্রীমায়াপুর" নামেই প্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রন্থোলিখিত ঈশোদ্যান শ্রীমায়াপুরেই প্রতিষ্ঠিত। এইসকল অকাট্য যুক্তি ও শাস্ত্র প্রমাণাদি দ্বারা শ্রীমায়াপুরেই শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মস্থান বলিয়া প্রমাণিত হয়। শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানের পর যেমন ভগবানের মন্দির ব্যতীত দ্বারকাপুরী সমুদ্র গর্ভে অন্তর্হিত হইয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পরেও তদ্রূপ শ্রীগৌর জন্মভিটা যোগপীঠ ব্যতীত সমগ্র প্রাচীন নবদ্বীপ শহর নগর ও শ্রীমায়াপুরের পল্লীসমূহ শ্রীগঙ্গাগর্ভে বহুদিন পর্য্যন্ত নিমজ্জিত থাকায় ঐ সকল স্থানের বাসিন্দাগণ বিভিন্ন স্থানে চলিয়া যান। পুনরায় যখন গঙ্গা সরিয়া যান তখন ঐ সকল পল্লীতে অধিকাংশ মুসলমান বাস করেন, অনেক গ্রাম ও পল্লীর নামও লুপ্ত এবং বিকৃত হইয়া যায়। মায়াপুরকেও অনেকে মেয়াপুর বলিত। নবদ্বীপের অশিক্ষিত চাষী লোকেরা রামকে আম বলে, কাঁথাকে কেথা বলে, টাকাকে টেকা বলে সেইরকম মায়াপুরকে তাহারা মেয়াপুর বলিয়া থাকে, এই অজুহাত দেখাইয়া বিদ্বেষী লোকেরা বিদেশী যাত্রীগণকে শ্রীধাম মায়াপুরকে মিঞাপুর ও বহু মুসলমানের বাসভূমি বলিয়া বিভ্রান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করে ও শ্রীধাম দর্শনে বাধা প্রদান পূর্ব্বক শ্রীমায়াপুরের প্রতি অসূয়া বিদ্বেষাদি করিয়া থাকে। মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থানের উপর প্রকাণ্ড মসজিদ ও অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্মস্থানের সংলগ্ন মসজিদ ও মুসলমানগণের কবরখানা দেখিয়া যদি কেহ অপ্রাকৃত ভগবদ্ জন্মস্থানের প্রতি অসূয়া বিদ্বেষাদি করে তাহাদের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা শ্রীধাম মায়াপুরের প্রতি অসূয়া

বিদ্বেষাদি করিয়া থাকে বা প্রতিযোগিতা মূলে রামচন্দ্রপুর ক্যাকড়ার মাঠ প্রভৃতি স্থানে নকল মায়াপুর সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মপিপাসু সরল যাত্রীগণকে প্রতারিত করিবার যত্ন করে তাহাদের কখনই মঙ্গল হইতে পারে না।

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তি স্রোত পুনঃ প্রবাহের মূল পুরুষ ওঁবিষ্ণুপাদ সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, বর্ত্তমান যুগাচার্য্য জগদগুরু পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ও তদীয় স্থলাভিসিক্ত বর্ত্তমান শ্রীচৈতন্য মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিলাস তীর্থ মহাজের ঐকান্তিক চেষ্টা যত্নে আজ শ্রীমায়াপুরের শ্রীবৃদ্ধি ও ঔজ্জ্বল্য বিপুলভাবে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে ও সমগ্র বিশ্বেই শ্রীধামের মহিমার কথা প্রচারিত হইয়াছে।

শ্রীগৌর জন্মস্থলী
শ্রীধাম মায়াপুরে দর্শনীয় বিষয়সমূহ
শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির

১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম নবদ্বীপ সমন্বিত ও নবধা ভক্তির পীঠ। এই নবদ্বীপের মধ্যস্থলে কর্ণিকার স্বরূপে গঙ্গার পূর্ব্বপারে আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীধাম মায়াপুর অবস্থিত। নবদ্বীপ খেয়াঘাট পার হইয়া দেড় মাইলের মধ্যে যাত্রিগণ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব স্থান **শ্রীযোগপীঠ** দর্শন করিতে পারিবেন। শ্রীযোগপীঠের সু-উচ্চ মন্দিরের চূড়া বহু দূরবর্ত্তী স্থান হইতে দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরে তিনটি প্রকোষ্ঠ আছে। প্রথম প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু শ্রীশ্রীরাধামাধব, দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব, শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী, তৃতীয় প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ অদ্বৈত গদাধর-শ্রীবাস এই

পঞ্চতত্ত্ব ও অধোক্ষজ, বিষ্ণুবিগ্রহ সেবিত হইতেছেন। শ্রীমন্দিরের নিকট যে নিম্ববৃক্ষের নিম্নে শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই নিম্ববৃক্ষের মূল হইতে উত্থিত নিম্ববৃক্ষ ও খোকা ঠাকুরের মন্দির। এই মন্দিরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবী উপবিষ্ট এবং শিশু নিমাই শায়িত। খোকা ঠাকুরের মন্দিরের সংলগ্ন শ্রীক্ষেত্রপাল শিবের মন্দির। এতদ্ব্যতীত শ্রীযোগপীঠে অপর একটি মন্দিরে শ্রীশ্রীনৃসিংহদেব ও শ্রীশ্রীগৌর গদাধর সেবিত হইতেছেন। শ্রীযোগপীঠের দক্ষিণ সীমানায় শ্রীগৌরকুণ্ড বিরাজিত। কুণ্ডের পশ্চিমতীরে **"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন ষ্টিটিউট"** নামক উচ্চ বিদ্যালয় এবং দক্ষিণ তীরে ভক্তিসুহৃৎ তোরণ, উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ও **"ঠাকুর ভক্তিবিনোদ বুনিয়াদী বিদ্যালয়"**

২। **শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন**—(সঙ্কীর্ত্তন রাসস্থলী)—শ্রীযোগপীঠের শ্রীল শ্রীবাস পণ্ডিতের আলয় দ্রষ্টব্য। ইহা 'খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা' নামেও পরিচিত। শ্রীঅঙ্গনের মন্দিরটিতে প্রকোষ্ঠত্রয়ে পার্ষদবৃন্দসহ সংকীর্ত্তনরত শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দ, শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্ব এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ সেবিত হইতেছেন। এই স্থানের মাধবীলতা বিমণ্ডিত মণ্ডপটি অতি সুন্দর।

৩। **শ্রীঅদ্বৈত ভবন**—(অদ্বৈত প্রভুর ভাগবত অধ্যাপনাস্থান) এইস্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা করিয়াছিলেন। এই ভবনের সুদৃশ্য মন্দিরটিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সেবায় নিরত শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিরাজিত।

৪। **শ্রীগদাধর অঙ্গন**—(শ্রীমাধব মিশ্রের ভবন) এইস্থানে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর সেবিত হইতেছেন।

৫। **শ্রীচৈতন্য মঠ**—মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের ভবনে স্থাপিত। এইস্থানে শ্রীশ্রীগৌরহরি ব্রজলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা 'ব্রজপত্তন' নামেও খ্যাত। শ্রীচৈতন্যমঠের ঊনত্রিংশ চূড়াযুক্ত শ্রীমন্দিরে পাঁচটি প্রকোষ্ঠ বিদ্যমান। আন্তঃ প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী সেবিত হইতেছেন। প্রদক্ষিণকালে দৃষ্ট প্রকোষ্ঠ-চতুষ্টয়ে যথাক্রমে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীমধ্বমুনি, রুদ্র সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী, সনক সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীনিম্বার্ক ও শ্রীসম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীরামানুজ পূজিত হইতেছেন। শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ **শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের সমাধি মন্দির**, অবধূতকূলচূড়ামণি **শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী প্রভুবরের সমাধি মন্দির শ্রীরাধাকুণ্ড** ও কুণ্ডতটে **ঈশোদ্যান** শ্রীচৈতন্যমঠে বিশেষভাবে দর্শনীয়। এতদ্ব্যতীত মঠ পরিচালিত **পরবিদ্যাপীঠ**ও দ্রষ্টব্য।

৬। শ্রীচৈতন্যমঠের দক্ষিণ সীমানায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ **বল্লালদীঘি** (সত্যযুগের পৃথুকুণ্ড)।

৭। **শ্রীমুরারী গুপ্তের শ্রীপাঠ**—শ্রীচৈতন্যমঠের দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানের শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীরামসীতা ও শ্রীনারায়ণ পূজিত হইতেছেন।

৮। **ভক্ত চাঁদ কাজির সমাধি**—ইহা শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রায় ১০ মিনিটের পথ। এইস্থানে সমাধিকে অলঙ্কৃত করিয়া প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন গোলোক চাঁপা বৃক্ষ বিরাজ করত কাজির প্রতি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের করুণার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

৯। ইহার অনতিদূরে বল্লালঢিবি অর্থাৎ রাজা বল্লাল সেনের রাজ-প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ (গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সংরক্ষিত হইয়া) বিদ্যমান।

১০। **শ্রীশ্রীধর অঙ্গন**—প্রাচীন নবদ্বীপ নগরের প্রান্তসীমানায় অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাদপীঠ এবং শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত পূজিত হইতেছেন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও দর্শনীয় স্থানসমূহ

প্রথম দিনের পরিক্রমা—(১) অন্তর্দ্বীপ শ্রীমায়াপুর শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীযোগপীঠ শ্রীমন্দির, শ্রীগৌরজন্মভিটায় নিম্ববৃক্ষমূলে শ্রীশচীমাতার সূতিকাগৃহ। ক্ষেত্রপাল শিবের মন্দির ও গোপেশ্বর শিব শ্রীশ্রীগৌর গদাধর ও লক্ষ্মীসহ শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দির। শ্রীবাস অঙ্গন, শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহ, শ্রীঅদ্বৈত ভবন, শ্রীগদাধর ভবন, পৃথুকুণ্ড বা বল্লালদীঘি, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবন, ব্রজপত্তন, শ্রীচৈতন্যমঠ ঊনত্রিশচূড়ার মন্দির, শ্রীচৈতন্যমঠ ও শ্রীগৌড়ীয়মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সমাধি মন্দির। পরমগুরুদেব পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দির, ঈশোদ্যান, শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীমুরারিগুপ্তের শ্রীমন্দির, বৃদ্ধ শিবঘাট, শিবের-ডোবা, শ্রীগৌরাঙ্গের ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীধর-অঙ্গন, ভক্ত চাঁদ কাজির সমাধি, রাজা বল্লাল সেনের গৃহ বা বল্লালঢিবি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় দিনের পরিক্রমা—(২) সীমন্তদ্বীপ এই সীমন্তদ্বীপে শ্রীপার্ব্বতীদেবী শ্রীগৌরহরির আরাধনা করিয়াছিলেন ও গৌরপদধূলি সীমন্তে ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাকে সীমন্তদ্বীপ বলে। সাধারণ ভাষায় ইহাকে শিমুলিয়া বলে। এই দ্বীপে বিল্ব পুষ্করিণী (বেল পুকুর) শরডাঙ্গা গ্রাম অবস্থিত। এখানে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর প্রাচীন মন্দির বিরাজমান।

তৃতীয় দিনের পরিক্রমা—(৩) শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষমূলে সুরভিগাভী অবস্থান করিতেন বলিয়া এই স্থান গোদ্রুমদ্বীপ নামে পরিচিত। এখানে শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী শ্রীস্বানন্দ-সুখদ কুঞ্জ, শ্রীসুরভি কুঞ্জ ও শ্রীগৌরগদাধরের নিত্যসেবা শ্রীমন্দিরে বর্ত্তমান এবং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও ক্ষেত্রপাল শিবের নিত্যসেবা বিরাজিত। এই দ্বীপে শ্রীগৌরভক্ত রাজা সুবর্ণ সেনের রাজভবন ছিল, সেইজন্য ইহাকে সুবর্ণ বিহার বলে, সুবর্ণ বিহারী শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যসেবা শ্রীমন্দিরে বিরাজমান। এই দ্বীপে শ্রীহরিহর ক্ষেত্র, শ্রীনৃসিংহ পল্লী ও দেবপল্লী (দেপাড়া) সূর্য্যটীলা, ব্রহ্মটীলা, ইন্দ্রটীলা ইত্যাদি বিরাজমান ও শ্রীনৃসিংহদেব প্রাচীন মন্দিরে সেবিত হইতেছেন।

চতুর্থ দিনের পরিক্রমা—(৪) মধ্যদ্বীপ মধ্যাহ্নকালে শ্রীগৌর-সুন্দর এইস্থানে সপ্তর্ষিকে দর্শন করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহা মধ্যদ্বীপ নামে খ্যাত। সেই সপ্তর্ষিটীলা অদ্যাপিও বর্ত্তমান। শ্রীব্রাহ্মণ পুকুর (বামনপুর) ও অভিন্ন পুষ্করতীর্থ উচ্চহট্ট—সাক্ষাৎ কুরুক্ষেত্র এই দ্বীপে বর্ত্তমান। এই স্থানে দেবতাগণ হাট বসাইয়া উচ্চকণ্ঠে গৌরগুণ কীর্ত্তন করিতেন। এই চারিটী দ্বীপ গঙ্গার পূর্ব্বপারে বর্ত্তমান।

পঞ্চম দিনের পরিক্রমা—(৫) গঙ্গার পশ্চিমপারে কোলদ্বীপ বা কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়েও নবদ্বীপ নগরের ওপারে (পশ্চিমপারে) কুলিয়ানগর ছিল, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—"গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া। সবে গঙ্গামধ্যে নদীয়ায় কুলিয়ায়।" এই দ্বীপে বাসুদেব নামক ব্রাহ্মণকুমারের সাধনায় তুষ্ট হইয়া শ্রীবরাহদেব তাঁহাকে কোল বা বরাহরূপে দর্শন দেন। সেইজন্য ইহা কোলদ্বীপ নামে খ্যাত। এই দ্বীপে প্রৌঢ়ামায়া, বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি ও ভজনস্থান। শ্রীশ্রীবংশীদাস বাবাজী মহা-

রাজের ভজন স্থান বর্ত্তমান। এতদ্ব্যতীত অনেক ঠাকুর বাড়ীও আছে রাধাবাজারের মোড়ে মদীয় সতীর্থ ভ্রাতা পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ সিদ্ধান্তী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত "শ্রীসারস্বত গৌড়ীয় আসনে" শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জীউর নিত্যসেবা বর্ত্তমান এই শ্রীমন্দিরে, শ্রীকৃষ্ণলীলা, শ্রীরামলীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলার স্থায়ী প্রদর্শনী দর্শনমাত্রেরই চিত্ত প্রকাণ্ডভাবে আকৃষ্ট করে। এইরূপ নয়নাভিরাম শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির সমগ্র শহরেও আর দৃষ্ট হয় না। এই দ্বীপে শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের অপরাধ ভঞ্জন হয়।

ষষ্ঠ দিনের পরিক্রমা—(৬) ঋতুদ্বীপ এই স্থানে বসন্তের সহিত ষড়ঋতু শ্রীগৌর ভগবানের আরাধনা করেন বলিয়া ইহা ঋতুদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ। এখানে চম্পকপুষ্পের হাট বসিত ও ভক্তগণ চম্পকপুষ্প দ্বারা ভগবানের অর্চ্চনা করিতেন বলিয়া এই গ্রামের নাম চাঁপাহাটী। এখানে শ্রীগৌরগদাধর মঠে গৌরপর্ষদ শ্রীদ্বিজ বাণীনাথের পূজিত শ্রীগৌর গদাধর বিগ্রহযুগল চারিশত বৎসরেরও অধিককাল বিরাজিত ও পূজিত হইতেছেন। শ্রীজয়দেব ও পদ্মাবতী এখানে চম্পকপুষ্প দ্বারা শ্রীরাধা-কৃষ্ণের অর্চ্চন করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন। যে শ্রীসমুদ্রে সেন রাজাকে শ্রীকৃষ্ণ দর্শনদান করেন, সেই রাজার নামানুসারে "সমুদ্রগড়" গ্রামও এই দ্বীপে বর্ত্তমান। এইস্থান সাক্ষাৎ গঙ্গাসাগরতীর্থ।

সপ্তদিনের পরিক্রমা—(৭) জহ্নুদ্বীপ এইস্থানে জহ্নুমুনি তপস্যা করিয়া শ্রীগৌর দর্শন লাভ করেন বলিয়া ইহা জহ্নুদ্বীপ নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই দ্বীপের অন্তর্গত বিদ্যানগরে দেবগুরু বৃহস্পতি শ্রীগৌরলীলায় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীসার্ব্বভৌম গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিত্যসেবা বর্ত্তমান।

অষ্টম দিনের পরিক্রমা—(৮) শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ—শ্রীরামচন্দ্র বনবাস-কালে এখানে বটবৃক্ষতলে কুটিরে বাস করেন। এইস্থান দর্শনে সেবামোদ প্রাপ্ত হন বলিয়া "মোদদ্রুম" নামে এই দ্বীপ পরিচিত। শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের এখানে বাসস্থান ও শ্রীবাস-গৃহিণী মালিনীদেবীর পিত্রালয়। এই দ্বীপে মামগাছি গ্রাম অবস্থিত। এখানে শ্রীমোদদ্রুম গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নিত্যসেবা বর্ত্তমান। পঞ্চপাণ্ডব এই দ্বীপে কিছু সময় অজ্ঞাত বাস করেন। এখানে গৌরপার্ষদ শ্রীশারঙ্গমুরারির প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধা গোপীনাথ বিগ্রহ বিরাজিত।

নবম দিনের পরিক্রমা—(৯) রুদ্রদ্বীপ এইস্থানে নীল লোহিতাদি একাদশরুদ্র এখানে গৌর আরাধনা করেন বলিয়া এইস্থানের নাম রুদ্রদ্বীপ। এখানে আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুস্বামী রুদ্র কৃপালাভ করিয়া সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক আচার্য্য হন। জগদগুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই দ্বীপে "রুদ্রদ্বীপ শ্রীগৌড়ীয় মঠ" স্থাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুগত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ সহস্র সহস্র ভক্ত ও যাত্রিগণসহ প্রতি বৎসর শ্রীগৌর জন্মোৎসব উপলক্ষে নবধা ভক্তির পীঠ স্বরূপ এই নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করিয়া থাকেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবির্ভাব ও নামকরণ

শ্রীহট্ট নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীজগন্নাথ মিশ্র শ্রীহট্ট হইতে অধ্যয়নের নিমিত্ত নবদ্বীপ আসেন ও তথায় পুরন্দর উপাধি প্রাপ্ত হন। মিশ্র পুরন্দর নবদ্বীপেই নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা শচীদেবীর পানিগ্রহণ করিয়া গঙ্গাতীরে বাস করিবার অভিলাষে শ্রীমায়াপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। শ্রীনীলাম্বর চক্রবর্ত্তীও ফরিদপুর জেলার মগ্‌ডোবা গ্রাম হইতে গঙ্গাতীরে বাসের জন্য নবদ্বীপে আসেন ও কাজীপাড়ায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করায়, কাজীসাহেব প্রবীন, চক্রবর্ত্তি মহাশয়কে গ্রাম সম্বন্ধে 'চাচা' (খুড়া) বলিয়া ডাকিতেন।

শ্রীশচীদেবীর একে একে আটটি কন্যা হইয়া মারা যায়, শেষে বিশ্বরূপ নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

৮৯২ বঙ্গাব্দের ২৩শে ফাল্গুন শনিবার বসন্ত পূর্ণিমা। শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা সন্ধ্যাকাল। ভূলোকের সকলঙ্ক চন্দ্র গোলোকের অকলঙ্ক চন্দ্রের নিকট পরাভূত। এই নিমিত্তই অকলঙ্ক গৌরচন্দ্রের উদয়কালে সকলঙ্ক জগচ্চন্দ্র রাহুগ্রস্ত হইয়া পড়িল। গ্রহণ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে সর্ব্বলোকে 'হরিবল' 'হরিবল' বলিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল, এমনসময়ে সিংহলগ্নে সিংহরাশিতে শচীগর্ভ সিন্ধু হইতে মায়াপুর পূর্ণচন্দ্র উদিত হইলেন। অচৈতন্য বিশ্বে চৈতন্যের সঞ্চার হইল। বিশ্বের হরিকীর্ত্তন দুর্ভিক্ষ দুঃখ বিদূরিত হইল। শান্তিপুরনাথ অদ্বৈতাচার্য্য ও ও হরিদাস ঠাকুর আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন। সর্ব্বত্রই ভক্তগণের আনন্দ-নৃত্য হইতে লাগিল। নরনারিগণ ও দেবদেবীগণ মানব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া মিশ্রভবনে আসিয়া নবদ্বীপচন্দ্রকে দর্শন

করিলেন। আচার্য্যরত্ন চন্দ্রশেখর ও শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীশচীনন্দনের জাত-কর্ম্ম সংস্কার সমাধান করিলেন। মিশ্র আনন্দভরে অকাতরে নানাদ্রব্য ব্রাহ্মণগণকে দান করিতে লাগিলেন। আচার্য্য পত্নী সীতা ঠাকুরাণী শান্তিপুর হইতে মিশ্রভবনে আসিয়া নানাবিধ উপঢৌকন সহ বালককে দর্শন করিলেন, যথা চরিতামৃতে—

দেখিয়া বালক ঠাম, সাক্ষাৎ গোকুল কান, বর্ণমাত্র দেখি বিপরীত।
সর্ব্ব অঙ্গ সুনির্ম্মাণ, সুবর্ণ প্রতিমাখান, সর্ব্ব অঙ্গ সুলক্ষণময়।
বালকের দিব্যজ্যোতি, দেখি পায় বড় প্রীতি, বাৎসল্যেতে দ্রবিল
দুর্ব্বাধান্য দিল শীর্ষে, কৈলা বহু আশীষে, চিরজীবি হও দুই ভাই।
ডাকিনী শাকিনী হৈতে, শঙ্কা উপজিল চিতে, ডরে নাম থুইল নিমাই।

বালকের অলৌকিক দিব্যজ্যোতি ও সুবর্ণ প্রতিমাসদৃশ দিব্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পাড়ার নারীগণ সর্ব্বদাই ঘিরিয়া থাকিতেন, বালক ক্রন্দন করিতে থাকিলে কোন উপায়েই শান্ত করিতে না পারিয়া কেহ কেহ শেষে হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন, হরিনাম শুনিবামাত্র শিশু নীরব হইয়া মধুর হাস্য করিত। এই সঙ্কেত পাইয়া শিশু কান্দিবামাত্র সকলে হরিকীর্ত্তন করিতেন।

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।
কান্দিলেন হরিনাম সবেই লয়েন॥ (চৈঃ চঃ ১।৪।৯)

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী জ্যোতিষ শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে এই বালককে অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের লক্ষণ সমূহ পূর্ণভাবেই বিরাজিত। ইনি সমগ্র বিশ্বকেই ভরণপোষণ করিবেন জানিয়া বালকের নাম রাখিলেন "বিশ্বম্ভর"। নারীগণ বালকের অপূর্ব্ব গৌরকান্তি ও হরিনাম শ্রবণে হাস্যোল্লাস দেখিয়া "গৌরহরি" নামকরণ করিলেন, স্নেহময়ী শচীমাতা শিশুকে "নিমাই" নামে

অভিহিত করিলেন। কেহ কেহ বলেন নিমগাছের নিম্নে আবির্ভূত হওয়ায় শচীমাতা পুত্রকে নিমাই নামে ডাকিতেন। পরবর্ত্তিকালে গৌরসুন্দর, গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভুও সন্ন্যাসের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতি বহু নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। নামকরণকালে শিশুর রুচি পরীক্ষার জন্য বালককে পুথি, খই, কড়ি, সোনা, রূপা প্রভৃতি বহু দ্রব্য মিশ্র দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সকল পার্থিব দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া বালক একমাত্র শ্রীমদ্ভাগবতকেই আলিঙ্গন করিলেন কারণ তিনি ভাগবতধর্ম্ম প্রচারার্থই অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও অবতার তত্ত্ব

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নৃসিংহাদির ন্যায় কোন অংশ অবতার মাত্র নহেন, তিনি সকল বিষ্ণু অবতারের অবতারী বা মূল কারণ। তিনি অনাদি ও সর্ব্বকারণ,—কারণ তিনি অসমোর্দ্ধ। তাঁহার সমান বা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই প্রেমভক্তি ও যুগধর্ম্ম হরিনাম প্রচারার্থ শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ। শ্রীগৌরহরি অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও তিনি বিপ্রলম্ভ অবতার। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সম্ভোগময় বিগ্রহ আর গৌরসুন্দর বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ। তিনি স্বয়ং অংশী ভগবান বা পরব্রহ্ম পরাৎপরতত্ত্ব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই। এ সম্বন্ধে বেদে, পুরাণে ও মহাভারতাদি সমস্ত শাস্ত্রে অসংখ্য প্রমাণ বচন আছে। অতএব কেহ যেন অজ্ঞতাবশতঃ মনে না করেন যে—শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন ভক্ত বা মহাপুরুষ, মহাত্মা, সমাজ সংস্কারক। কিম্বা একজন আচার্য্যবিশেষ বা ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র। অথবা তিনি একজন মানব, অতিমানব বা মহামানব মাত্র, ইহা মনে করিলে তাঁহার চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করা হইবে। তাহার প্রকট লীলায় যে সকল অমানুষিক পরমেশ্বর স্বভাব প্রকাশিত হইয়াছে, সেইসকল অলৌকিক ঘটনা শ্রীচৈতন্য ভাগবত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থে লিখিত

আছে। কিন্তু কতকগুলি অপরাধী পাষণ্ডী প্রকৃতির লোক মৎসরতা বশতঃ তাঁহাকে সর্ব্ব অবতারগণেরও অবতারী পরব্রহ্ম ভগবান বলিয়া স্বীকার করে না। তাঁহাকে অন্যান্য তথাকথিত সাধু মহাপুরুষ, অতি-মানব, মহামানবগণের সহিত সমান বলিয়া মনে করে। কেহ কেহ শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে কলির শাস্ত্র প্রমাণ বিহীন কাল্পনিক অবতারগণের মতই অন্যতম অবতার মাত্র বলিয়া মনে করেন, শ্রীচৈতন্যদেব সম্বন্ধে ভারতের প্রাকৃত সাহিত্যিকগণ, কবিগণ, পণ্ডিতগণ এ পর্য্যন্ত বহু পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধাদি লিখিয়াছেন কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব যে "স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন পূর্ণব্রহ্ম ও অবতারী ভগবান।" শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই সিদ্ধান্ত অনেকেই স্বীকার করেন নাই। কারণ ইহা স্বীকার করিলে তাঁহারা আর তথা-কথিত কাল্পনিক অবতারগণের, কাল্পনিক ধর্ম্মমতগুলির সহিত শ্রীচৈতন্য-দেবের প্রচারিত ধর্ম্মমতের একাকার করিয়া "সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয়" করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদেবকেই তখন একমাত্র কলিযুগের যুগধর্ম্মের প্রচারক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই নিমিত্তই উদ্দেশ্য মূলে তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে কলিযুগের একমাত্র যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে নারাজ। প্রাকৃত সাহিত্যিকগণের, শহীদগণের ও প্রাকৃত কবিগণের জন্মতিথিকে অনেকে "জয়ন্তী" নাম দিয়া সভাসমিতি, শোভাযাত্রা ও উৎসবাদি করেন। কিন্তু শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের জয়ন্তী বাসরে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ও নীরব থাকেন। আবার ক্বচিৎ কোথাও কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মতিথির উৎসবানুষ্ঠান করিলেও তাহাবা বা বক্তাগণ ঐ সভায় বক্তৃতা-কালে শ্রীচৈতন্যদেবকেও ঐসকল সাহিত্যিক শহীদ বা কবিগণের সম-পর্য্যায়ের লোক বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। অথবা তথাকথিত অতিমানব, মহামানব, মহাত্মা, মহাপুরুষ ও কাল্পনিক অবতারগণের সহিত সমান আসনেই শ্রীচৈতন্যদেবকেও স্থাপনের যত্ন করেন। এরূপ বহু চিত্রপট

ছবি ও ক্যালেণ্ডার প্রভৃতিও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা অমার্জ্জনীয় দুরন্ত অপরাধ ও বিষ্ণু নিন্দা। "প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর। বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥" (চৈঃ চঃ) একমাত্র শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বুদ্ধ ও কল্কিদেব ব্যতীত ভাগবতে বা বেদপুরাণে অন্য কোনও বিষ্ণুর অবতার কলিযুগে নাই। শ্রীগৌরাঙ্গদেবকেই কলিযুগের একমাত্র যুগাবতার। কিন্তু বর্ত্তমানে ভেজালের যুগেও কলির প্রভাববশতঃ আজকাল যেখানে যেখানে গণ্ডায় গণ্ডায় অবতার ও ভগবানের সৃষ্টি হইতেছে দুদশ হাজার লোক ভোট দিলেই বা দুদশ হাজার নামজাদা লোক শিষ্য হইলেই তিনি অবতার বা ভগবান বলিয়া প্রচারিত হইতেছেন। হিপ্‌নোটীজম্ থট্ রীডিং, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, যাদুবিদ্যা, মেস-মেরিজাম্, পিচাশসিদ্ধি, ভূতসিদ্ধি, বশীকরণ ইত্যাদি অভ্যাস করিয়া কিছু অলৌকিক ক্ষমতা ও ক্রিয়াকলাপাদি দেখাইয়া বহু গণ্যমান্য শিক্ষিত লোককে মোহগ্রস্ত করিতে পারিলেই তাহাকে ভগবান, অবতার, গুরু, মহাপুরুষ বা সাধু বৈষ্ণব প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করা হইতেছে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অদূরদর্শিতা ও মূর্খতার পরিচয়। ইহাতে বহু সরলপ্রাণ ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তিবিশেষে কিছু অলৌকিক কর্ম্মাদি ও অমানুষিক শক্তির বিকাশ দেখিলেই যে তিনি ভগবান হইবেন তাহা নহে। ধ্রুব প্রহ্লাদাদির চরিত্রেও বহু অলৌকিক শক্তি প্রকাশ হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা নিজেকে ভগবান বলিয়া প্রচার করেন নাই। ভক্ত বলিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে যখন যবনগণ নির্ম্মমভাবে বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার যত্ন করিয়াছিল, তখন তিনি যে অমানুষিক শক্তি প্রকট করিয়াছিলেন তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা। জল্লাদগণ পর্য্যন্ত ক্লান্ত ও বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিল "মরেওনা আরো দেখি হাঁসে ক্ষণে ক্ষণে"। (চৈঃ ভাঃ) কিন্তু তাঁহাকেও ভগবান না বলিয়া ভক্তই

বলা হইয়াছে। আর আজকালকার ঐসকল মানুষের ভোট দেওয়া কাল্পনিক অবতারগণকে বাইশ বাজারে দূরে থাকুক এক বাজারে ঐরূপ নির্ম্মমভাবে প্রচার করিলেই আর তাহাদের অস্তিত্ব যাইবে না। তবে ভক্ত না হইয়া ভগবান বা অবতার হইতে পারিলে অনেক ভোগের সুবিধা আছে। ত্যাগ, বৈরাগ্য, জপ. ধ্যান, সাধন, ভজনেরও কোন আপদ বালাই থাকে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বহুবল্লভা হওয়া যায়। বহু রমণী সঙ্গে বিলাসব্যসনের মধ্যে থাকিয়াও বহুলোকে সম্মান ও সেবা পূজা লাভ করা যায়। কাজেই ভক্ত না হইয়া, সাধক না হইয়া সিদ্ধ বা ভগবান হইলেই লাভ অধিক।

কোন কোন যুগে ভগবানের কি কি অবতার হইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই বেদে, পরাণে লিখিত আছে। কোন দেশনেতা বা রাষ্ট্রনেতা, দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইবার পূর্ব্বেই যেমন সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ও কর্ম্মসূচী প্রকাশিত হইয়া থাকে। সেইরূপ জগৎপতি ভগবানও জগতে কি কি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কোন যুগে অবতীর্ণ হইবেন তাহা পূর্ব্ব হইতেই বেদ পুরাণাদিতে লিখিত আছে। শ্রীরামচন্দ্রের অবতারের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে শ্রীবাল্মিকী ঋষি রামায়ণে তাঁহার অবতার ও লীলাদির বিষয় বর্ণন করেন, শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারের বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই বেদে পুরাণে শ্রীমদ্ভাগবতে ও মহাভারতে তাঁহার অবতার কথা ও লীলাদি বর্ণিত হইয়াছে। এখনও কল্কি অবতার না হইলেও বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে তাঁহার অবতারাদির বিষয় ও লীলাদির বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠকগণ তাহা অবগত আছেন। কিন্তু গীতা, ভাগবতে, বেদে, পরাণে, মহাভারতে, রামায়ণে বা কোনও শাস্ত্রেই যাহার কোন উল্লেখ নাই, অথচ হঠাৎ লোকে ভোট দিয়া কোনও ভুঁইফোড় অবতার খাড়া করিয়া তুলিলে অশাস্ত্রজ্ঞ মূর্খলোকের তদ্বারা

বিপথগামী ও বঞ্চিত হইয়া থাকে। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণকে ঐসকল কৃত্রিম অবতারগণ কিছুতেই মোহগ্রস্ত করিতে পারে না। কলিতে অনেক কৃত্রিম অবতারের কথা শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে বর্ণিত আছে। যথা—

মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া॥
উদর ভরণ লাগি পাপীষ্ঠ সকলে।
'রঘুনাথ' করি আপনারে কেহ বলে॥
কোন পাপীগণ ছাড়ি কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন।
আপনারে গাওয়ায় বলিয়া নারায়ণ॥
যে পাপীষ্ঠ আপনারে বলয়ে গোপাল।
অনএব লোকে তারে বলেন শিয়াল॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ জৈয়া।
কেহ বলে আমি 'রঘুনাথ' ভাঁব গিয়া॥
কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহ ইহারে লৈয়া।
বলয়ে ঈশ্বর বিষ্ণুমায়া মুগ্ধ হইয়া॥
কাঁহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

কলিযুগের যুগাবতার নির্ণয়

শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট রাজমন্ত্রী সনাতনের প্রশ্ন ও তদুত্তরদান—

চারি যুগাবতারে এইত গণন।
শুনি ভঙ্গি করি' তাঁরে পুছে সনাতন॥

রাজমন্ত্রী সনাতন বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি।
প্রভুর কৃপাতে পুছে অসঙ্কোচ মতি॥
অতি ক্ষুদ্র জীব মুঞি নীচ নীচাচার।
কেমনে জানিব কলিতে কোন্ অবতার॥

শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত অবতার জ্ঞান মিথ্যা—

প্রভু কহে অন্যাবতার শাস্ত্র দ্বারা জানি।
কলিতে অবতার তৈছে শাস্ত্র দ্বারা মানি॥

(চৈঃ চঃ ২।২০ পঃ)

যথা শ্রীমদ্ভাগবতে—

১। দ্বাপরে ভগবান শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদি ভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষ নৈরুপলক্ষিতঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।২৭)

২। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র-পার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধয়ঃ॥

(ভাঃ ১১।৫।৩২)

শ্রীমহাভারতে—

৩। সুবর্ণবর্ণ হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তি-পরায়ণঃ॥

আচার্য্য গর্গমুনি নন্দমহারাজকে কহিলেন,—তোমার এই বালক অন্য তিন যুগে শুক্ল, রক্ত ও পীতবর্ণ ধারণ করেন। ইদানিং দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছেন। (ভাঃ ১৯।৮।১৩) দ্বাপর যুগে ভগবান শ্যামবর্ণ, পীতবর্ণ, বংশী ইত্যাদি নিজায়ুধধারী শ্রীবৎসাদি অঙ্কযুক্ত, এইরূপে উপলক্ষিত হন। যাহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর নেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপ্রভুকে সুমেধা

(পণ্ডিত) গণ সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন। সুবর্ণবর্ণ, হেমকান্তি অঙ্গ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, চন্দনমালা শোভিত সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণকারী, সমগুণ বিশিষ্ট সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে নিষ্ঠা শান্তিযুক্ত মহাভাব পরায়ণ শ্রীগৌর বিগ্রহই কলিযুগে যুগাবতার।

ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণের বাক্যই শাস্ত্র প্রমাণ—

সর্ব্বজ্ঞমুনির বাক্য শাস্ত্র 'প্রমাণ'
আমা সবা জীবের হয় শাস্ত্র দ্বারা 'জ্ঞান' ॥

অবতার নাহি কহে—'আমি অবতার'।

মুনিসব জানি করে লক্ষণ বিচার ॥
সনাতন কহে—যাতে ঈশ্বর লক্ষণ।
পীতবর্ণ, কার্য্য—প্রেমদান সংকীর্ত্তন ॥
কলিকালে সেই কৃষ্ণাবতার নিশ্চয়।
সুদৃঢ় করিয়া কহ, যাউক সংশয় ॥
প্রভু কহে,—চতুরালি ছাড়, সনাতন।
শক্ত্যাবেশাবতারের শুন বিবরণ ॥

(চৈঃ চঃ ২। ২০ পঃ)

যশোদানন্দন হৈলা-শচীর নন্দন।

ভগবৎপার্ষদ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুপাদও স্বকৃত তত্ত্বসন্দর্ভ গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এইরূপ বলিয়াছেন—

অঙ্গ-উপাঙ্গাদি বৈভব-লক্ষিত যিনি ভিতরে অর্থাৎ স্বরূপতঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ এবং বাহিরে গৌরস্বরূপ, সেই কৃষ্ণচৈতন্যকে কলিকালে সংকীর্ত্তনাদি অঙ্গের দ্বারা আশ্রয় করিতেছি।

পুনরায় শ্রুতি (বেদ) মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতাদি বিভিন্ন পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্র, যামল প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্র হইতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের

অবতারত্ব অর্থাৎ ভগবত্ত সম্বন্ধে প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি যথা—

শ্রুতি বলেন—

মহান প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।
সুনির্ম্মলামিমাং শান্তিমীশানো জ্যোতিরব্যয়ঃ॥
(শ্বেতশ্বতয়োপনিষৎ ৩।১২)

সেই পুরুষ মহান প্রভু অর্থাৎ স্বামী বা মহাপ্রভু। সেই মহাপ্রভুই বুদ্ধিবৃত্তির প্রবর্ত্তক। তাঁহার কৃপাতেই সুনির্ম্মল অর্থাৎ সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত নিত্যশান্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি জ্যোতির্ম্ময় অর্থাৎ মূর্ত্তিমান হইয়াও অব্যয়; সাধারণ মূর্ত্তপদার্থের ন্যায় তাহার ক্ষয়োদয় নাই।

যদা পশ্যঃ পশ্যতেঃ রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥
(মুণ্ডকোপনিষৎ) ৩।৩)

যেকালে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি হেমবর্ণ বিগ্রহ আদি পিতা জগৎ কর্ত্তাকে দেখিতে পান, তখন তিনি পরদিদ্যা লাভ ফলে পাপ-পুণ্য হইতে মুক্ত ও নির্ম্মল হইয়া সমতা লাভ করেন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ দেহে বৈকুণ্ঠে গমন করেন।

মহাভারতের অনুশাসন-পর্ব্বোক্ত শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম স্তোত্রেও আমরা পাই—

সুবর্ণো বর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তোনিষ্ঠা শান্তিপরায়ণঃ॥

ইহার অর্থে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কলিযুগে যুগধর্ম্ম—নামের প্রচার।
তথি লাগি পীতবর্ণ চৈতন্যাবতার॥
তপ্ত হেম-সম-কান্তি প্রকাণ্ড শরীর।
নবমেঘ যিনি কণ্ঠ ধ্বনি যে গম্ভীর॥

দৈর্ঘ্য বিস্তারে যেই আপনার হাত।
চারিহস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত॥
ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল হয় তার নাম।
ন্যগ্রোধ-পরিমণ্ডল হয় তনু চৈতন্য গুণধাম॥
আজানুলম্বিত ভূজ কমল লোচন।
তিল ফুল জিনি নাসা, সুধাংশু বদন॥
শান্ত, দান্ত, কৃষ্ণভক্তি নিষ্ঠা পরায়ণ।
ভক্তবৎসল, সুশীল সর্ব্বভূতে সম॥
চন্দনের অঙ্গদ বালা, চন্দন ভূষণ।
নৃত্যকালে পরি করেন কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন॥
এই সব গুণ লঞা মুনি বৈশম্পায়ন।
সহস্র নামে কৈল তাঁর নাম গণন॥
দুই লীলা চৈতন্যের আদি আর শেষ।
দুই লীলায় চারি নাম বিশেষ॥

(চৈ. চঃ আঃ ৩য় পরিচ্ছেদ)

অখিল শ্রুতিসার শ্রীমদ্ভাগবত আর বলেন—

তাঁর (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের) যুগাবতার জানি গর্গ মহাশয়।
কৃষ্ণের নাম করণে করিয়াছে নির্ণয়॥
শুক্ল, রক্ত, পীতবর্ণ—এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি॥
ইদানিং দ্বাপরে তিঁহো হৈল কৃষ্ণবর্ণ।
এই সব শাস্ত্রাগম পুরাণের ধর্ম্ম॥

(চৈঃ চঃ আঃ ৩য় পরিচ্ছেদ)

বায়ু-পুরাণেও শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

দিবিজা ভূবি জায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥
পৌর্ণমাস্যাং ফাল্গুনস্য ফল্গুনীঋক্ষ যোগতঃ।
ভবিষ্যে গৌররূপেণ শচীগর্ভে পুরন্দরাৎ॥

হে দেবগণ, তোমরা ভক্তরূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর। আমি কলিকালে শচীসুতরূপে আবির্ভূত হইয়া নিজে আচরণপূর্ব্বক জীবগণকে কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন করাইব।

আমি ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে মিশ্র পুরন্দর শ্রীজগন্নাথের গৃহে শচীগর্ভে গৌররূপে আবির্ভূত হইব।

শ্রীভগবান আরও বলিতেছেন—

স্বর্নদি তীরমাস্থায় নবদ্বীপ জনালয়ঃ।
তত্র দ্বিজকূলং প্রাপ্তো ভবিষ্যামি জনালয়ে॥
ভক্তিযোগ-প্রদানায় লোকস্যানুগ্রহায় চ।
সন্ন্যাস-রূপমাস্থায় 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামধৃক্॥
আনন্দাশ্রুকলাপূর্ণঃ পুলকাবলি বিহ্বলঃ।
ভক্তিযোগং প্রদাস্যামি হরিকীর্ত্তন তৎপরঃ॥ (বায়ুপুরাণ)

আমি গঙ্গাতটস্থ নবদ্বীপে ব্রাহ্মণবংশে অবতীর্ণ হইব। অনন্তর জীবগণকে ভক্তি প্রদানার্থ সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নামে পরিচিত হইয়া প্রেমবিহ্বল-চিত্তে হরিনাম করিতে করিতে সকলকেই হরিনাম কীর্ত্তন করাইব।

বায়ুপুরাণ আরও বলেন—

কলেঃ প্রথম সন্ধ্যায়াং লক্ষ্মীকান্তো ভবিষ্যতি।
দারু ব্রহ্ম সমীপস্থঃ সন্ন্যাসী গৌর বিগ্রহঃ॥

কলির প্রথম সন্ধ্যায় লক্ষ্মীপতি নারায়ণ সন্ন্যাসী হইয়া শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে বিরাজ করিবেন।

সৌরপুরাণে ভগবান বলিয়াছেন—

স্বর্ণ গৌরঃ সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রিস্রোত তীরসম্ভবঃ।
দয়ালুঃ কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥

আমি কলিকালে আজানুলম্বিতভুজ গৌরাঙ্গরূপে গঙ্গাতীরে আবির্ভূত হইয়া কৃপাপূর্ব্বক সকলকে হরিনাম সংকীর্ত্তন করাইব।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে শ্রীভগবান মার্কণ্ডেয় মুনিকে বলিতেছেন—

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার প্রচ্ছন্নবিগ্রহ নিত্য। আমিই নিজরূপ গোপনপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তরূপে লোকসমূহে ধর্ম্মস্থাপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা করি।

উপপুরাণেও শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসদেবকে বলিয়াছেন—

হে ব্যাস, আমি কলিকালে সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক পাপমলিন জীবগণকে হরিনাম কীর্ত্তন করাইব।

উর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে দেখিতে পাই—

মায়াপুরে মহেশানি! (দুর্গে!) বারমেকং শচীসুতঃ।

কপিলতন্ত্রেও আছে—

জম্বুদ্বীপে কলৌ ঘোরে মায়াপুরে দ্বিজালয়ে।
জনিত্বা পার্ষদৈঃ সার্দ্ধং কারয়িষ্যতি॥

শ্রীভগবান কলিকালে শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে ব্রাহ্মণ গৃহে আবির্ভূত হইয়া নিজগণসহ সকলকে হরিকীর্ত্তন করাইবেন।

বিষ্ণুযামলে ভগবান্ বলিয়াছেন—

আমি ভগবান্ হইয়াও ভক্তরূপ ধারণপূর্ব্বক হরিসংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তনার্থ মায়াপুরে আবির্ভূত হইব।

অনন্তসংহিতাথেও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগুণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনী পরিবারিতে॥

আমি কলিকালে নিজপার্ষদ ভক্তগণসহ গঙ্গা-তটস্থ নবদ্বীপে শচীগর্ভে আবির্ভূত হইব।

অনন্তসংহিতাতে আমরা আরও দেখিতে পাই, উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে ২য় অধ্যায়ে "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে?"— পার্ব্বতীদেবীর এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমহাদেব বলিতেছেন—

যস্যাস্তি ভক্তির্ব্রজরাজপুত্রে শ্রীরাধিকায়াঞ্চ হরেঃ সমায়াম্।
তস্যাস্তি চৈতন্য কথাধিকারো হরেরভক্তস্য ন বৈ কদাচিৎ॥

[হে দেবি, যাহার ব্রজরাজ তনয় শ্রীকৃষ্ণেও কৃষ্ণতুল্য শ্রীরাধিকায় ভক্তি আছে, তাঁহারই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কথা শ্রবণাদিতে অধিকার।]

য আদিদেবোঽখিল লোকনাথো
যস্মাদিদং সর্ব্বমভূৎ পরাত্মা।
লয়ং পুনর্যাস্যতি যত্র চান্তে
তং কৃষ্ণচৈতন্যমবেহি কান্তে॥

(হে দুর্গে! যিনি আদিদেব, অখিল লোকনাথ, পরমাত্মা এবং যাহা হইতে সর্ব্ব জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ও যাঁহাতে সমস্ত লয় হয়, তাঁহাকেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া জানিবেন।)

দুই বাহু তুলি এই বলি সত্য করি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নাথ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥
শ্রীচৈতন্য চন্দ্র বিনা অন্যেরে ঈশ্বর।
যেই মূঢ় কহে সেই ছার শোচ্যতর॥
চৈতন্যচন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ।
কোন জন্মে আশ্রমে তাহার নাহি সুখ॥

যে দেখিল চৈতন্যচন্দ্রের অবতার।
হউক মদ্যপ তবু তারে নমস্কার॥ (চৈঃ ভাঃ ২।২১।৫০)
কি অনন্ত কিবা শিব অজাদি দেবতা।
চৈতন্য আজ্ঞায় হর্ত্তা-কর্ত্তা পালয়িতা॥
ইহাতে যে পাপীগণ মনে দুঃখ পায়।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বথায়॥ (চৈঃ ভাঃ ১।৯)
শ্রীচৈতন্য সম আর কৃপালুবদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥ (চৈঃ চঃ ২।২৫)

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গাবতার সম্বন্ধে আরও অসংখ্য শাস্ত্র প্রমাণ

কল প্রথম সন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোঽহং মহীতলে।
ভাগীরথী তটে রম্যে ভবিষ্যামি শচীসুত॥ (পদ্মপুরাণ)
কলিনা দহ্যমানায়াং পরিত্রায় তনুভৃতং।
জন্ম প্রথম সন্ধ্যায়াং করিষ্যামি দ্বিজাতিষু॥ (গরুড় পুরাণ)
অহং পুনঃ ভবিষ্যামি যুগসন্ধৌ বিশেষতঃ।
মায়াপুরে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥ (গরুড় পুরাণ)
স এব ভগবান কৃষ্ণ রাধিকা প্রাণবল্লভঃ।
সৃষ্ট্যাদৌ স জগন্নাথো গৌর আসিন্মহেশ্বরীঃ॥
(অনন্তসংহিতা) (চৈঃ চঃ ১।২।২২)
পুণ্যক্ষেত্রে নবদ্বীপে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ। (কৃষ্ণ যামলে)
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে ভবিষ্যামি শচীসুতঃ॥ (বায়ু পুরাণ)
শুক্লো গৌরং সুদীর্ঘাঙ্গস্ত্রি স্রোতস্তীর সম্ভবঃ।
দয়ালু কীর্ত্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে॥ (বায়ু পুরাণ)
অন্তঃ কৃষ্ণো বহি গৌরঃ সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদঃ।
শচীগর্ভে সমাপ্নুয়াং মায়ামানুষ কর্ম্মকৃত॥ (স্কন্দপুরাণ)

কৃষ্ণচৈতন্য নামনং কীর্ত্তিয়ন্তি সকৃন্নরাঃ।
নামাপরাধ যুক্তস্তে পুনন্তি সকলং জগৎ॥ (বিষ্ণু যামলতন্ত্র)
আনন্দাশ্রু কলারোম হর্ষপূর্ণং তপোধনম্।
সর্ব্বেষামেব দ্রক্ষন্তি কলৌ সন্ন্যাসিরূপিনঃ॥ (ভবিষ্যপুরাণ)
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গ গৌরচন্দ্র শচীসুতঃ।
প্রভু গৌরো গৌরহরি নামানি ভক্তিদায়িনে॥ (অনন্তসংহিতা)

পাপী ভূতগণ ব্যতীত সকলেই গৌরভক্ত

সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র। তথাপিহ সবে নাহি গায় ভূতবৃন্দ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে বিমুখ যে জন। নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূতগণ।
(চৈঃ ভাঃ ৩।১।৭২)
সর্ব্বমহেশ্বর গৌরচন্দ্র যে না বলে। বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাপী সর্ব্বকালে।
(চৈঃ ভাঃ ৩।১।৭২)
শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন। নবদ্বীপনাথ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
(ভক্তিরত্নাকর ৫ তঃ)

ভাগবত ভারতশাস্ত্র আগম পুরাণ। চৈতন্য কৃষ্ণ অবতার প্রকট প্রমাণ॥
প্রত্যক্ষে দেখহ নানা প্রকট প্রভাব। অলৌকিক কর্ম্ম অলৌকিক অনুভাব
দেখিয়া না দেখে যত অভাগ্যের গণ। উলূকে না যেন সূর্য্যের কিরণ॥
(চৈঃ চঃ ১।৩।৭৫)

পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ আজি রাজাগণ।
বেদ ধর্ম্ম করি করে বিষ্ণুর পূজন॥
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি।
কৃষ্ণ নাহি মানে তাতে দৈত্য করি' মানি॥
মোরে না মানিলে সবলোক হবে নাশ।
ইথি লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিলা সন্ন্যাস॥

সন্ন্যাসী বুদ্ধ্যে মোরে করিবে নমস্কার।
তথাপি খণ্ডিবে দুঃখ পাইবে নিস্তার॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥
(চৈঃ চঃ ১।৮।১—১২)

আদ্যোপান্ত চৈতন্যলীলা অলৌকিক জান।
শ্রদ্ধাকরি শুন ইহা সত্য করি মান॥
যেই তর্ক করে ইহো সেই মূর্খরাজ।
আপনার মুণ্ডে সে আপনি পারে বাজ॥
চৈতন্য চরিত্র এই অমৃতের সিন্ধু।
জগৎ আনন্দে ভাষায় যার এক বিন্দু॥
ঈশ্বরের কৃপালেশ হয়ত যাহারে।
সেই ত ঈশ্বর তত্ত্ব জানিবারে পারে॥
প্রভুরে যে ভজে তাঁর কৃপা হয়।
সেই সে এসব লীলা সত্য করি লয়॥
অলৌকিক লীলাতে যার না হয় বিশ্বাস।
ইহলোক পরলোক তার হয় পাশ॥ (চৈঃ চঃ ২ পঃ)

নিগূঢ় চৈতন্যলীলা বুঝিতে কার শক্তি?
সেই বুঝে গৌরচন্দ্রে দৃঢ় যার ভক্তি॥
শ্রদ্ধাকরি শুনে যেই চৈতন্যের কথা।
চৈতন্য চরণে প্রেম পাইবে সর্ব্বথা॥
শুনিতে অমৃতসম জুড়ায় কর্ণ মন।
সেই ভাগ্যবান যেই করে আস্বাদন॥ (চৈঃ চঃ ৩ পঃ)

অতএব অপার করুণাসিন্ধু শ্রীগৌর কৃষ্ণের অবতারের পর তাঁহার

প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ব্যতীত, অন্য কোনও ধর্ম্ম, কর্ম্ম বা উপাসনা পদ্ধতি চলিতেই পারে না।

একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য।
যারে যৈছে নাচায় সে তৈছে করে নৃত্য॥
এইমত চৈতন্য গোসাঞি একলে ঈশ্বর।
আর সব পারিষদ কেহ বা কিঙ্কর॥
উছলিল প্রেম বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী, বৃদ্ধ, বালক, যুবা সকলই ডুবায়॥
সজ্জন, দুর্জ্জন, পঙ্গু, জড়, অন্ধগণ।
প্রেম বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
মায়াবাদী, কর্মনিষ্ঠ, কুতার্কিকগণ।
নিন্দন পাষণ্ডী যত পড়ুয়া অধম॥
সেইসব মহাদক্ষ ধাঞা পালাইল।
প্রেমবন্যা তা সবারে ছুঁইতে নারিল॥ (চৈঃ চঃ ১।৭।৩০)

—:: —

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নিমাইয়ের বাল্যলীলা

একদিন হামাগুড়ি দিতে দিতে একটি প্রকাণ্ড সর্পকে নিমাই জড়াইয়া ধরিলেন, সকলে বিপদাশঙ্কা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তদ্দর্শনে সর্পরূপধারী শ্রীঅনন্তদেব স্থান ত্যাগ করিলেন। নিমাইয়ের শরীরে বহুমূল্য রত্নালঙ্কার দেখিয়া দুইটি চোর একদিন শিশু নিমাইকে সন্দেশ দিতে দিতে কোলে করিয়া লইয়া গেল, দূরে লইয়া গিয়া অলঙ্কারগুলি অপহরণ করিবে মনে করিয়া প্রভুর মায়ায় ঘুরিতে ঘুরিতে চোরদ্বয় পুনরায় মিশ্রের বাড়ীতেই ঢুকিয়া পড়িল, অমনি নিমাই পিতার কোলে চলিয়া গেলেন। তখন চোর দুটী ভুল বুঝিতে পারিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করিল। একদা এক কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণিক ব্রাহ্মণ মিশ্রগৃহে অতিথি হইয়া রন্ধন করিয়া ইষ্টদেব গোপালকে ভোগ নিবেদন করিলে নিমাই আসিয়া ভক্ষণ করিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণ সেই অন্ন ত্যাগ করিয়া মিশ্রের অনুরোধে দ্বিতীয়বার রন্ধন করিয়া ভোগ নিবেদন কালেও নিমাই আসিয়া ভক্ষণ করিলেন, পুনরায় সকলের একান্ত অনুরোধে ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার ভোগ রন্ধন করিলেন, এবারে নিমাইকে ঘরের মধ্যে শয়ন করাইয়া, দরজা বন্ধ করিয়া সকলে পাহাড়া থাকিলেন, কিন্তু প্রভুর মায়ায় সকলেই নিদ্রিত হইয়া পরিলেন, ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববৎ ভোগ নিবেদন করিতেই নিমাই আসিয়া তাহা ভক্ষণ করিলেন, ব্রাহ্মণ হাহাকার করিয়া উঠিলে নিমাই ব্রাহ্মণকে চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া পরে দ্বিভূজ শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণরূপ প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন,—হে বিপ্র! তুমি আমাকে বারবার মন্ত্র জপ করিয়া আহ্বান করিতেছ বলিয়াই তোমার নিবেদিত অন্ন আমি গ্রহণ করিতেছি, তুমি আমার শুদ্ধ ভক্ত। ব্রাহ্মণ নিজ ইষ্টদেবকে চিনিতে পারিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র নিমাইয়ের হাতে খড়ি,কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ সংস্কার সমাপন করিলেন। দৃষ্টিমাত্রেই নিমাই সমস্ত অক্ষর লিখিতে পারিতেন এবং রাম, কৃষ্ণ, মুরারী, মুকুন্দ, বনমালী এইসকল কৃষ্ণ নাম দুই তিন দিনেই লিখিয়া ফেলিলেন। এদিকে নিমাইয়ের অগ্রজ বিশ্বরূপ সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন ও শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট গীতা ভাগবতাদি শ্রবণ করিয়া সংসার অনিত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন, পিতা-মাতা তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিলে তিনি গৃহত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শঙ্করারণ্য নামে খ্যাত হইলেন। এই ঘটনায় পিতামাতা দুঃখিত হইলে নিমাই তাঁহাদিগকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন যে আমিই আপনাদের সেবা করিব। শুভদিনে নিমায়ের উপনয়ন সংস্কার হইল। অনন্তদেব যজ্ঞসূত্ররূপে গৌরসুন্দরের সেবা করিলেন, নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীগঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে নিমাই অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। টোলের যাবতীয় ছাত্রের মধ্যে নিমাই শ্রেষ্ঠ মেধাবী ও বিচক্ষণ ছাত্র বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলেন। তাঁহার অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রতিভায় শিক্ষক ও ছাত্রগণ সকলেই মুগ্ধ হইতেন। কিছুদিনের মধ্যে মিশ্রের অন্তর্ধান হইল, পিতার অপ্রকটে নিমাই শচীমাতাকে বহু সান্ত্বনা বাক্যে বুঝাইয়া বলিলন—মা! আমি তোমাকে ব্রহ্মা শিবাদির দুর্লভ বস্তু দিব, তুমি কোনও চিন্তা করিও না। শচীদেবী দেখিতে লাগিলেন, যখন অর্থের অভাব হয়, তখনই নিমাই কোথা হইতে সুবর্ণ লইয়া আসেন। শচীমাতা ইহাতে ভীতা হইয়া দশ পাঁচজনকে দেখাইয়া পরে উহার বিনিময়ে গৃহের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেন। অল্পকালের মধ্যে অধ্যয়ন লীলা শেষ করিয়া, ষোল বৎসর বয়স্ক নিমাই পণ্ডিত মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়া অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কিছুকালের মধ্যেই নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। সেই সময় হইতে শচীমাতা নিজগৃহে অনেক অলৌকিক দৃশ্য

দেখিয়া মনে করিলেন নিমাই ও লক্ষ্মী নিশ্চয়ই মনুষ্য নহেন—বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীনারায়ণই নবদ্বীপে লক্ষ্মী গৌর নারায়ণরূপে অবতীর্ণ। নিমাই পণ্ডিত যখন ছাত্রগণের সহিত নগরে ভ্রমণ করিতেন, তখন পাষণ্ড প্রকৃতির লোকেরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ যম, রমণীগণ সাক্ষাৎ মদন ও পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ বৃহস্পতিরূপে দর্শন ও অনুভব করিতেন। এদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত কিছুই ভালবাসিতেন না আর নিমাইও ন্যায়ের ফাকী ব্যতীত তাঁহাদিগকে কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেন না, নিমাইকে দেখিলে মুরারী ও মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ বহির্ম্মুখ সম্ভাষার ভয়ে অন্য রাস্তা দিয়া পালাইয়া যাইতেন, তখন নিমাই বলিতেন যে তোমরা আমাকে অবৈষ্ণব বুদ্ধিতে এখন যেমন দূর হইতে পালাইতেছ, অল্পদিন পরেই দেখিবে যে,—আমি তোমাদের অপেক্ষাও বড় বৈষ্ণব হইব।

এমত বৈষ্ণব আমি হইব সংসারে।
অজভব আসিবেক আমার দুয়ারে॥ (চৈঃ ভাগবত)

একদিন নিমাই কোনও দৈবজ্ঞের (জ্যোতিষীর) গৃহে উপস্থিত হইয়া স্বীয় পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, দৈবজ্ঞ মন্ত্রজপ করিয়া গণনা করিতেই, অনন্ত অদ্ভুত ঈশ্বর মূর্ত্তিসকল দর্শন করিতে লাগিলেন এবং সম্মুখস্থ গৌরবিগ্রহের মধ্যে সেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। পরে দৈবজ্ঞ বুঝিতে পারিলেন যে ইনিই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। এখন গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

——::——

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দিগ্বিজয়ী উদ্ধার ও গয়াযাত্রা

যখন নিমাই পণ্ডিত নবদ্বীপের যাবতীয় অধ্যাপক ও পণ্ডিতমণ্ডলীর বিদ্যা-গর্ব্বপাত করিয়া তাঁহাদের মুকুটমণি হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময় কাশ্মীর নিবাসী কেশব মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সরস্বতীর বরে কাশী, কাঞ্চী, দিল্লী প্রভৃতি সমগ্র পণ্ডিত সভাকে বিচারে পরাজিত করিয়া বহু জয়পত্র সংগ্রহ পূর্ব্বক নবদ্বীপে আগমন করেন। তাঁহার সঙ্গে সহস্র শিষ্য, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি ছিল, স্বয়ং সরস্বতী তাহার জিহ্বায় বসিয়া কথা বলেন শ্রবণ করিয়া নবদ্বীপের প্রাচীন পণ্ডিতগণ ভীত হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এইবার বুঝি নবদ্বীপের গৌরব নষ্ট হয়। তবে এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের দ্বারা নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারটা এইবার আমরা চূর্ণ করিব। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া নিমাই পণ্ডিতের সহিত দিগ্বিজয়ীর বিচার হইবে এইরূপ স্থির করিয়া দিন ধার্য্য করিলেন। নিমাই পণ্ডিতের সহিত বিচারে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত তাহার শিষ্যগণের সম্মুখে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া দুঃখে ও লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলে নিমাই পণ্ডিত বলিলেন,—অদ্য আপনি শাস্ত্র বিচারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কল্য আবার বিচার হইবে। তখন আপনি জয়লাভ করিতে পারিবেন, দিগ্বিজয়ী সমস্ত রাত্র-ব্যাপী মনের দুঃখে সরস্বতী মন্ত্র জপ করিলে সরস্বতী ব্রাহ্মণকে দর্শন দিয়া বলিলেন, "যে নিমাই পণ্ডিত মনুষ্য নহেন, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তুমি যদি উদ্ধার চাও তবে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রয় কর। তিনি স্বয়ং ভগবান। কলিযুগে প্রেমভক্তি হরিনাম প্রচারার্থ নিমাই পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এসকল কথা স্বপ্ন মনে করিও না, সত্য। এসকল কথা

যদি কাহাকেও বল তুমি অল্পায়ু হইবে।" ইত্যাদি বলিয়া দেবী সরস্বতী অন্তর্হিত হইলেন। তখন দিগ্বিজয়ী কেশব মিশ্র বিনয় দৈন্য সহকারে গৌরসুন্দরের চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইলে, গৌরহরি দিগ্বিজয়ীকে উপদেশ করিয়াছিলেন—যথা—

দিগ্বিজয় করিব বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিতে সেই বিদ্যা সত্য কহে॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্তবিত্ত রয়॥
পড়ে কেন লোক,—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।
সে যদি নহিল তবে বিদ্যায় কি করে॥
এতেকে মোহন্ত সব সর্ব্ব পরিহরি।
করেন ঈশ্বর সেবা দৃঢ়চিত্ত করি॥
এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র সকল জঞ্জাল,
শ্রীকৃষ্ণ চরণ গিয়া ভজহ সকাল (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দিগ্বিজয়ী উদ্ধারের এই শিক্ষা হইতে সমগ্র ছাত্র, শিক্ষক ও শিক্ষিত সম্প্রদায়, বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য যে একমাত্র হরি ভজন বা ঈশ্বরোপাসনা করা, তাহা নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিবেন।

অতঃপর নিমাই পণ্ডিত কিছুদিন গৃহস্থের আদর্শ জীবন কিরূপ তাহা সকলকে শিক্ষা দিয়া অর্থ সংগ্রহের ব্যপদেশে পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মা নদী-তীরে ছাত্রগণের সহিত গমন করিয়া তথায় তপন মিশ্র প্রভৃতি ভক্তগণের নিকট হরিনামের মহিমা প্রচার করেন। এইসময়ে মায়াপুরে প্রভুর বিরহ সর্পবিষে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর অন্তর্দ্ধান হয়। প্রভু নবদ্বীপে ফিরিয়া শচীমাতাকে প্রবোধ দান করেন ও রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে দ্বিতীয় বিবাহ করেন। ইহার অল্পদিন পরেই মহাপ্রভু

পিতৃশ্রাদ্ধ অজুহাতে গয়ায় গমনপূর্ব্বক সিদ্ধমহাত্মা ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে কৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক জগদ্বাসীকে সদ্‌গুরু পদাশ্রয়ের আবশ্যকতা শিক্ষা প্রদান করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর মহাপ্রভু অপূর্ব্ব কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া ভক্তগণের সহিত নিরন্তর হরিকীর্ত্তন করিতে থাকেন ও টোলে পড়াইবার সময় সূত্র বৃত্তি টীকায় কেবলমাত্র হরিনাম ব্যাখ্যা করেন। শেষে ছাত্রগণকে বলিলেন,—

যে পড়িলা সেই ভাল আর কার্য্য নাই।
সবে মিলি কৃষ্ণ বলি গাও এক ঠাঁই॥ (চৈঃ ভাঃ)

নিমাইপণ্ডিত জড়বিদ্যার অধ্যায় অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া পরা-বিদ্যা কৃষ্ণভক্তির অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরীরে অদ্ভুত কৃষ্ণপ্রেমের বিকার দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস পণ্ডিত, মুকুন্দ, মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের আনন্দের আর সীমা রহিল না। অদ্বৈতাচার্য্য নিজ প্রভুকে চিনিতে পারিয়া "নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" এই মন্ত্র পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া গৌরসুন্দরের চরণে সচন্দন তুলসী দ্বারা পূজা করিলেন। ক্রমশঃ নিত্যানন্দপ্রভু ও হরিদাস ঠাকর প্রভৃতি ভক্তগণ নবদ্বীপে আসিয়া গৌরহরি সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গীরূপে মিলিত হইলেন, শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহে নিরন্তর হরিকীর্ত্তন চলিতে লাগিল। সমগ্র নবদ্বীপে হরিকীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত হইল। সেই কীর্ত্তন প্রেমের বন্যায় সমগ্র নদীয়ানগর ভাসিয়া গিয়া শান্তিপুর পর্য্যন্ত ডুবু ডুবু হইয়াছিল।

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পরিচয়

শ্রীকৃষ্ণাবতারের রোহিণীনন্দন বলরামই গৌরাবতারে নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হন। নিত্যানন্দ রাঢ়দেশে বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে অবতীর্ণ হন। পিতার নাম হাড়াই ওঝা, মাতা পদ্মাবতী, শৈশবে গৃহত্যাগ করিয়া জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত সমগ্র ভারতের

তীর্থসমূহ ভ্রমণ পূর্ব্বক নবদ্বীপে আসিয়া মহাপ্রভুর হরিনাম প্রেম প্রচারের নিত্যসঙ্গীরূপে মিলিত হন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসের গৃহে বিষ্ণুর খট্টায় বসিয়া অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু একে একে বিষ্ণুর রাম, নৃসিংহ বামনাদি সকল অবতারগণের মূর্ত্তিসমূহ প্রকাশ করিয়া ভক্তগণকে দেখাইতে লাগিলেন। এই অদ্ভুত লীলা সাত প্রহর পর্য্যন্ত প্রকট থাকায় ভক্তগণ এই লীলাকে প্রভুর মহাপ্রকাশ বা সাত প্রহরিয়া-ভাব বলিয়াছিলেন। এই সাত প্রহরিয়াভাবে আবিষ্ট থাকাকালে ভক্তগণ তাঁহাকে "পুরুষ সূক্তে"র মন্ত্র অর্থাৎ ঋগ্বেদের প্রসিদ্ধ মন্ত্রসকল পাঠ করিয়া মহাপ্রভুর অভিষেক ও বিবিধ উপচারে পূজা করিয়া ভোগ দিলেন। এই অভিষেক 'রাজরাজেশ্বর অভিষেক' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। এই সময়ে মহাপ্রভু, তাঁহার প্রিয় ভক্তগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব অভীষ্ট মূর্ত্তি প্রদর্শন করাইয়া প্রত্যেকের ইষ্ট বর প্রদান করিয়াছিলেন ও শ্রীবাস; হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণের অতীত জীবনের অনেক আপদবিপদাদির প্রসিদ্ধ ঘটনাসকল বর্ণনা করিয়াছিলেন। হরিদাস ঠাকুরকে বলিলেন যে,—যখন যবনগণ তোমাকে বাইশ বাজারে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিয়া প্রাণ লইতে চেষ্টা করিয়াছিল, তখন আমিই নিজ পৃষ্ঠেই সেইসকল বেত্রাঘাত গ্রহণ করিয়া তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম। এই বলিয়া মহাপ্রভু নিজের পৃষ্ঠদেশে সেই সকল বেত্রাঘাতের চিহ্ন দেখাইলেন, তদ্দর্শনে হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিতকে বলিলেন,—যেদিন তুমি যবনগণের অত্যাচারের ভয়ে ভীত হইয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া পালাইবার জন্য নদীতীরে উপস্থিত হইয়া নৌকা না পাইয়া হতাশ হইয়া রোদন করিতেছিলে—সেইসময় আমিই খেয়ারীরূপে নাবিক হইয়া নৌকা লইয়া তোমাকে স্ত্রী-পুত্রসহ পার করিয়া দিয়া অহিন্দুগণের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। শ্রীবাস পণ্ডিতের সেই অতীত ঘটনা স্মরণ হওয়ায় প্রভুর করুণার কথা চিন্তা করিয়া

ব্যাকুলচিত্তে কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রত্যেক ভক্তের অতীত জীবনের কাহিনী ও কৃপা প্রকাশের কথা মহাপ্রভু নিজমুখে বর্ণন করিতে থাকিলে, ভক্তগণের আনন্দ ক্রন্দনে শ্রীবাস ভবন মুখরিত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জগাই মাধাই উদ্ধার

একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ডাকিয়া প্রতি গৃহে গৃহে গিয়ে হরিনাম প্রচার করিতে আদেশ দিলেন,—

শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস।
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥

মহাপ্রভুর এই আদেশ শিরে ধারণ করিয়া নিত্যানন্দ হরিদাস প্রত্যহ নগরে নগরে গৃহে গৃহে গিয়া সকলকে কৃষ্ণকথা ও হরি ভজনের উপদেশ দিতে দিতে একদিন জগাই মাধাইয়ের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। জগাই মাধাই দুই ভাই কুলীন ব্রাহ্মণ সন্তান। পূর্ব্বনাম জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শৈশব হইতে কুসঙ্গ ক্রমে ডাকাতি, চুরি, নরহত্যা, নারীর লাঞ্ছনা, মাংসাদি ভক্ষন ও সর্ব্বদাই মদ্যপানে বিভোর হইয়া সর্ব্বক্ষণ জঘন্য পাপাচরণে লিপ্ত থাকিত। তাদের ভয়ে সকলেই ভীত থাকিত। পরমদলাল পতিত-পাবন নিতাইচাঁদ মনে করিলেন, ধার্ম্মিক লোকত হরিনাম করেই, কিন্তু এই দুইটি মহাপাপীষ্ঠ নরাধমকে যদি উদ্ধার করিতে পারি তবেই

শ্রীগৌরাঙ্গের অবতার ও দয়ার মহিমা জগতে বিশেষভাবে প্রচার হইবে। অপার করুণাসিন্ধু নিত্যানন্দ প্রভু লোকের বাধা নিষেধ সত্ত্বেও মদ্যপদ্বয়ের নিকট গিয়া বলিতে লাগিলেন,—বল মাধাই মধুর স্বরে, হরিনাম বিনা আর কি ধন আছে সংসারে। হরিনামের গুণে গহনবনে শুষ্ক তরু মুঞ্জরে। বল মাধাই মধুর স্বরে ইত্যাদি বলিবামাত্র মদ্যপদ্বয় ক্ষিপ্ত হইয়া নিত্যানন্দের কপালে "মুটকী" (ভাঙা কলসীর কানা) মারিবামাত্র কপাল বাহিয়া অজস্রধারে রক্ত পড়িতে লাগিল, তখনও অদোষদর্শী নিত্যানন্দ তাহাদিগকে হরিনাম লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। এই সংবাদ মহাপ্রভু শুনিয়া সদলে তথায় উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দের ললাটে রক্ত দেখিয়া ক্রোধে তৎক্ষণাৎ সুদর্শনচক্রকে আহ্বান করিলেন। সুদর্শনচক্র দেখিয়া সকলে ভীত হইলেন, তখন পরমদয়াল নিত্যানন্দপ্রভু বলিলেন —হে প্রভো, মাধাই মারিতেই জগাই আমাকে রক্ষা করিয়াছে ক্ষমা করুন প্রভো, ইহাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া জীবনদান করুন। আপনি এই অবতারের ত অস্ত্র ধারণ করিবেন না বলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহাদি অবতারে স্বয়ং অস্ত্র ধারণ করিয়া বহু রাক্ষস, অসুর ও পাষণ্ড সংহার করিয়াছেন কিন্তু এই গৌর অবতারে যে কেবল-মাত্র হরিনাম প্রেম দিয়া উদ্ধার করিবেন বলিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন অতএব ইহাদিগকে ক্ষমা করিয়া জীবন ভিক্ষা দিন। নিত্যানন্দের এই বাক্যে শ্রীগৌরচন্দ্রের ক্রোধাবেশ শান্ত হইল। জগাই রক্ষা করিয়াছে শুনিয়া তাহার প্রতি করুণা প্রকাশ করিলেন। তদ্দর্শনে মাধাইও ক্রন্দন করিতে লাগিল, জগাই মাধাই উভয়েই কাঁদিতে কাঁদিতে গৌর নিত্যা-নন্দের চরণে পড়িয়া গেল ও তাঁহাদের পাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া বিলাপ করিতে থাকিলে উভয়কেই দুই প্রভু তুলিয়া আলিঙ্গনপূর্ব্বক বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, তখন ভক্তবৃন্দ ও সহস্র সহস্র লোক উচ্চৈঃস্বরে

হরিধ্বনি করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিল। সমগ্র নদীয়ার লোক এই সংবাদে ছুটিয়া আসিল এবং এই মহাপতিতউদ্ধারণ লীলা দর্শন করিয়া সকলেই আনন্দে জয় শচীনন্দন জয় নিত্যানন্দ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি দিয়া নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জগাই মাধাইকে লইয়া সপার্ষদ গৌর নিত্যানন্দ নৃত্য কীর্ত্তনাদি করিলেন। মহাদস্যু জগাই মাধাইয়ের চিত্তবৃত্তি তৎক্ষণাৎ আমূল পরিবর্ত্তন হইল। তাহারা জীবনে আর কোনও পাপ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় মহাপ্রভু তাহাদের সমস্ত পাপভার গ্রহণ করিলেন। গৌর নিত্যানন্দের দয়ার প্রভাবে জগাই মাধাই মহাভাগবত হইলেন, যাহাদের দর্শনে লোকে গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্র হইত। আবার লোকে সেই জগাই মাধাইকে দর্শন করিয়া গঙ্গাস্নান অপেক্ষা অধিক পবিত্র হইতে লাগিল। জগাই মাধাই সরলভাবে পাপাচরণ করিলেও কখনও বৈষ্ণববিদ্বেষ বা বৈষ্ণব নিন্দা করে নাই বলিয়া প্রভু উদ্ধার করিলেন। যথা—

মদ্যপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঞি।
বৈষ্ণব নিন্দকে দিলা কুম্ভীপাকে ঠাঁই॥
মদ্যপের নিষ্কৃতি আছয়ে কোনকালে।
পরচর্চ্চকের গতি কভু নাহি ভালে॥

অপূর্ব্ব আম্র মহোৎসব

একদা মহাপ্রভু নগর কীর্ত্তনান্তে ফিরিয়া ভক্তগণসহ এক ভক্তের অঙ্গনে বিশ্রাম করিলেন ও তথায় একটি আম্র বীজ রোপন করিলেন। কি আশ্চর্য্য, মুহূর্ত্ত মধ্যেই তথায় একটি বৃহৎ আম্র বৃক্ষ হইয়া সেই বৃক্ষে অসংখ্য পক্ক আম্রফল দেখা দিল। তৎক্ষণাৎ সেইসকল ফল পাড়াইয়া কৃষ্ণে ভোগ লাগাইয়া দুইশত ফল ভক্তগণকে খাওয়াইয়া মহাপ্রভু পরিতৃপ্ত হইলেন। একটী আম খাইলেই এক জনের পেট ভরিয়া যাইত।

সেই বৃক্ষে বারমাসই অসংখ্য সুমিষ্ট আম্রফল ফলিয়া থাকিত। প্রভুর ঐশ্বর্য্য দর্শনে ভক্তগণ মুগ্ধ হইলেন।

বৈষ্ণবাপরাধীর বিনাশ

অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীমায়াপুরে চন্দ্রশেখর আচার্য্য ভবনে লক্ষ্মীর বেশে নৃত্য করিয়াছিলেন। পরে কোলদ্বীপে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্ত ভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবতের প্রতি অপরাধের বিষয় বর্ণন করেন শচীমাতারও অদ্বৈতচরণে বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডন করাইয়া প্রেমভক্তি প্রদান করেন।

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান।
করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ সাবধান॥
শূলপানি সম যদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপিও নাশ যায় কহে শাস্ত্রবৃন্দে॥ (চৈঃ ভাঃ)

সমস্তপ্রকার পাতক, অতিপাতক, মহাপাতক ও যাবতীয় অপরাধ হইতে জীব মুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ বিষ্ণুভক্তের চরণে যদি কেহ অপরাধ করে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। স্বয়ং ভগবানও বৈষ্ণবাপরাধ ক্ষমা করেন না। যদি সেই বৈষ্ণবঠাকুর স্বয়ং ক্ষমা না করেন।

——::——

নবম পরিচ্ছেদ

চাঁদ কাজী উদ্ধার

তখন বাংলার নবাব হোসেনশার অধীনে মৌলানা চাঁদ কাজী সিরাজুদ্দিন নবদ্বীপের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। মায়াপুরে মহাপ্রভুর বাড়ীর অনতিদূরে এখনও এই কাজী সাহেবের ভগ্ন প্রাসাদ ও তাঁহার সমাধির উপরে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বের গোলকচাঁপা ফুলের সুবৃহৎ গাছ জীবিত আছেন। নবদ্বীপের বহির্ম্মুখ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও পাষণ্ডী লোকেরা

মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে এই কাজীর নিকট নালিশ করিল যে আপনি নিমাই-পণ্ডিতকে বন্দী করুন না হয় দেশ হইতে বিতারিত করুন। কারণ নিমাই গয়া হইতে আসার পর পাগল হইয়াছে। সমস্ত রাত্রব্যাপী উচ্চ হরিকীর্ত্তন করে, আমরা কেহ ঘুমাইতে পারি না, আর পাষণ্ডক জগাই মাধাই ও অন্যান্য ছোট জাতিদের সঙ্গে মিশিয়া আমাদের হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিতেছে। ইত্যাদি শুনিয়া কাজী সাহেব লোক পাঠাইয়া ভক্তদের কীর্ত্তনের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়া আইন জারী করিল যে পুনরায় কীর্ত্তনাদি করিলে জাতিনাশ করা হইবে ও কঠোর দণ্ড দেওয়া হইবে। এই সংবাদ মহাপ্রভু শুনিয়া বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহ সহস্র সহস্র ভক্ত সমভিব্যাহারে নগর কীর্ত্তন করিতে করিতে কাজীর ভবনে উপস্থিত হইয়া কাজীর সহিত কোরাণ সরিপ ও পুরাণের বিচারানুসারে কাজীকে পরাস্ত করিলেন। কাজী খোল ভাঙ্গিয়া আসার পর বিভিন্ন ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব ও ঐ রাত্রে তাহার প্রতি নৃসিংহদেবের তর্জ্জন বাক্য ও বক্ষে করাঘাত ইত্যাদি অনুভব করিয়া নিমাই পণ্ডিতকে সাক্ষাৎ খোদাতালা পরমেশ্বর বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিল। মহাপ্রভুর দর্শনে কাজীর দুর্ম্মতি দূর হইল। কাজী সবংশে মহাপ্রভুর ভক্ত হইল ও ধর্ম্ম-বিদ্বেষ বা গোবধাদি জীবহিংসা করিবে না বলিয়া চিরতরেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। এখনও বহু হিন্দু ও মুসলমান এই চাঁদ কাজীর সমাধিপীঠে ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত পূজা দিয়া থাকেন। মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য-মঠের তত্ত্বাবধানেই এই সমাধির সেবা পরিচালিত হইতেছে।

'বিশ্বরূপ' দর্শন

একদিন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিলেন,—হে প্রভো, আপনি যে সর্ব্ব অবতারগণের অবতারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। প্রভো, আপনি অর্জ্জুনকে কুরুক্ষেত্রে যে 'বিশ্বরূপ'

দেখাইয়াছিলেন, সেই বিশ্বরূপ আমাকে দেখাইতে হইবে। অদ্বৈত আচার্য্যের এই প্রার্থনায় গৌরসুন্দর শ্রীবাসের বিষ্ণুমন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া গীতার একাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপের যে রূপ বর্ণন আছে ঠিক সেই প্রকার মূর্ত্তি প্রকট করিয়া অদ্বৈত আচার্য্যকে দেখাইয়াছিলেন। তথাপিও কতকগুলি পাষণ্ড প্রকৃতি লোক শ্রীগৌরহরিকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে মহামানব বা মহাপুরুষ মাত্র বলিয়া থাকে।

মৃত শ্রীবাস-পুত্রের মুখে তত্ত্বজ্ঞান কথন

একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস মন্দিরে ভক্তগণ সহ সংকীর্ত্তন করিবার কালে শ্রীবাস-পুত্রের পরলোকগমন ঘটিল। মহিলাগণ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলে শ্রীবাস গৃহভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকে বলিতে লাগিলেন,—সপার্ষদ মহাপ্রভুর শ্রীমুখে হরিকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে যে পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, তাহার সৌভাগ্যের জন্য আনন্দ প্রকাশ না করিয়া আরও তোমরা রোদন করিতেছ? এরূপ সৌভাগ্য যদি আমার হইত, তবে আমি নিশ্চয় ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতাম। আর তোমাদের এই ক্রন্দন শুনিয়া যদি প্রভুর কীর্ত্তনে রসভঙ্গ হয়, তবে কিন্তু আমিও ঐ পুত্রের সঙ্গেই মরিব। তখন সকলেই নীরব হইলেন, শ্রীবাস পুনরায় আসিয়া সংকীর্ত্তনে মহাপ্রেমে নৃত্য করিতে লাগিলেন. সর্ব্বন্তার্য্যামী মহাপ্রভুর কিছুই অবিদিত নাই। হঠাৎ মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন,—শ্রীবাস! আজ আমার কেন প্রেমোদয় হইতেছে না—তোমার গৃহে কোন অমঙ্গল হইয়াছে কি? শ্রীবাস উত্তর করিলেন,—প্রভো, সর্ব্বমঙ্গলময় আপনার শ্রীপাদপদ্ম যেখানে উদিত হইয়াছে সেখানে কি প্রকারে কোন অমঙ্গল হইতে পারে? তখন ভক্তবৃন্দ অশ্রুযুক্ত হইয়া নিবেদন করিলেন যে প্রভো, শ্রীবাসের পুত্র চারিদণ্ড রাত্রের সময় পরলোক গমন করিয়াছে, কিন্তু পাছে আপনার নৃত্য কীর্ত্তনে রসভঙ্গ হয় সেইজন্য শ্রীবাস

আপনার নিকট এই সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সকলকেই নিষেধ করিয়াছেন। ইহা শ্রবণে মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, আমার হরিকীর্ত্তনে রসভঙ্গ-ভয়ে পুত্র-শোক পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে যিনি নৃত্য করিতেছেন, এই-রকম প্রেমিক ভক্তগণের সুদুর্ল্লভ সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমি কিরূপে নদীয়া ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইব ?—

পুত্রশোক না জানিল যে মোহের প্রেমে।
হেন সব সঙ্গ মঞি ছাড়িব কেমনে ॥ (চৈঃ ভাঃ)

প্রভুর এই বাক্যে সন্ন্যাসের ইঙ্গিত পাইয়া ভক্তগণ চিন্তিত ও দুঃখিত হইলেন। অতঃপর মহপ্রভু বলিলেন—শ্রীবাস! তোমার এই প্রেমভক্তিতে আমি ঋণী হইলাম, আমার তোমাকে দিবার কিছু নাই, এস শ্রীবাস! "আজ হইতে আমি আর নিত্যানন্দ তোমার দুইটি পুত্র." এই বলিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাসকে আলিঙ্গন করিয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তগণ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে করিতে রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু শ্রীবাসের মৃতপুত্রের সমীপে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস! তুমি শ্রীবাসকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতেছ কেন? কি আশ্চর্য্য! তখন সেই মৃত শিশুর মুখেও তত্ত্বজ্ঞানের কথা বহির্গত হইল। শিশু বলিতে লাগিল প্রভো! আপনার বিধানানুসারেই আমি শ্রীবাস পুত্ররূপে এতদিন ছিলাম, পুনরায় আপনার বিধান মতেই অন্যত্র যাইতেছি, কোন জীবই আপনার বিধান অন্যথা করিতে পারে না। জীবসকল স্ব স্ব কর্ম্মফলে, দেব, দানব, মানব, পশুপক্ষী প্রভৃতি নানা যোনীতে ভ্রমণ করিতে করিতে সুকৃতি সৌভাগ্যক্রমে যখন আপনার শুদ্ধভক্তের সঙ্গ লাভ করে তখনই সে জন্মমৃত্যুরূপ সংসার যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া আপনাকেই প্রাপ্ত হয়। আমি আপনার প্রিয় ভক্ত শ্রীবাসের কৃপায় আপনার দর্শন-স্পর্শন লাভে ধন্য হইয়াছি। জন্মে জন্মে যেন আমি দর্শনলাভ করিতে পারি, সপার্ষদ আপনার শ্রীচরণে কোটি কোটি নমস্কার। এই বলিয়া শিশু নীরব হইল। শ্রীবাসাগোষ্ঠির শোক দূর হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

নিমাই সন্ন্যাস

মর্ম্মান্তিক হৃদয়বিদারক ঘটনা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যেমন দৈত্যকুল ও অসুরগণ অত্যাচার ও বিদ্বেষাদি করিয়াছিল, শিশুপাল, জরাসন্ধ, কালযবন, কংসাসুর প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণকে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। অপার করুণাসিন্ধু প্রেমময় মূর্ত্তি গৌরহরির প্রতিও নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজ, গোপাল চাপালাদি স্মার্ত্ত সম্প্রদায় বহির্ম্মুখ পণ্ডিতমণ্ডলী পাষণ্ডী হিন্দুগণ ও নিন্দুক পড়ুয়াগণ সেইপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন ও বিদ্বেষাদি করিতে লাগিল। মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে মুসলমান কাজীর নিকট নানাপ্রকার কুৎসা করিয়া নালিশ করিতে থাকিল। একটি দুর্ম্মুখ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভিসম্পাত করিয়া বলিল, নিমাই পণ্ডিত! অচিরেই তোমার সংসার সুখ বিনাশ হউক। তাঁর পরম ভক্ত শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীর দরজায় মদ্য, মাংস প্রভৃতি রাখিয়া দিত। নবদ্বীপের বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ ও ছাত্র সমাজ ক্ষেপিয়া উঠিয়া গৌরসুন্দরকে প্রহার করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। যথা চৈতন্য ভাগবতে—

এগুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙ্গিয়া,
এই যুক্তি করে সব নদীয়া মিলিয়া॥
কেহ বলে যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে,
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে॥
কেহ বলে এগুলার হইল কি বাই।
কেহ বলে রাত্রে নিদ্রা যাইতে না পাই॥
শ্রীবাস পণ্ডিত চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই ভাই ভোজন করিয়া॥

পূর্ব্বে ভাল ছিল এই নিমাই পণ্ডিত।
গয়া হইতে আসিয়া চালায় বিপরীত॥
উচ্চ করি গায় গীত দেয় করতালি।
মৃদঙ্গ করতাল শব্দে কর্ণে লাগে তালি॥
নিমাই নাম ছাড়ি এবে বোলায় গৌরহরি।
হিন্দুর ধর্ম্ম নষ্ট কৈল পাষণ্ডী সঞ্চারি॥

শ্রীমন্মহাপ্রভু ঐসকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে আমি জীবের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইলাম, কিন্তু ইহারা আমার নিন্দা বিদ্বেষাদি করিয়া আরও অশেষ বন্ধনে পড়িয়া যাইতেছে, যথা—

যখন মরিবে হেন করিলেক মনে।
তখনই পড়ি গেল অশেষ বন্ধনে॥
করিল পিপ্পলি খণ্ড কফ্ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ্ বাড়িল দেহেতে॥ (চৈঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দর চিন্তা করিলেন,—আমি ইহাদের উদ্ধারের জন্য হরিনাম প্রচার করিতেছি, আর ইহারা বিপরীত বুঝিয়া আমাকে শত্রু মনে করিয়া নরক পথের যাত্রী হইতেছে। অতএব আমি সন্ন্যাসী হইয়া ইহাদের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিব, তখন সন্ন্যাসী বুদ্ধিতেও আমাকে নমস্কার করিলে ইহাদের অবশ্যই উদ্ধার হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, গদাধর, চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও শচীমাতার নিকট মহাপ্রভু স্বীয় সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন। ভক্তগণের শিরে অকস্মাৎ যেন বজ্র পতন হইল। তাঁহারা আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা রোদন করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ ও গদাধর মহাপ্রভুকে নানাপ্রকারে নিষেধ করিতে লাগিলেন, শচীমাতা অবিশ্রান্ত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের দশদিক শূন্য ও অন্ধকার বোধ হইল।

সন্ন্যাসের পূর্ব্বদিন মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া সমস্ত দিন সংকীর্ত্তন করিলেন শেষে সকলকে নিজের গলার প্রসাদী মালা প্রদান করিয়া মনে মনে ভক্তগণের নিকট শেষ বিদায় লইয়া বলিলেন,—

যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর॥
কি শয়নে কি ভোজনে কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ বলহ বদনে॥ (চৈঃ ভাঃ)

সন্ধ্যায় ভক্ত শ্রীধর একটি লাউ আনিলেন, প্রভু শচীমাতাকে দিয়া তুম্ব লাউ পাক করাইয়া ভোজন করিয়া শয়ন করিলেন, গদাধর ও হরিদাস প্রভুর নিকটে শয়ন করিয়া রহিলেন। শচীমাতার নিমাই আজ চিরতরে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নদীয়া ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, এই চিন্তায় শচীমাতার চক্ষে নিদ্রা নাই, অনুক্ষণ অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক রোদন করিতেছেন, আর চিন্তা করিতেছেন আজ হইতে তাঁহার গৃহ শূণ্য হইয়া হইয়া যাইবে, অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার যে কি অবস্থা হইবে, দুঃখ দৈন্য-বিরহ কাতরতা তিনি কি প্রকারে সহ্য করিবেন ও কিরূপে তাহার সেই মান অশ্রুযুক্ত বদন দর্শন করিবেন এবং কি বলিয়া তাহাকে প্রবোধ দিবেন, এইসকল চিন্তায় তাঁহার মনপ্রাণ অস্থির ও ব্যথিত হইতে লাগিল। চারিদণ্ড রাত্র থাকিতে মহাপ্রভু গমন করিতে উদ্যত হইলে গদাধর সঙ্গে যাইতে চাহিলে মহাপ্রভু নিষেধ করিয়া বলিলেন, আমি একাকীই যাইব। শচীমাতা শোকের আধিক্যে জড়প্রায়; দরজায় বসিয়া রোদন করিতেছিলেন, তাঁহার সেই বিলাপ শুনিয়া পাষাণ দ্রবীভূত হইল কিন্তু লোকশিক্ষক মহাপ্রভুর হৃদয় বজ্র হইতেও কঠোর আবার কুসুমাদপি কোমল, তাঁহার দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে কেহই বিচলিত করিতে পারিল না, তিনি মাতাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন—

আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন।
আমি আনি দিব মাতা কৃষ্ণপ্রেম ধন॥
রজত কাঞ্চন আনে, আনে বড় দুঃখ।
ধনই যাউক কিম্বা আপনে মরুক॥
আমি আনি দিব কৃষ্ণপ্রেম হেন ধন।
সকল সম্পদময় কৃষ্ণের চরণ॥ (চৈঃ ভাঃ)

ইত্যাদি অনেক প্রবোধ দান করিয়াও মাতার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুত গমন করিলেন। প্রাতে ভক্তগণ প্রভুকে প্রণাম করিতে আসিয়া দেখিলেন—শচীমাতা বহির্দ্বারে বসিয়া রোদন করিতেছেন। শ্রীবাসপণ্ডিত কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শচীমাতা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, কেবল ক্রন্দন করিতে করিতে অতিকষ্টে বলিলেন—নিমাইর সমস্ত দ্রব্যেই এখন ভক্তগণের অধিকার। আমি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইব। তখন ভক্তগণ বুঝিলেন যে মহাপ্রভু গৃহ ছাড়িয়া নবদ্বীপ হইতে চলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগৌরসুন্দরের গৃহত্যাগে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া মাতার বিলাপ।

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া চমকি উঠিয়া পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া কান্দিয়া কান্দিয়া শিরে মারে করাঘাত॥
এ মোর প্রভুর সোনার নূপুর গলায় সোনার হার।
এসব দেখিয়া মরিব কান্দিয়া জিতে না পারিব আর॥
মুঞি অভাগিনী প্রথম রজনী সেবিনু প্রভুরে লৈঞা।
প্রেমেতে বান্ধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া প্রভু গেল পালাইঞা॥
প্রভুর বিহনে, এ ছার জীবনে, আর কিবা কাজ আছে।
যথা প্রভু পাই, তথা উড়ি যাই, তবে ত পরাণ বাঁচে॥

প্রভু দয়াময়, হইয়া সদয়, দেখা দাও এ দাসীরে।
তুয়া অদর্শনে, না বাঁচি পরাণে, বজ্র পড়িল শিরে॥

ভক্তগণ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন শেষে কপালে ও মস্তকে করাঘাত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

শুনি মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
ভূমেতে পড়িল সবে হই অচেতন॥
কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ।
কাঁন্দিতে লাগিলা সবে করি আর্ত্তনাদ॥
কি দারুণ নিশি পোহাইল "গোপীনাথ"।
বলিয়া কাঁন্দেন সবে শিরে দিয়া হাত॥
না দেখি যে চাঁদমুখ বাঁচিব কেমনে।
কিবা কার্য্য এবা আর পাপীষ্ঠ জীবনে॥
আচম্বিতে কেন হৈল বজ্রপাত।
পড়াগড়ি যায় কেহ করি আত্মঘাত॥

সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দন ময় প্রভুর ভবন॥

যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সেই আসি ডুবে মহা বিরহ সাগরে॥
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমেতে পড়িয়া।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া॥

কান্দে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন, হরি হরি বলে উচ্চৈঃস্বরে।
কিবা মোর ধনজন, কিবা মোর জীবন, প্রভু ছাড়ি গেলা সবাকারে॥

মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত, হরি হরি প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা সবা না বলিলা কান্দে ভক্ত ধুলায় ধূসর॥
প্রভুর অঙ্গনে পড়ি, কান্দে মুকুন্দ মুরারী, শ্রীধর, গদাধর, গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসেরগণ যত, তাঁরা কাঁদে অবিরত, শ্রীআচার্য্য কাঁদে হরিদাস॥
শুনিয়া ক্রন্দন রব, নদীয়ার লোক সব, দেখিতে আইসে সব ধাইয়া।
না দেখি প্রভুর মুখ, সবে পায় মহাশোক, কাঁদে সব মাথে হাত দিয়া॥
নগরিয়া যত ভক্ত, তারা কাঁদে অবিরত, বালবৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সব স্ত্রী পুরুষে, পাষণ্ডীগণে হাঁসে, নিমাইরে না দেখিমু আর॥

(শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ২৮ অধ্যায়)

অল্প সময়ের মধ্যেই সমগ্র নদীয়ার মহাপ্রভুর গৃহত্যাগের বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়িল। তাহা শুনিয়া বিদ্বেষী নিন্দক পাষণ্ডীগণও অনুতাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল ও বলিতে লাগিল হে হায়! হায়! এমন মহাপুরুষকেও আমরা চিনিতে পারি নাই। তাঁহাকে নিন্দা, বিদ্বেষ করিয়া কতই না অপরাধ করিয়াছি।

মহাপ্রভু তাঁর নবদ্বীপ লীলার চব্বিশ বৎসরের শেষে মাঘী শুক্ল পক্ষে সংক্রমণ-দিনে শেষরাত্রে নিদয়ার ঘাটে পার হইলেন। কথিত আছে মহাপ্রভু ভক্তগণের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া চিরতরে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া এখানে পার হওয়ায় এই ঘাটের নাম "নিদয়ার ঘাট" হইয়াছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু কাটোয়া নগরে গিয়া কেশব ভারতীর নিকটে মস্তক মুণ্ডনপূর্ব্বক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। মহাপ্রভু কেশব ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্রটি বলিয়া দিয়া ইহাই সন্ন্যাস-মন্ত্র কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, ভারতী বলিলেন, হাঁ এই মন্ত্ররাজ বটে, কেশব ভারতী সেই মন্ত্রই মহাপ্রভুর কর্ণে প্রদান করিলেন। অরুণ-বসন ধারণ করায় প্রভুর শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা হইল। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্বলোকের চৈতন্যবিধান

করিতেছেন বলিয়া শ্রীকেশব ভারতী শ্রীনিমাইর সন্ন্যাস নাম রাখিলেন—**"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"**। তখন চতুর্দ্দিকে অসংখ্য লোকে উচ্চৈঃস্বরে জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিয়া হরিধ্বনি করিতে লাগিল।

শ্রীগৌরহরি অসহায়া বৃদ্ধা জননীর আদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক অষ্টাদশ বর্ষিয়া ভার্য্যা শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করায় কেহ কেহ তাঁহাকে নিন্দাদি করেন, কিন্তু জীব উদ্ধারের নিমিত্ত বা পরমার্থের উদ্দেশ্যে এইরূপ ত্যাগে কোনও দোষ হয় না, ইহাই লোক শিক্ষক মহাপ্রভু স্বয়ং আচরণ করিয়া সর্ব্বজীবকে শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন যে একান্তভাবে হরিসেবার দ্বারাই—মাতা, পিতা, পত্নী, পুত্র, দেশ, সমাজ ও বিশ্বের প্রকৃত উপকার করা হয়, অতএব জীব উদ্ধার কারণে মাতা-পিতা ভার্য্যা ও স্বজন বান্ধবাদি পরিত্যাগ করা অসঙ্গত নহে—যথা শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রমাণ—

স্বামীহীনা দেবহুতি জননী ছাড়িয়া।
চলিলা কপিল প্রভু নিরপেক্ষ হৈয়া॥
ব্যাস হেন বৈষ্ণবজনক ছাড়ি শুক।
চলিলা উলটি নাহি চাহিলেন মুখ॥
শচী হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই ন্যাসিমণি॥
পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে
এ সকল লীলা জীব উদ্ধার কারণে।
মহাকাষ্ঠ দ্রবে যেন ইহার শ্রবণে॥ (চৈঃ ভাঃ ২।৩।১০২)

মায়ামোহগ্রস্ত সংসারসক্ত বদ্ধ জীবগণ এই সকল কথা, বুঝিতে না পারিয়া ইহার প্রতিকূল আচরণ করে এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত

গৃহান্ধ কূপেই পতিত থাকে। "পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রবিধিও তাহারা মানে না। উক্ত প্রসঙ্গে হরিভজনের অনুকূল। পিতামাতা ও স্বজনাদিকে পরিত্যাগ করার দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। আবার পিতা, মাতা, পুত্র, ভার্য্যাদি যদি হরিভজনের বিরোধী বা নাস্তিক হয়, তাহাদিগকেও অবশ্যই পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ—পিতাকে, ভরত—মাতাকে বলী মহারাজ—গুরু শুক্রাচার্য্যকে, বিভীষণ—ভ্রাতা রাবণকে ও পুত্র তনুণীসেনকে, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ স্বামী প্রভৃতিকে ও গোপীগণ গোপগণকে পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দে শরণাগত হইয়াছিলেন।

—::—

একাদশ পরিচ্ছেদ

পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণ ও পুরীধামে গমন

শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বৃন্দাবন গমনের ইচ্ছায় পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিলেন, তাঁহার অগ্রে কেশব ভারতী পশ্চাতে গোবিন্দ, নিত্যানন্দ, গদাধর ও মুকুন্দ। তিনদিন রাঢ়দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে নিত্যানন্দপ্রভু চাতুরী করিয়া মহাপ্রভুকে রাস্তা ভুলাইয়া শান্তিপুর অদ্বৈতগৃহে লইয়া আসিলেন। শ্রীমায়াপুর হইতে ভক্তগণ শচীমাতাকেও অদ্বৈতগৃহে লইয়া আসিলেন। প্রত্যহ অদ্বৈত গৃহে মহামহোৎসব হইতে লাগিল। শচীমাতা তাঁহার স্নেহের নিমাইয়ের মুণ্ডিতমস্তক অপূর্ব্ব সন্ন্যাসমূর্ত্তি দেখিয়া দুঃখ পাইলেন বটে কিন্তু অরুণবসনধারী নিমাইয়ের শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া সুখী হইলেন। অদ্বৈতগৃহে দশদিনব্যাপী নিরন্তর নৃত্য-কীর্ত্তন মহোৎসবাদি করিয়া মহাপ্রভু শচীমাতার

আদেশে পুরীধামে গমন করিলেন। পথে রেমুনাগ্রামে ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শনপূর্ব্বক শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের চরিত্রাস্বাদন করিলেন। মহাপ্রভুর সঙ্গে নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জগদানন্দ ও দামোদর ছিলেন। কটকে উপস্থিত হইয়া মহাপ্রভু সাক্ষীগোপাল শ্রীবিগ্রহ দর্শন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুখে সাক্ষীগোপাল চরিত্র শ্রবণ করিয়া ভুবেনশ্বর আসিয়া ক্ষেত্রপাল শিব দর্শন করিলেন। কমলপুরে ভাগীনদীতে স্নানের সময় নিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর দণ্ড তিনখণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু ক্রোধ প্রকাশ করিয়া সঙ্গীগণকে পশ্চাতে রাখিয়াই একাকী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক শ্রীজগন্নাথ দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পুরীর রাজপণ্ডিত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মূর্চ্ছিত মহাপ্রভুকে নিজের ভবনে লইয়া রাখিলেন। কিছুপরেই নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হইলেন, প্রভুর বাহ্যদশা হইল। সার্ব্বভৌমপণ্ডিত মহাপ্রভুর পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বেদান্ত শ্রবণ করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গোপীনাথ আচার্য্য বলিলেন,—মহাপ্রভু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। সার্ব্বভৌম বলিলেন,—এই কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই। তখন গোপীনাথাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারত হইতে বহু প্রমাণ বচন উদ্ধার করিয়া বলিলেন,—সার্ব্বভৌম তুমি এ সকল কথা এখন বুঝিতে পারিবে না, কারণ ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কেহ ঈশ্বরকে বুঝিতে বা চিনিতে পারে না। ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্রাদি দেবগণ পর্য্যন্তও শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া বহুস্থানে মোহগ্রস্থ হইয়াছিলেন। তবে তোমার কাছে এত কথার প্রয়োজন নাই, তোমার উপরে তাঁর কৃপা যবে হবে। এসব সিদ্ধান্ত কথা তুমিও কহিবে। (চৈঃচঃ)

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুকে সাধারণ সন্ন্যাসী মাত্র জ্ঞানে জগন্নাথ মন্দিরে সভা করিয়া স্বীয় শিষ্যগণের সহিত মহা-

মহাপ্রভুকে বেদান্ত শুনাইতে লাগিলেন। সাতদিন পর্য্যন্ত মহাপ্রভু সম্পূর্ণ নীরব হইয়া শ্রবণ করিলেন। তখন সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে মৌনী থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—বেদান্তের ব্যাসকৃত সূত্রগুলির অর্থ অতীব নির্ম্মল। কিন্তু তুমি আচার্য্য শঙ্করকৃত স্বকল্পিত ব্যাখ্যার দ্বারা মূল সূত্রের অর্থ আচ্ছাদিত করিতেছ। ইহা ভুল ব্যাখ্যা সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবই স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবতে তাঁহার সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বেদান্ত ব্যাখ্যা

যিনি সূত্রকর্ত্তা তিনিই যদি ব্যাখ্যা করেন, তবে সূত্রের মূল অর্থ জানা যায়। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য্য অসুর মোহনের জন্য শ্রীভগবানের আদেশে ঐরূপ কল্পিত ভাষ্য করিয়াছে। **শ্রীশঙ্কর ভাষ্য প্রকৃত প্রস্তাবে বেদান্ত বিরুদ্ধ।** মায়াবাদীগণ প্রচ্ছন্ন নাস্তিক **অচিন্ত্য-ভেদাভেদ** সিদ্ধান্তই বেদান্তের প্রকৃত মত।

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্য্যের কিরণ।
স্বকল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন॥
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝনে না যায়।
পুরাণ বাক্যে সেই অর্থ করয়ে নিশ্চয়॥ (চৈঃ চঃ ২।৬)

অহো ভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দ গোপ ব্রজৌ কসাৎ।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনং॥ (ভাঃ ২০।১৪।৩১)

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাহার।
হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥

ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য প্রভুর চিচ্ছক্তি বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মোর পরম সাহস॥
মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীব ঈশ্বর সহ করহ অভেদ॥
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যেবা মানে সেইত পাষণ্ডী।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই হয় যমদণ্ডী॥
জীবের নিস্তার লাগি সূত্র কৈল ব্যাস।
মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥
শুনি ভট্টাচার্য্য হইল পরম বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাণী হইল স্তম্ভিত॥
প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য না কর বিস্ময়।
ভগবানে ভক্তি পরম পুরুষার্থ হয়॥
আত্মারাম পর্য্যন্ত করে ঈশ্বর ভজন।
ঐছে অচিন্ত্য ভগবানের গুণগণ॥ (চৈঃ চঃ ২।৬)

তখন ভট্টাচার্য্যের প্রার্থনায় মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৭।১০ সংখ্যায় আত্মারামশ্চ শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। প্রভুর ব্যাখ্যা শ্রবণে সার্ব্বভৌমের আত্মধিক্কার ও আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল ও প্রভুকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তাঁহার পাদপদ্মে পড়িতে গেলেন। তখন মহাপ্রভু সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে যে ষড়ভুজ মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেই অপূর্ব্ব ষড়ভুজ শ্রীগৌর-বিগ্রহ এখনও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে নিত্য পূজিত হইতেছেন। এইসকল ঈশ্বরলীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াও দুর্ভাগ্য ব্যক্তিগণ মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বুঝিতে পারে না।

সহস্র সহস্র শিষ্য সহ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাপ্রভুর শরণাগত হইয়া

শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে মহানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সার্বভৌম একদিন মহাপ্রভুর নিকট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন কি, জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাসন,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

সমগ্র পুরুষোত্তম মণ্ডলেও নবদ্বীপের ন্যায় হরিসঙ্কীর্ত্তনের বন্যা প্রবাহিত হইল। সমগ্র নীলাচলবাসী প্রভুর কীর্ত্তন বন্যায় ভাসিতে লাগিলেন।

—::—

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ ও রামানন্দ মিলন

শ্রীগৌরসুন্দর মাঘ মাসে সন্ন্যাস করিয়া ফাল্গুনে নীলাচলে বাস করিয়া চৈত্রমাসে সার্বভৌম উদ্ধার করিয়া বৈশাখ মাসে দক্ষিণ ভ্রমণকালে নিরন্তর—কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! কৃষ্ণ হে! ইত্যাদি উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে চলিলেন, তাহা শ্রবণে সকলেই হরিনাম করিতে লাগিলেন। এইরূপে সমগ্র দেশে, গ্রামে ও নগরে হরিনাম প্রচার দ্বারা সকলকে বৈষ্ণব করিলেন।

শ্রীমহাপ্রভু কর্ত্তৃক রায় রামানন্দের মুখে অপূর্ব্ব ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার :—

যথা—প্রভু পুছে রামানন্দ করেন উত্তর।
এইমত সেইরাত্রে কথা পরম্পর॥

প্রভু কহে কোন বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণ ভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥
কীর্ত্তিগণ মধ্যে কোন বড় কীর্ত্তি।
কৃষ্ণ ভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥
সম্পত্তির মধ্যে কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধা কৃষ্ণে প্রেম যার সেই বড় ধনী॥
দুঃখে মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর।
কৃষ্ণ ভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥
মুক্ত মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যার সেই মুক্ত শিরোমণি॥
গান মধ্যে কোন্ গান্ জীবের নিজ ধর্ম্ম।
রাধা কৃষ্ণের প্রেমকেলি যেই গীতের মর্ম্ম॥
শ্রেয়ঃ মধ্যে শ্রেয়ো জীবের হয় সার।
কৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥
কাঁহার স্মরণ জীব করিবে অনুক্ষণ।
কৃষ্ণনাম গুণলীলা প্রধান স্মরণ॥
ধ্যেয় মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান।
রাধাকৃষ্ণ পাদাম্বুজ ধ্যান প্রধান॥
সর্ব্ব ত্যজি জীবের কর্ত্তব্য কাঁহা বাস।
শ্রীবৃন্দাবনাভূমি যাহা নিত্যলীলা রাস॥
শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা কর্ণ রসায়ণ॥
উপাস্যের মধ্যে কোন উপাস্য প্রধান।
শ্রেষ্ঠ উপাস্য যুগল রাধাকৃষ্ণ নাম॥

ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছে যেই কাঁহা দুহার গতি।
স্থাবর দেহ দেবদেহ যৈছে অবস্থিতি॥
(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদ)

নীলাচললীলা

মহাপ্রভু গোদাবরীতীরে উড়িষ্যার গভর্ণর রামানন্দ রায়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রশ্নোত্তর ছলে সাধ্য-সাধনতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য-সকল প্রকাশ করেন। পরে কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত অনংখ্য তীর্থ ভ্রমণকালে বৌদ্ধ. জৈন, তত্ত্ববাদী ভট্টথারি প্রভৃতির অসংখ্য পাষণ্ড মতবাদসকল খণ্ডন করিয়া শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া ব্রহ্মসংহিতা ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত পুঁথি লইয়া পুরীতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ভক্তসঙ্গে অবস্থান করেন। এই সময়ে স্বরূপ দামোদর, পরমানন্দপুরী গোবিন্দ, ব্রহ্মানন্দ ভারতী প্রভৃতি আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হন। গৌড়দেশ হইতে অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ প্রতি বৎসর নীলাচলে আগমনপূর্ব্বক জগন্নাথের রথযাত্রাদি দর্শন করেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের অপূর্ব্ব প্রেমআর্ত্তি দর্শনে মহাপ্রভু প্রতাপ-রুদ্রকেও কৃপা করিলেন। কুলীন গ্রামবাসীগণ গৃহস্থের কর্ত্তব্য বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করিলে মহাপ্রভু বলিলেন,—কৃষ্ণসেবা, বৈষ্ণব সেবন। নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তন। (চৈঃ চঃ)। বৈষ্ণব সেবা সম্বন্ধে বৈষ্ণব চিনিতে পারাও একান্ত প্রয়োজন, সেইজন্য মহাপ্রভু বলিলেন,—যিনি নিরপরাধে একবারও কৃষ্ণনাম করিয়াছেন, তিনি কনিষ্ঠ বৈষ্ণব। যাহার বদনে নিরন্তর কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হইতেছেন, তিনি মধ্যম বৈষ্ণব। আর যাহাকে দর্শন করিলেই মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তাঁহাকে উত্তম বৈষ্ণব বা বৈষ্ণব প্রধান বলিয়া জানিতে হইবে। (চৈঃ চঃ ম ১৬ পঃ) এই তিন প্রকার বৈষ্ণবের সেবা করাই গৃহস্থ বৈষ্ণবের অবশ্য কর্ত্তব্য। শুদ্ধ বৈষ্ণবের সেবা ও সঙ্গলাভ না হইলে, কৃষ্ণসেবা (কৃষ্ণার্চ্চন) ও শুদ্ধনাম সংকীর্ত্তন করাও সম্ভব হইবে না

গৌরভক্তের জীবে দয়ার আদর্শ

একদা মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর কাতরভাবে নিবেদন করিলেন,—"প্রভো! জগতের জীবের ত্রিতাপ যন্ত্রণা দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। সকল জীবের পাপ আমার মস্তকে অর্পণ করিয়া আমাকে নরকভোগ করিতে দিন। আর আপনি সকল জীবের ভবরোগ বা সংসার যন্ত্রণা দূর করুন"। ইহাতে মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল তখন মহাপ্রভু বলিলেন;—'কৃষ্ণভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু তিনি অবশ্যই তোমার এই বাসনা পূর্ণ করিবেন। ভক্তের ইচ্ছা মাত্রেই সমগ্র জীবের উদ্ধার হইতে পারে। এইরূপ জীবে দয়ার আদর্শ জগতে কুত্রাপি নাই। এই বাসুদেব দত্ত ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনগোপাল শ্রীবিগ্রহ অদ্যাদিও মোক্রম দ্বীবে বর্ত্তমান।

সুবুদ্ধি রায়

সুবুদ্ধি রায়কে নবাব হোসেনশাহ তাঁহার বেগমের পরামর্শে জাতিভ্রষ্ট করিলে কাশীর পণ্ডিতগণ সুবুদ্ধিরায়কে তপ্ত ঘৃত পান করিয়া দেহত্যাগের পরামর্শ দিলেন, তখন তিনি মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইয়া প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা চাহিলেন। মহাপ্রভু পণ্ডিতগণের ঐসকল ব্যবস্থায় কোনও কল্যাণ হইবে না জানাইয়া নিরন্তর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ করিয়া বলিলেন—

এক নামাভাবে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লৈতে কৃষ্ণ চরণ পাইবে॥
আর কৃষ্ণনাম হইতে কৃষ্ণস্থানে স্থিতি।
মহাপাতকের হয় এই প্রায়শ্চিত্তি॥ (চৈঃ চঃ ২।২৫)

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় সুবুদ্ধিরায় বৃন্দাবনে আগমনপূর্ব্বক বৈরাগ্যপূ

হরিভজনময় জীবনযাপন করেন ও শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর সহিত শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাদশ বন ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু বলভদ্র ভট্টাচার্য্যের সহিত পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন, এই সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণও পুরীতে আগমন করিলেন। শিবানন্দ সেনের সহিত একটী ভক্ত কুকুর মহাপ্রভুর নিকটে আসিলে তাহাকে মহাপ্রভু স্বয়ং নারিকেল শস্য প্রসাদ খাওয়াইয়া কুকুরের মুখে রাম, কৃষ্ণ, হরি ইত্যাদি উচ্চারণ করাইয়া সেই কুকুরকে উদ্ধার করিয়া বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীপ্রভু বৃন্দাবন হইতে পুরী আসিয়া ঠাকুর হরিদাসের সহিত অবস্থান করিলেন, শ্রীরূপ প্রভুর ললিত মাধব ও বিদগ্ধ মাধব নাটকের শ্লোক শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু পরমানন্দ লাভ করেন।

ছোট হরিদাস

মহাপ্রভুর কীর্ত্তনীয়া ছোট হরিদাস একদিন মহাপ্রভুর ভোগের জন্য বৃদ্ধা তপস্বিনী পরমা বৈষ্ণবী মাধবী দেবীর নিকট হইতে কিছু সরু চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিলেন। ইহাতে মহাপ্রভু রুষ্ট হইয়া চিরতরে ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করেন। শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, পরমানন্দপুরী প্রভৃতি মহাপ্রভুর পার্ষদগণ ছোট দাসের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বৈরাগীর ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য মহাপ্রভু বলিলেন,—

প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু-প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥

শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন,—

মাত্রা, স্বস্রা, দুহিত্রা বা নবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবান ইন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাং সমপিকর্ষতি॥

(চৈঃ চঃ ৩।২।১১৯)

অর্থাৎ মাতা, ভগ্নী ও বয়স্কা কন্যার সহিতও কখন নির্জ্জনে বসিবে না, কারণ ইহাতে বলবান ইন্দ্রিয় সমূহ বিদ্বান ব্যক্তিরও মন আকর্ষণ করিতে পারে। মহাপ্রভু বলিলেন,—যদি আমার নিকট ছোট হরিদাসের জন্য কেহ অনুরোধ কর, আমি পুরী ছাড়িয়া আলালনাথ গিয়া থাকিব। ছোট হরিদাস এক বৎসর অপেক্ষা করিয়াও মহাপ্রভুর দর্শন না পাইয়া প্রয়াগে ত্রিবেণীতে গিয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—বৈরাগী হইয়া—

প্রকৃতি দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত ॥

(চৈঃ চঃ ৩।২।১৬৫)

কিন্তু আজকাল অধিকাংশ বাবাজী বৈরাগীগণ পরস্ত্রী, মাতাজী সেবাদাসী প্রভৃতি লইয়া আখড়া বাঁধিয়া বাস করেন ও মহাপ্রভুর ভক্ত বলিয়াও পরিচয় দেন, আবার মূর্খ লোকেরা ইহাঁদের দ্বারা মহাপ্রভুর কীর্ত্তন মহোৎসবাদিও করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা মহাপ্রভুর ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরোধী বিচার।

শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু বৃন্দাবন হইতে ঝাড়িখণ্ডের বনপথে পুরী আসিলেন, তাঁহার শরীরে কণ্ডুরসা হইল। মহাপ্রভু যখন তাঁহাকে আলিঙ্গন করেন, তাঁহার শরীরেও ক্লেদ লাগিয়া যায়, নিষেধ করিলেও মহাপ্রভু পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন। ইহাতে সনাতন গোস্বামী দুঃখিত হন। তিনি কৃষ্ণ বিরহের আতিশয্যে জগন্নাথের রথের চাকায় দেহ-ত্যাগের সঙ্কল্প করিলেন, অন্তর্য্যামী মহাপ্রভু তখন তাঁহাকে বলিলেন,—"দেহত্যাগে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, ভজনের দ্বারাই কৃষ্ণ পাওয়া যায়। অহৈতুকী ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণ প্রাপ্তির উপায় নাই। ইহা বলিয়া মহাপ্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করিবামাত্রই সনাতন গোস্বামীপ্রভুর স্বর্ণকান্তি বিশিষ্ট সুন্দর শরীর হইল।

এদিকে রঘুনাথ বার বার গৃহ হইতে পালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরাতুল্য ভার্য্যা তাঁহাকে বাঁধিতে পারিল না। তিনি পানিহাটীতে আসিয়া নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে চিড়া দধি মহোৎসব করিলেন, তখন নিত্যানন্দ প্রভু প্রসন্ন হইয়া শ্রীচৈতন্য-চরণ প্রাপ্তির আশীর্ব্বাদ করিলেন। পরে রঘুনাথ গৃহ হইতে পালাইয়া পদব্রজে মাত্র বার দিনে পুরীতে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ কাছে পৌঁছিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বরূপ গোস্বামীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। পরে ইনি ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী নামে অভিহিত হন। ইঁহার অসাধারণ বৈরাগ্যের তুলনা হয় না।

—::—

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণ

নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর বাসার সন্নিকটে পুষ্পোদ্যানে (সিদ্ধবকুলে) থাকিয়া প্রত্যহ তিনলক্ষ করিয়া হরিনাম করিতেন। একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ দিতে গিয়া দেখিলেন হরিদাস শয়ন করিয়া ধীরে ধীরে সংখ্যাপূর্ব্বক শ্রীনাম উচ্চারণ করিতেছেন, মহাপ্রসাদ কণামাত্র সম্মান করিয়া বলিলেন,—অদ্য আমার সংখ্যা নাম পূর্ণ হয় নাই, অতএব প্রসাদ সেবা করিব না। ইহা শ্রবণে ভক্তবৎসল মহাপ্রভু আসিয়া হরিদাসের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিদাস বলিলেন, প্রভু আমার শরীর সুস্থ আছে, কিন্তু বুঝি মন সুস্থ নাই, তাই সংখ্যা কীর্ত্তন পূর্ণ হইতেছে না ইহাই ব্যাধি। মহাপ্রভু বলিলেন, তোমার সিদ্ধ দেহ সুতরাং অধিক সাধনাগ্রহের আবশ্যক কি? হরিদাস বলিলেন, প্রভু! আমার মনে

হইতেছে আপনি শীঘ্রই লীলা সম্বরণ করিবেন, তৎপূর্ব্বেই আমি চলিয়া যাইতে চাই। আমি কিভাবে যাইতে চাই তাহা আপনাকে নিবেদন করিতেছি,—

হৃদয়ে ধরিমু তোমার চরণ কমল।
নয়নে দেখিমু তোমার চাঁদ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িমু পরাণ॥

ইহা শ্রবণে মহাপ্রভুর চিত্ত দ্রবীভূত হইল। তিনি বলিলেন,— হরিদাস! কৃপাময় কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন। পরদিন মহাপ্রভু সপার্ষদে আসিয়া হরিদাসের কুটীরের সম্মুখে মহাসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন ও হরিদাসের গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। হরিদাস মহাপ্রভুকে সম্মুখে বসাইয়া শ্রীমুখচন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর চরণযুগল নিজহৃদয় উপর ধারণপূর্ব্বক জয় 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' প্রভু, বলিতে বলিতে মহাপ্রয়াণ করিলেন, ভক্তগণের হৃদয়ে ভীষ্মদেবের নির্য্যাণের কথা স্মরণ হইল। ভক্তগণ তৎকালে মহাহরিধ্বনি করিয়া নৃত্যকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন মহাপ্রভু মহাপ্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। হরিদাসকে বিমানে করিয়া সমুদ্রতীরে লইয়া মহাপ্রভু স্বহস্তে সমাধিস্থ করিলেন। শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্য মঠের শাখা শ্রীপুরুষোত্তম গৌড়ীয় মঠের সংলগ্ন স্থানে এই হরিদাস ঠাকুরের সমাধি অদ্যাপিও বর্ত্তমান। অতঃপর মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের জন্য নিজেই সিংহদ্বারে আঁচল পাতিয়া ভিক্ষা করিতেছেন দেখিয়া শ্রীস্বরূপ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুকে নিবৃত্ত করিয়া নিজেই মহোৎসবের যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া ভক্তগণকে আকণ্ঠ ভোজন করাইলেন। মহাপ্রভু হরিদাস ঠাকুরের বিরহে কাতর ও অশ্রুযুক্ত হইয়া বিলাপে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন'—

হরিদাস আছিলা পৃথিবীর শিরোমণি।
তাঁহা বিনা রত্ন শূন্য হইল মেদেনী॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈলা সঙ্গ ভঙ্গ॥ (চৈঃ চঃ ৩।১২)

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

অন্তর্দ্ধান লীলা-রহস্য

স্বীয় প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম অভীষ্টদেবের বা নিত্যারাধ্য প্রভুবরের অন্তর্দ্ধান বা অপ্রকট লীলাদর্শন, শ্রবণ বা বর্ণন করা কিপ্রকার বেদনাদায়ক ও হৃদয়বিদারক ব্যাপার তাহা বহির্ম্মুখ অশ্রাদ্ধালু মানব সমাজ বুঝিতে না পারিলেও শুদ্ধভক্ত মাত্রেই বিষয়টী উপলব্ধি করিতে পারেন। নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুর লীলা দর্শনের দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়াই তৎপূর্ব্বেই নিজ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পার্ষদগণ অনেকেই তাঁহাদের গ্রন্থে তদীয় অপ্রকটলীলা বর্ণনে অসমর্থ হইয়াই ঐ বিষয়ে নীরব ছিলেন, শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের অষ্টম তরঙ্গে বর্ণিত আছে যে ন্যাসি শিরোমণি মহাপ্রভু টোটা গোপীনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীগোপীনাথের অঙ্গে মিশিয়া যান, বা অন্তর্দ্ধান করেন। যথা—

ন্যাসি শিরোমণি চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার॥
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে।
হৈলা অদর্শন পুনঃ না আইলা বাহিরে॥

প্রভু সঙ্গোপন সময়েতে হৈল যাহা।
লক্ষ মুখ হইলেও কহিতে নাহি তাহা॥
এইখানে গোস্বামী হইলা অচেতন।
এথা সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন॥ (ভঃ রঃ ৮ মতঃ)

আরও প্রবাদ আছে যে মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক অন্তর্দ্ধান করেন। যাঁহারা মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলাকে সাধারণ মনুষ্যের দেহত্যাগের ন্যায় দেখিতে চাহেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ও অপরাধী, কারণ শ্রীবিষ্ণুকলেবরকে প্রাকৃত রক্তমাংসময় জড় শরীর মনে করিলে বিষ্ণু নিন্দা-রূপ অপরাধ ঘটে। যথা—

প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণুকলেবর।
বিষ্ণু নিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥ (চৈঃ চঃ)

শ্রীবিষ্ণু বস্তুর দেহদেহী ভেদ নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভু যেভাবেই বা যেখানেই অন্তর্দ্ধান করুন, তাঁহার সচ্চিদানন্দময় তনু এ জগতে রাখিয়া যান নাই। ইহাতে অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই, মহাপ্রভু প্রকট লীলাতেও বহুবার বহুস্থান হইতে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করিয়াছেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে, ইহা অচিন্ত্যশক্তি ভগবানের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। এমনকি সাধারণ যোগিঋষিগণেরও দেহ অলক্ষিতভাবে অদৃশ্য হইবার ভূরি ভূরি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কবীর, নানক প্রভৃতিও তাঁদের দেহ রাখিয়া যান নাই। শ্রীরামচন্দ্রাদি ভগবদ্অবতারগণেরও শরীরে বৈকুণ্ঠ বিজয়ের কথা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে। আর যিনি সর্ব্ব অবতারগণেরও মূল অবতারী ভগবান, তিনি কিভাবে অন্তর্দ্ধান করিলেন তাহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। যিনি একই সময়ে সাত সম্প্রদায়ে নৃত্য-কীর্ত্তন করিয়াছেন, যিনি শ্রীবাসের মৃত পুত্র মুখে তত্ত্বকথা বলাইয়াছেন যিনি বিসূচিকা রোগে মৃতপ্রায় অমোঘকে স্পর্শ মাত্রেই

রোগমুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণনামে নৃত্য করাইয়াছেন, যিনি গলিতকুষ্ঠ বাসুদেবকে আলিঙ্গন মাত্রেই সুপুরুষও কৃষ্ণপ্রেমিক করিয়াছেন, যিনি সনাতন গোস্বামীকে আলিঙ্গন করিবামাত্র কুণ্ডরসা মুক্ত করিয়াছেন, যিনি শচীমাতাকে বালগোপালরূপে দর্শন দিয়াছেন, যিনি তৈর্থিক বিপ্রকে শ্রীকৃষ্ণরূপে ও শঙ্খ, চক্র, গদাপদ্মধারী নারায়নরূপে দর্শন দিয়াছেন, যিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যকে ষড়ভুজ মূর্ত্তিতে দর্শন দিয়াছেন ও আরও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট বহুতর পরমেশ্বর মূর্ত্তি প্রকট করিয়াছেন, যিনি শ্রীবাসের গৃহে শ্রীবিষ্ণু খট্টায় উপবেশনপূর্ব্বক সাত প্রহরিয়া ভাবে বহু ভক্তের নিকট তাহাদের স্ব স্ব ইষ্ট মূর্ত্তি প্রকাশ পূর্ব্বক ইষ্টবর প্রদান করিয়াছেন। সেই অনন্ত ঐশ্বর্য্য প্রকটনকারী ভগবান গৌরহরির সশরীরে অন্তর্দ্ধান করা কিছুই অস্বাভাবিক বা অসম্ভব ব্যাপার নহে। কিন্তু কতকগুলি দুর্ভাগা লোক এই সকল লীলা সম্বন্ধে রহস্য বুঝিতে না পারিয়া মহাপ্রভুর অপ্রকট লীলা সম্বন্ধে নানাপ্রকার মিথ্যা গুজব ও অবান্তর উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়া অপরাধগ্রস্ত হইতেছে।

—:: —

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষামৃত

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শিক্ষারমূল এই যে, কৃষ্ণপ্রেমই জীবের নিত্যধর্ম্ম ধন। সেই ধর্ম্ম ধন হইতে জীব কখনই নিত্য বিচ্ছিন্ন হইতে পারেন না। কিন্তু কৃষ্ণ বিস্মৃতিক্রমে মায়ামোহিত হইয়া, অন্য বিষয়ে অনুরাগ হওয়ায় ক্রমশঃ সেই ধর্ম্ম গুপ্তপ্রায় হইয়া জীবাত্মার অন্তঃকোষে

লুক্কায়িত হইয়াছে। তাহাতেই জীবের সংসার দুঃখ। পুনরায় সৌভাগ্য ঘটনাক্রমে জীব যদি আমি 'নিত্যকৃষ্ণদাস' এই কথাটি স্মরণ করেন তবে উক্ত ধর্ম্ম পুনরুদিত হইয়া জীবের স্বাস্থ্যবিধান অবশ্যই ঘটিবে " (চৈঃ শিঃ ঠাকুর ভক্তিবিনোদ) শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু জীবগণকে কৃপা করিয়া দশটি অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন, ইহাই তাঁহার শিক্ষার মূল সূত্র।

(১) আম্নায় (বেদ) বাক্যই প্রধান প্রমাণ। শ্রীমদ্ভাগবত সেই বেদ কল্পতরুর প্রপক্ক ফল এবং ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য। (২) শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব (৩) তিনি সর্ব্বশক্তিমান। (৪) তিনি অখিল রসামৃত সমুদ্র। (৫) জীব সকল সেই শ্রীহরির বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ। (৬) জীব তটস্থ শক্তি হইতে প্রকাশিত বলিয়া মায়া দ্বারা বশীভূত হইবার যোগ্য। (৭) তটস্থ ধর্ম্ম বশতঃই জীব আবার মায়া হইতে মুক্ত হইবারও যোগ্য। (৮) জীব ও জড় সমগ্র বিশ্বই শ্রীহরি হইতে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ। (৯) শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তিই জীবের সাধন। (১০) কৃষ্ণপ্রেমই জীবের একমাত্র প্রয়োজন বা সাধ্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু তাহার স্বরচিত শিক্ষাষ্টক নামক আটটী শ্লোকে সর্ব্বশাস্ত্রের সারশিক্ষা জগতে প্রচার করিয়াছেন। যথা—

(১)

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধু জীবনং।
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনম্।

(২)

নাম্নামকারি বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা। নিয়মিতঃ স্মরণেন কালঃ।

এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ ॥

(৩)

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ॥
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

(৪)

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তির হৈতুকী ত্বয়ি ॥

(৫)

অয়ি নন্দনতুজ কিঙ্করং পতিতং মাং বিষমেভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিত ধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

(৬)

নয়নং গলদশ্রুধারয়াবদনং গদগদ রুদ্ধয়াগিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥

(৭)

যুগায়িতং নিমিষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্ব্বং গোবিন্দ বিরহেন মে ॥

(৮)

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতুবা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎপ্রাণনাথস্তু স এব না পরঃ ॥

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখ-নিঃসৃত উক্ত আটটী শ্লোকের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল যথা—

১। শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ট ভজন। শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তনে চিত্ত দর্পণ পরিপূর্ণভাবে মার্জ্জিত হয়, ভীষণ সংসার দাবানল হেলায় নির্ব্বাপিত

হয়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আত্মমঙ্গল বা আত্মকল্যাণ লাভ হয়, কৃষ্ণ কীর্ত্তন—পরাবিদ্যা বা ভক্তির জীবন স্বরূপ, কৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রেমানন্দের সংবর্দ্ধন-কারী, কৃষ্ণ কীর্ত্তন—পদে পদেই পরিপূর্ণ অমৃত আস্বাদন করায়। কৃষ্ণ কীর্ত্তন প্রভাবেই জীব সকল কৃষ্ণ পাদপদ্ম সেবারস-সমুদ্রে অবগাহন করিতে পারে।

২। শ্রীকৃষ্ণ নাম ও নামী অভিন্ন। ভগবান নিজ নামে সর্ব্বশক্তিই প্রদান করিয়াছেন, নাম কীর্ত্তনে দেশ-কাল পাত্রাদির কোন বিচার নাই। কিন্তু দুর্দ্দৈব অর্থাৎ অপরাধ থাকিলে নামে রুচি হয় না সেই অপরাধ দশ প্রকার তন্মধ্যে ভক্ত নিন্দা বা বৈষ্ণব অপরাধই প্রধান।

৩। তৃণ হইতেও সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু নিজে অমানী ও অপরকে প্রভূত সম্মান প্রদান করিয়া সর্ব্বক্ষণ হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে।

৪। শ্রীহরিনাম কীর্ত্তনকারী হরিনামের নিকটে বা হরিনামের বিনিময়ে ধন, জন, সুন্দরী কামিনী, কবিত্ব বিদ্যাদি চাহিবেন না। এমনকি পুনর্জন্ম হইতেও মুক্তি চাহিবেন না। প্রতি জন্মেই কৃষ্ণ পাদপদ্মে অহৈতুকী ভক্তি ব্যতীত অন্য কোনও কামনা থাকিলে আর কৃষ্ণপ্রেম পাওয়া যাইবে না।

৫। হে নন্দনন্দন! আমি তোমারই কিঙ্কর বা সেবক। কিন্তু তোমার সেবা বিস্মৃতি হওয়ার জন্য বিষম ভব সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছি। কৃপাপূর্বক পুনরায় তোমার পাদপদ্মের ধূলি করিয়া সেবা-অধিকার প্রদান কর। ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

৬। হে রাধানাথ! আপনার নাম গ্রহণ করিতে করিতে কবে আমার নয়নযুগল হইতে নিরন্তর অশ্রু প্রবাহিত হইবে। মুখে গদ গদ বাক্য উচ্চারিত হইবে, শরীর কম্প ও পুলকে ব্যাপ্ত হইবে। (ইহাই সিদ্ধের বাহ্য লক্ষণ ও অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার)

৭। হে গোবিন্দ! আপনার বিরহে আমার পক্ষে নিমেষকালও যুগতুল্য হইয়াছে, চক্ষু হইতে নিরন্তর বারিধারা পতিত হইতেছে। সমগ্র বিশ্ব আমার পক্ষে শূন্যবোধ হইতেছে।

৮। হে কৃষ্ণ আমি আপনার পাদসেবা নিরতা দাসী, আপনি আমাকে আলিঙ্গন করুন অথবা পোষণ করুন অথবা আমাতে দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহত করুন, অথবা যত্রতত্রই বিহারাদি করুন, আপনিই আমার একমাত্র প্রাণনাথ অপর কেহ নহে। এইরূপে জীবনে মরণে সুখে দুঃখে, সম্পদে-বিপদে একমাত্র কৃষ্ণই সর্ব্বস্ব ধন, তাঁহার সেবালাভের আশাতেই পড়িয়া থাকিতে হইবে। ইহাই শ্রীগৌরহরির চরম শিক্ষা।

প্রভু শিক্ষা অষ্ট শ্লোকী যেই পড়ে শুনে।
কৃষ্ণে প্রেমভক্তি তার বাড়ে দিনে দিনে॥

(চৈঃ চঃ ৩।২০

শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষাসার

শ্রীমহাপ্রভুর সার শিক্ষা এই যে, জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবা বিমুখতা বশতঃই জীবের যাবতীয় ক্লেশ ও সংসার বন্ধন উপস্থিত হইয়াছে। মায়িক জগৎ জীবের পক্ষে কারাগৃহ স্বরূপ। এখানে নিরন্তরই ত্রিতাপাদি যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। পুনরায় শ্রীহরিগুরু বৈষ্ণবগণের কৃপাবলেই জীব মায়ার বন্ধন বা কারাবাস যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইয়া স্ব স্বরূপে অবস্থান-পূর্ব্বক পুনরায় কৃষ্ণদাস্য লাভ করিতে পারে। জীবের বদ্ধদশা বা বিকৃতাবস্থা হইতে স্বরূপ সং প্রাপ্তির যে উপায় তাহাকে সাধন বা অভিধেয় বলে। সেই সাধন বা উপায়,—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ,

দ্বাপর যুগে অর্চন কলিযুগে একমাত্র হরিকীর্ত্তন। শ্রীহরিকীর্ত্তন ব্যতীত কলিযুগে অন্য কোনও প্রকারে জীবের উদ্ধার হইবে না। কলিতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যাগ, যজ্ঞ, যোগ, ধ্যান, তপস্যা, অন্য দেবতাগণের পূজা বা অন্য কোনও প্রকার ধর্ম্মকর্ম্মাদির দ্বারা জীবের নিস্তার নাই। এ বিষয়ে মহাপ্রভু ভুরি ভুরি শাস্ত্র প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা চৈঃ চরিতামৃতে

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতে, মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্ব জগৎ নিস্তার॥
দার্ঢ্য লাগি হরের্নাম উক্তি তিনবার।
জড়লোক বুঝাইতে পুনঃ এব কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান, যোগ, তপ; আদি কর্ম্ম নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্তি এব কার॥
অতএব কলিযুগে নামযজ্ঞ সার।
অন্য কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে।
কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ হরিষে॥ (চৈঃ চঃ ১।১৭)
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥
প্রভু কহে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।

ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর ॥
দশ পাঁচ মিলি নিজ দ্বারেতে বসিয়া।
কীর্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥

চৈঃ ভাঃ ২।১৩। ৭৬

ষষ্ঠদশ পরিচ্ছেদ
শ্রীগৌরাঙ্গের দয়ার মহিমা

বান্দ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিত ॥

যাঁহা কর্ত্তৃক এই ঘোর কলিকালেও গুহ্যতম ভক্তিযোগ প্রকাশিত হইয়াছে, সেই করুণাসিন্ধু শ্রীচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি।

হেলোদ্ধূলিত খেদয়া বিশদয়া প্রোন্মীল দামোদর।
শাব্যচ্ছাস্ত্র বিবাদয়া রসদয়া চিত্তার্পিতোন্মদয়া ॥
শশ্বদ্ভক্তি বিনোদয়া সমদয়া মাধুর্য্য মর্য্যাদয়া।
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ॥

(চৈঃ চঃ ২।১০ ১১৯)

হে দয়ানিধে শ্রীচৈতন্য, যাহা হেলায় সমস্ত দুঃখ দূর করে যাহাতে পূর্ণ নির্ম্মলতা আছে—যাহাতে পরমানন্দ প্রকাশিত হয়, যাহার উদয়ে শাস্ত্র বিবাদ শেষ হয়, যাহা রসবর্ষণ দ্বারা চিত্তের উন্মাত্ততা বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদন ক্রিয়া সর্ব্বদা শমতা দান করে, মাধুর্য্য মর্য্যাদা দ্বারা তোমার অমন্দোদয় দয়া (অতি শুভদা দয়া) আমার প্রতি উদিত হউক।

বিংশ পরিচ্ছেদ

পরিশিষ্ট

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা গীতি কীর্ত্তন

(মহাজন পদাবলী)

(১)

পরম করুণ, পঁহু দুইজন, নিতাই গৌরচন্দ্র।
সব অবতার সার সিরোমণি কেবল আনন্দ কন্দ॥
ভজ ভজ ভাই, চৈতন্য নিতাই সুদৃঢ় বিশ্বাস করি।
বিষয় ছাড়িয়া, সে রসে মজিয়া মুখে বল হরি হরি॥
দেখ ওরে ভাই, ত্রিভুবনে নাই, এমন দয়ালু দাতা।
পশুপাখী ঝুরে, পাষান বিদরে, শুনি যার গুণগাথা॥
সংসারে মজিয়া, রহিলি পড়িয়া, সে পদে নহিল আশ।
আপন করম, ভুঞ্জায়ে শমন, কহয়ে লোচন দাস॥

(২)

নাহি না হিরে গৌরাঙ্গ বিনু দয়াল ঠাকুর নাহি আর।
কৃপাময় গুণনিধি, সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধি,
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ অবতার॥
কলি কবলিত যত, জীব সম মুরছিত,
নাহি আর মহৌষধি তন্ত্র॥
গতিহীন ক্ষীণ প্রাণী, দেখি মৃত সঞ্জীবনী,
প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র॥
রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে,
অসুরের করিল সংহার।

এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল,
চিত্তশুদ্ধি করিল সবার ॥
এ হেন মহিমা তাঁর, পাষাণ হৃদয় যার,
সে হইল মুনির দোসর।
দেবকীনন্দনে ভণে, হেন প্রভু যেনা মানে,
সে ভাড়ুয়া গ্রাম্য শূকর ॥ (ভক্তিরত্নাকর)

(৩)

আরে ভাই! ভজ মোর গৌরাঙ্গ চরণ।
না ভজিয়া মৈনু দুখে, ডুবি গৃহ বিষকূপে,
দগ্ধ কৈল এ পাঁচ পরাণ ॥
তাপত্রয় বিষানলে, অহর্নিশি হিয়া জ্বলে,
দেহ সদা হয় অচেতন।
রিপুবশ ইন্দ্রিয় হৈল, গোরাপদ পাশরিল,
বিমুখ হইল হেন ধন ॥
হেন গৌর দয়াময়, ছাড়ি সব লাজ ভয়,
কায়মনে লহরে শরণ।
পরম দুর্ম্মতি ছিল, তারে গোরা উদ্ধারিল
তারা হইল পতিত পাবন ॥
গোরা দ্বিজ নটরাজ, বান্ধহ হৃদয় মাঝে,
কি করিবে সংসার দমন।
নরোত্তম দাসে কহে, গোরা সম কেহ নহে,
না ভজিতে দেয় প্রেমধন ॥

(৪)

গৌরাঙ্গের দুটি পদ, যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।

গৌরাঙ্গের মধুর লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তার।
যে গৌরাঙ্গের নাম লয়, তার হয় প্রেমোদয়,
তারে মুঞি যাই বলিহারী।
গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সেজন ভকতি অধিকারী॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ।
শ্রীগৌড় মণ্ডলভূমি, যেবা জানে চিন্তামণি
তার হয় ব্রজভূমে বাস॥
গৌরপ্রেম রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে,
সে রাধামাধব অন্তরঙ্গ।
গৃহে বা বনেতে থাকে, হা গৌরাঙ্গ বলে ডাকে
নরোত্তম মাগে তার সঙ্গ।

(৫)

গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু।
প্রেম রতন ধন হেলায় হারাইনু॥
অধনে যতন করি ধন তেয়াগিনু।
আপন করম দোষে আপনি ডুবিনু॥
সৎসঙ্গ ছাড়ি কৈনু অসতে বিলাস।
তে কারণে লাগিল যে কর্ম্মবন্ধ ফাঁস॥
বিষয় বিষম বিষ সতত খাইনু।
গৌর কীর্ত্তন রসে মগন না হৈনু॥
কেন বা আছয়ে প্রাণ কি সুখ পাইয়া।
নরোত্তম দাস কেন না গেল মরিয়া॥

ব্রজেন্দ্রনন্দন যেই, শচীসুত হৈল সেই,
বলরাম হইল নিতাই।
দীন হীন যত ছিল, হরিনামে উদ্ধারিল,
তার সাক্ষী জগাই মাধাই॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি নবদ্বীপে অবতরি, জগৎ ভরিয়া প্রেম দিল।
মুঞি সে পামরমতি, বিশেষে কঠিন অতি, তেঁই মোরে করুণা নহিল।

(৬)

এ মন! গৌরাঙ্গ বিনে গতি নাহি আর।
হেন অবতার, হবে কি হ'য়েছে, হেন প্রেম পরচার॥
দুরমতি অতি, পতিত পাষণ্ডী, প্রাণে না মারিল কারে।
হরিনাম দিয়ে; হৃদয় শোধিল, যাচি গিয়া ঘরে ঘরে॥
ভব বিরিঞ্চির, বাঞ্ছিত যে প্রেম, জগতে ফেলিল ঢা'ল॥
কাঙ্গালে পাইয়া' খাইল নাচিয়ে, বাজাইয়া করতালি॥
হাসিয়ে কাঁদিয়ে, প্রেমে গড়াগড়ি, পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ।
চণ্ডালে ব্রাহ্মণে, করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এ রঙ্গ॥
ডাকিয়ে হাঁকিয়ে, খোল করতালে গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে।
দেখিয়া শমন, তরাস পাইয়ে, কপাট হানিল দ্বারে॥
এ তিন ভুবন, আনন্দে ভরিল, উঠিল মঙ্গল সোর।
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে, রতি না জন্মিল তোর॥

(৭)

এমন শচীর নন্দন বিনে।
প্রেম বলি নাম, অতি অদ্ভুত, শ্রুত হৈত কার কানে॥
শ্রীকৃষ্ণ নামের, সগুণ মহিমা, কেবা জানাইত আর।
বৃন্দাবিপিনের মহামাধুরিমা, প্রবেশ হইত কার॥

কেবা জানাইত, রাধার মাধুর্য্য, রস যশ-চমৎকার।
তার অনুভব, সাত্ত্বিক বিকার, গোচর ছিল বা কার॥
ব্রজে যে বিলাস, রাস মহারাস, প্রেম পরকীয়া তত্ত্ব।
গোপীর মহিমা, ব্যাভিচারী সীমা, কার গতি ছিল এত॥
ধন্য কলি ধন্য, নিতাই চৈতন্য, পরম করুণা তরি।
(ভব) বিধি অগোচর, যে প্রেম বিকার, প্রকাশে জগৎ ভরি॥
উত্তম অধম কিছু না বাছিল, যাচিয়া দিলেক কোল।
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাঙ্গে, অন্তরে ধরিয়া দোল॥

(৮)

অবতার সার, গোরা অবতার, কেন না ভজিলি তাঁরে।
করি নীরে বাস গেল না পিয়াস, আপন করম ফেরে॥
কণ্টকের তরু, সদাই সেবিলি, অমৃত পাইবার আশে।
প্রেম কল্পতরু, শ্রীগৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে॥
সৌরভের আশে, পলাশ শুকিলি (মন) নাশাতে পশিল কীট।
ইক্ষুদণ্ড ভাবি, কাঠ চুষিলি, কেমনে পাইবি মিঠ॥
হার বলিয়া, গলায় পরিলি, শমন কিঙ্কর সাপ।
শীতল বলিয়া, আগুন পোহালি, পাইলি বজর তাপ।
সংসার ভজিলি, শ্রীগৌরাঙ্গ ভুলিলি, না শুনিলি সাধুর কথা
ইহ পরকাল দুকাল খোয়ালি খাইলি আপন মাথা॥

(৯)

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামীর উক্তি।

এ হেন গৌরাঙ্গ চাঁদ না ভজিলে পরমাদ
ভজিলে পরম সুখ হয়।
দয়ার ঠাকুর তেঁহ, তাকে কি ভুলিবে কেহ,
এত দয়া দাসে বিতরয়॥

চৈতন্য আমার প্রভু চৈতন্যে না ভুলি কভু,
সেই মোর প্রাণের ঈশ্বর।
যে চৈতন্য বলি ডাকে, উঠে কোল দেই তাকে,
সেই মোর প্রাণের দোসর॥
হা চৈতন্য প্রাণধন, না বলিল যেইজন
মুখ তার না হেরি নয়নে।
চৈতন্যে ভুলিল যেবা, যদিও সে দেবী দেবা
কু প্রভাত তার দরশনে॥
চৈতন্যে ছাড়িয়ে অন্য, সন্ন্যাসীরে করে মান্য
তারে যষ্টি করিব প্রহার।
ছাড়িয়া চৈতন্যে কথা, অন্য ইতিহাস বৃথা,
বলে যেই মুখে আগুন তার॥
চৈতন্যের যাহে সুখ, তাহে যদি ঘটে দুখ,
চির দুঃখ ভোগ হউক মোর।
সে যদি স্ব সুখ ত্যজে, যতি ধর্ম্ম কভু ভজে,
আমি তাহে দুঃখেতে বিভোর॥

(পণ্ডিত জগদানন্দের শ্রীপ্রেম বিবর্ত্ত)

(১০)

কলি ঘোর তিমিরে, গরসল জগজন ধরম করম রহু দূর।
অসাধনে চিন্তামণি, বিধি মিলাওল আনি, গোরা বড় দয়ার ঠাকুর
ভাইরে ভাই গোরা গুণ কহনে না যায়।
কত শত আনন, কত চতুরানন, বরণিয়া ওর নাহি পায়॥
চারি বেদ ষড় দরশন পড়ি সে যদি গৌরাঙ্গ নাহি ভজে।
বৃথা তার অধ্যয়ণ, লোচন বিহীন জন, দরপণে অন্ধের কিবা কাজে
বেদ বিদ্যা দুই, কিছুই না জানত, সে যদি গৌরাঙ্গ জানে সার।
নয়ন আনন্দে ভনে সেই সে সকলি জানে, সর্ব্বসিদ্ধি করতলে তার॥

শ্রীগৌরাঙ্গের নামের মহিমা

অদ্যাপিহ দেখ চৈতন্য নাম যেই লয়।
কৃষ্ণপ্রেমে পুলকাশ্রু বিহ্বল সে হয়।
নিত্যানন্দ বলিতে হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।
আউলায় সকল অঙ্গ গদাবয়॥
কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার।
চৈতন্যে নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লৈতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার।
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তাঁরে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার।
কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি মুক্তি দিয়া
কভু ভক্তি না দেন রাখেন লুকাইয়া।
হেন প্রেম শ্রীচৈতন্য দিলা যথাতথা।
জগাই মাধাই পর্য্যন্ত অন্যের কা কথা। (চৈঃ চঃ ১/৮)

হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন।

অদ্ভুত দয়ালু চৈতন্য বদান্য।
ঐছে দয়ালু দাতা লোকে শুনে নাহি অন্য।
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময়।
কাকেরে গরুড় করে ঐছে কোন হয়। (চৈঃ চঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গ ধামের মহিমা বা নবদ্বীপ মাহাত্ম্য

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।
নবদ্বীপ মহিমা যে শাস্ত্রে নাহি কয়।
স্বপ্নেও সে শাস্ত্র যেন শুনিতে না হয়।

অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, কাশী, কাঞ্চী আর
অবন্তী দ্বারকা এই পুরী সপ্ত সার।
নবদ্বীপে সে সমস্ত নিজ নিজ স্থানে।
নিত্য বিদ্যমান গৌরচন্দ্রের বিধানে।
সেবিলেই নবদ্বীপ বৃন্দাবন স্ফুরে।
নবদ্বীপ সেবা বিনা বৃন্দাবন দূরে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে অন্তরীক্ষ হৈতে।
নবদ্বীপ বাসীগণে পূজে নানা মতে॥
ব্রহ্মা বলে কবে মোর হেন ভাগ্য হবে।
নবদ্বীপে তৃণ কলেবর পাব যবে॥

উপসংহার

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনন্ত লীলা মহিমা, নাম মহিমা, ধাম মহিমা সকল স্বয়ং অনন্তদেবও অনন্তকাল অনন্তমুখে বর্ণন করিয়াও তাহার অন্ত পান না। আমি অতি ক্ষুদ্র জীবাধম আত্ম পবিত্রার্থে তদীয় অনন্ত লীলা সমুদ্রের একবিন্দু স্পর্শ মাত্র করিবার প্রয়াস করিলাম, যেমন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধি প্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্য চরিত্র বর্ণন কৈলু সমাপন॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলা নাহি ওর পার।
'জীব' হঞা কেবা সম্যক পারে বর্ণিবার॥
যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিলু।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এককণা ছুঁইল॥